শ্রীশ্রীনরোত্তমবিলাস

শ্রীনরহরি দাস বিরচিত।

শ্রীরাখালদাস কবিরত্ন কর্ত্তক

সংশোধিত।

"যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিমন্যৈঃ খাতকোদকৈঃ॥"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
"তারা-লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।
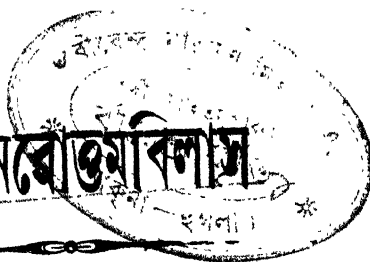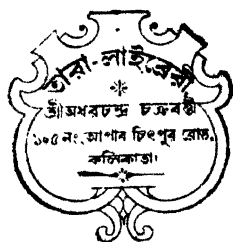
সূচীপত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীপুলিনবিহারী দাস ঘোষ
"বীণাপাণি প্রেস"
১৯ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
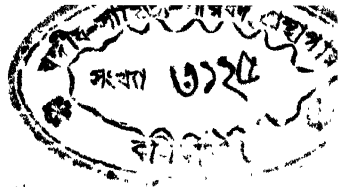
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীনরোত্তম-বিলাস।

প্রথম বিলাস।

শ্রীশপ্রপন্ন প্রিয় শ্রীনটেন্দ্র, স্বপ্রেমসম্পৎ প্রদানৈকদক্ষঃ।
শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরপ্রাণবন্ধো, হে লোকনাথ প্রভো মাং প্রসীদ॥ ১॥

বন্দে শ্রীমল্লোকনাথং শ্রীমচ্চৈতন্যপার্ষদম্।
শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকজীবনং জনজীবনম্॥ ২

শ্রীমদ্গৌরপ্রিয় লোকনাথপাদাব্জষট্‌পদম্।
রাধাকৃষ্ণরসোন্মত্তং বন্দে শ্রীমন্নরোত্তমম্॥ ৩

সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্নান্ সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকান্।
শ্রীমন্নরোত্তম প্রভোঃ শাখাবর্গানহং ভজে॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবপ্রমোদায় নিজাভীষ্টার্থ সিদ্ধয়ে।
নরোত্তমবিলাসাখ্যং গ্রন্থং সংক্ষেপতোক্রতে॥ ৫॥

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্ব্বেশ্বর।
ভুবনমোহন প্রেমময় কলেবর॥
জয় শচী জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈতের জীবন॥
জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণনাথ।
জয় শ্রীবাসের প্রভু জগৎ বিখ্যাত॥
জয় হরিদাস বক্রেশ্বর প্রেমাধীন।
জয় মুরারির মোদবর্দ্ধনে প্রবীণ॥
জয় গৌরীদাস গদাধরের বান্ধব।
জয় নরহরি শ্রেষ্ঠ পরম বৈভব॥
জয় স্বরূপের প্রিয় গুণের নিধান।
জয় সনাতন রূপ গোপালের প্রাণ॥
জয় জয় প্রভু ভক্ত-গোষ্ঠির সহিত।
স্ফুরাহ স্বাভীষ্ট ভক্তবিলাস কিঞ্চিৎ॥
মো হেন মূর্খের বাক্য শুন শ্রোতাগণ।
সভে অনুগ্রহ কর দেখি আকিঞ্চন।

ভালমন্দ নাহি জানি নাহি কোন জ্ঞান।
যে কিছু কহিয়ে সাধু আজ্ঞা বলবান্॥
নরোত্তম বিলাস এ গ্রন্থ মনোহর।
করি পরিশোধন আস্বাদ নিরন্তর॥
পূর্ব্বপন্থে কৈল যৈছে মঙ্গলাচরণ।
সেই ক্রম কহি এবে শুন দিয়া মন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রিয় লোকনাথ।
বিপ্রবংশ-প্রদীপ যে সর্ব্বাংশে বিখ্যাত॥
তাঁহার চরিত্র এথা কহি যে কিঞ্চিত।
করহ শ্রবণ ইহা জগতে বিদিত॥
যশোর দেশেতে তালগড়ি নামে গ্রাম॥
তথাতে প্রকট সর্ব্বমতে অনুপম॥
মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।
কহিতে কি জানি সে দোঁহার যৈছে কীর্ত্তি
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বিদিত সংসারে।
প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে॥
পরম বৈষ্ণব অলৌকিক সর্ব্বকাজ।
সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ রাঢ়ী বিপ্ররাজ॥
দিবানিশি সংকীর্ত্তনে মত্ত অতিশয়।
দেখি সে নেত্রের ধারা কেবা ধৈর্য্য হয়॥
শ্রীঅদ্বৈত-কৃপায় সে মহাহর্ষ মনে।
নদীয়া আইসে সদা গৌরাঙ্গদর্শনে॥
দেশে গেলে পদ্মনাভে কিছুই না ভায়।
পত্নী সহ সদা গৌরচন্দ্র-গুণ গায়॥
যৈছে পদ্মনাভ তৈছে তাঁর পত্নী সীতা।
পরম বৈষ্ণবী যেহো অতি পতিব্রতা॥
লোকনাথ হেন পুত্রে পায়্যা পুণ্যবতী।
করয়ে পালন যৈছে কহি কি শকতি॥
পুত্রে সমর্পিয়া গৌরচন্দ্রের চরণে
দেখয়ে পুত্রের চেষ্টা মহানন্দমনে॥
শ্রীলোকনাথের ভক্তিপথে মহা আর্ত্তি।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যেন করুণার মূর্ত্তি॥
অল্প বয়সে বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।
অত্যন্ত নিপুণ বাপ মায়ের সেবাতে॥
নিরন্তর আরাধয়ে কৃষ্ণের চরণ।
ভক্তিবলে করে সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষণ॥
পিতা মাতা অদর্শন হৈলে কথো দিনে।
মনের বৃত্তান্ত জানাইলা বন্ধুগণে॥
বিষয় সংসার সুখ ত্যাগি মল প্রায়।
প্রভু-সন্দর্শনে যাত্রা কৈল নদীয়ায়॥
প্রভুপদে আত্মা সমর্পিয়া নবদ্বীপে।
প্রভু অনুগ্রহ করি রাখিলা সমীপে।
সন্ন্যাস করিব প্রভু উদ্বিগ্ন অন্তরে।
শীঘ্র লোকনাথ পাঠায়েন ব্রজপুরে।
কে বুঝে প্রভুর চেষ্টা অত্যন্ত গভীর।
লোকনাথে বিদায় করিয়া নহে স্থির॥
লোকনাথে জানিলেন প্রভুর অন্তর।
দুই চারি দিবসেই ছাড়িবেন ঘর॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু তাঁর ইচ্ছামতে।
লোকনাথ যাত্রা যৈছে না পারি বর্ণিতে॥
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দুনয়ানে।
দিবসের পথ চলে চারি পাঁচ দিনে॥

কথো দূরে শুনে প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে গেলা প্রিয়ভক্তে প্রবোধিয়া ॥
প্রভুর মস্তকে শ্রীকেশের অদর্শন।
সোঙরিয়া উচ্চৈস্বরে করয়ে রোদন ॥
মৃতপ্রায় হইয়া প্রভুর আজ্ঞামতে।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা কথোক দিনেতে ॥
বৃন্দাবন-শোভা দেখি রহে কথো দিন।
তথা শুনিলেন প্রভু গেলেন দক্ষিণ ॥
লোকনাথ হইয়া অতি উদ্বিগ্ন অন্তর।
চলয়ে দক্ষিণ যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
কথো দূরে শুনিলেন বৃত্তান্ত সকল।
দক্ষিণ হইতে প্রভু আইলা নীলাচল ॥
বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন গৌড়পথে।
গৌড় হৈতে ক্ষেত্র গেলা ভক্ত ইচ্ছামতে ॥
পুনঃ শুনিলেন প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
লোকনাথ ব্রজে যাত্রা কৈলা সেইক্ষণ ॥
বৃন্দাবনে আসি সর্ব্ব সংবাদ শুনিলা।
এই কথো দিনে প্রভু প্রয়াগে চলিলা ॥
লোকনাথ দুঃখী হইয়া দাঁড়াইলা মনে।
প্রয়াগে চলিব প্রাতে প্রভুর দর্শনে ॥
প্রভুগুণ সোঙরিয়া করয়ে ক্রন্দন।
ধরণী লোটায় অঙ্গ না যায় ধরণ ॥
রাত্রি শেষে নিদ্রা হৈল প্রভুর ইচ্ছায় ॥
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্রে দেখে নদীয়ায় ॥
চন্দনে চর্চ্চিত তনু জিনি কাঁচা সোণা ॥
সুচারু চাঁচর কেশে পুষ্পের রচনা ॥
কপালে তিলক দিব্য যজ্ঞসূত্র গলে।
নেত্র ভ্রূরু ভঙ্গিমাতে কেবা নাহি ভুলে।
কি মধুর মুখে মন্দ হাসিয়া হাসিয়া।
চান্দের গরব নাশে বরিষে অমিয়া ॥
কিবা সে আজানু বাহু বক্ষ পরিসর।
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন মনোহর ॥
নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ।
কিশোর বয়স তাহে রসের তরঙ্গ ॥
মধুর বচনে কহে লোকনাথ প্রতি।
তো সভা সহিত মোর সদা এথা স্থিতি ॥
এই নবদ্বীপে মোর অশেষ বিহার।
ব্রহ্মাদিক কেহ অন্ত নারে করিবার ॥
ঐছে কত কহি লোকনাথে আলিঙ্গিতে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দুঃখ না পারে সহিতে ॥
প্রভু ইচ্ছা মতে পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল।
পুনঃ লোকনাথ আগে প্রত্যক্ষ হইল ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
লোকনাথ প্রতি কহে সুমধুর বাণী ॥
প্রয়াগে যাইবা তুমি করিয়াছ চিতে।
কি লাগি যাইবা মোরে দেখহ সাক্ষাতে ॥
ওহে লোকনাথ বড় সাধ ছিল মনে।
তোমা সহ একত্র রহিব বৃন্দাবনে ॥
তেঞি তোমা শীঘ্র পাঠাইয়া বৃন্দাবন।
ভারতীর স্থানে কৈল সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
হইলুঁ উদ্বিগ্ন বৃন্দাবিপিন দেখিতে।
তাহা না হইল গেলুঁ অদ্বৈত গৃহেতে ॥

সভে মহা দুঃখী হৈলা আমার সন্ন্যাসে।
সভা প্রবোধিলুঁ রহি অদ্বৈতের বাসে॥
সভা মনোবৃত্তি জানি নীলাচলে গেলুঁ।
তাঁহা কথো দিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলুঁ॥
মোর লাগি তুমিহ দক্ষিণ যাত্রা কৈলা।
ব্রজে আমি আইলুঁ শুনি তুমি ব্রজে আইলা॥
দৈবযোগে আমা সহ না হইল দেখা।
পাইলে যতেক দুঃখ নাহি তার লেখা॥
প্রয়াগে গমন মোর শুনি লোক স্থানে।
প্রভাতে যাইবা তথা করিয়াছ মনে॥
তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি।
বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি।
প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল।
সনাতন রূপ আদি মোর প্রিয়গণে।
দেখিতে পাইবে এথা অতি অল্পদিনে॥
তাঁ সভার দ্বারে মনোবৃত্তি প্রকাশিব।
বৃন্দাবনে সুখের সমুদ্র উথলিব॥
সে সুখ তরঙ্গে তুমি সতত ভাসিবে।
তোমার মনেতে যাহা সর্ব্বসিদ্ধি হবে।
কথোদিন পরে এক নৃপতি নন্দন।
হইব তোমার শিষ্য নাম নরোত্তম।
তেঁহো প্রেমভক্তি রসে ভাসিব সদায়।
জীবের কলুষ নাশ করিব হেলায়।
প্রকাশিব পরম মধুর উচ্চ গান।
যাহার শ্রবণে দ্রবে এ দারু পাষাণ॥
ঐছে কহি লোকনাথে কৈলা আলিঙ্গন।
লোকনাথ ভূমে পড়ি বন্দিলা চরণ॥
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ প্রভু অন্তর্দ্ধান।
লোকনাথ ব্যাকুল ধরিতে নারে প্রাণ॥
গৌরাঙ্গ চান্দের গুণ সঙরি সঙরি।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কাঁন্দে গুমরি গুমরি॥
আপনা প্রবোধি স্থির হৈলা কতক্ষণে।
তথাপিহ প্রেমধারা বহে দুনয়ানে॥
হইল প্রভাত দেখি করি প্রাতক্রিয়া।
শ্রীনাম কীর্ত্তন করে নিভৃতে বসিয়া॥
ব্রজবাসী বিপ্র অনুরোধে যথাকালে।
ফলাদি ভক্ষণ করি রহে বৃক্ষতলে॥
একস্থানে স্থির হইয়া কভু নাহি রয়।
বৃন্দাবন প্রদেশেতে ভ্রমণ করয়॥
অপূর্ব্ব বনের শোভা দেখি কোন স্থানে।
কথোদিন রহে তথা অতি সঙ্গোপনে॥
অকস্মাৎ কার মুখে করয়ে শ্রবণ।
শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র আইলেন বৃন্দাবন॥
শ্রীরূপ গোস্বামী আইলেন তারপর।
পুনঃ তিঁহো গেলা যথা শ্রীগৌরসুন্দর॥
সনাতন আসিয়া গেলেন নীলাচল।
এসব শুনিতে নেত্রে বহে প্রেমজল॥
সনাতন রূপ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
আর কথোদিনে হবে একত্র নিবাস॥
ঐছে কহি অত্যন্ত ব্যাকুল হেনকালে।
হইল আকাশবাণী আসিব সকালে

কিছু দিনে আইলা যৈছে রূপ সনাতন।
সে সকল অন্ত গ্রন্থে বিস্তার বর্ণন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি আইলা বৃন্দাবনে।
লোকনাথ গোস্বামী মিলিলা সভাসনে॥
পরস্পর মিলনে যে আনন্দ হইল।
মুঞি মূর্খতার লেশ বর্ণিতে নারিল॥
শ্রীরূপ:গোস্বামী লোকনাথ গোস্বামীরে
সদা সর্ব্বপ্রকারে তোষয়ে সমাদরে॥
সনাতন গোস্বামীর যৈছে ব্যবহার।
তাহা তেঁহো নিজ গ্রন্থে করিলা প্রচার॥

তথাহি শ্রীবৈষ্ণবতোষিণ্যাং।

বৃন্দাবন প্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দ-প্রদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎ কাশীশ্বরং লোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণদাসকম্॥

শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট আদি।
লোকনাথ প্রেমেতে বিহ্বল নিরবধি॥
লোকনাথ তাঁ সভা সহিত প্রেমাবেশে।
বিলসয়ে বৃন্দাবনে মনের উল্লাসে॥
কহিতে না পারি তাঁর অদ্ভুত চরিত।
ভূগর্ভ গোস্বামী সহ সখ্যতা বিদিত॥
তনু মন এক ইথে ভিন্ন কিছু নয়।
পরম অদ্ভুত এই দোঁহার প্রণয়॥
প্রণয় প্রসঙ্গ এথা নারি বিস্তারিতে।
লোকনাথ মনোহিত হৈল সর্ব্বমতে॥
কি কহিব গোস্বামীর বৈরাগ্য শুনিয়া।
বিদরয়ে পাষাণ সমান যার হিয়া।
সদা নিরপেক্ষ ভক্তিশাস্ত্র-সুসম্মত।
শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদ সেবারত॥
শ্রীরাধাবিনোদ-প্রাপ্তি যে রূপে হইল।
তাহা ভক্তি রত্নাকরগ্রন্থে জানাইল॥
শ্রীরাধাবিনোদ-রূপ মাধুর্য্য-দেখিতে।
গৌররূপ-মাধুর্য্য দেখয়ে আচম্বিতে॥
প্রভু স্বপ্নাদেশ স্মৃতি হইল তখন।
প্রেমেতে বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥
গৌরাঙ্গ চান্দের চারু চরিত্র কহিতে।
আউলিয়া পড়ে অঙ্গ লোটায় ভূমেতে॥
নিরন্তর আপনাকে মানয়ে ধিক্কার।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার॥
যব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীরে।
আজ্ঞা মাগিলেন গ্রন্থ বর্ণিবার তরে॥
গোস্বামী হইয়া হৃষ্ট তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
তাহে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণেতে নিষেধিলা॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর আজ্ঞা লইতে।
ঐছে নিষেধিলা তেঁহো অতি খেদ মতে॥
শুনিলুঁ প্রাচীন মুখে এসব আখ্যান।
কিঞ্চিৎ বর্ণিলুঁ এ আস্বাদে ভাগ্যবান্॥

লোকনাথ গোস্বামী পরম দয়াময়।
শ্রীচৈতন্য কৃপাপাত্র প্রেম-রত্নময়॥
বৃন্দাবনে বাস নিত্য কে বুঝে আশয়।
নরোত্তম কৈলা কৃপা প্রসন্ন হৃদয়।

তথাহি শ্লোকাঃ।

যঃ কৃষ্ণ চৈতন্য কৃপৈকবিত্ত স্তৎ প্রেমহেমাভরণাঢ্যচিত্তঃ।
নিপত্যভূমৌ সততং নমাম, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামি॥ ১
যোলব্ধ বৃন্দাবননিত্যবাসঃ পরিস্ফুরৎ কৃষ্ণবিলাস-রাসঃ।
স্বাচারচর্য্যা সততং বিরাম, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামি॥ ২
কৃপাবলং যস্য বিবেক কশ্চিন্নরোত্তমো নাম মহান্‌বিপশ্চিৎ।
যস্য পৃথীয়ান বিষয়োপরাম স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামি। ৩

জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম।
লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য প্রিয়তম॥
শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
তাঁর পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্ব্বত্র॥
নরোত্তম তাঁর গৃহে যে রূপে জন্মিল।
সে কথা বিস্তারি এথা বর্ণিতে নারিল॥
তথাপি বর্ণি যে কিছু শুন সাবধানে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥
গৌড়ে রামকেলি গ্রাম অপূর্ব্ব বসতি।
তথা রূপ সনাতন গোস্বামীর স্থিতি॥
মহারাজ মন্ত্রী সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
সদা শাস্ত্রচর্চ্চা লৈয়া অধ্যাপকগণ॥
মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ।
উৎকল মিথিলা গৌড় গুজরাট বঙ্গ।
কাশী কাশ্মীরাদি স্থিত মহাবিদ্বাবান।
যাঁহার সমাজে হয় সভার সম্মান॥
পরম অদ্ভুত যশে জগৎ ব্যাপিল।
ভক্তি-রত্নাকরগ্রন্থে কিছু বিস্তারিল।
সনাতন রূপ গৌড়রাজ-প্রিয় অতি।
ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সব রীতি॥
নবদ্বীপে বিহরয়ে শ্রীগৌরসুন্দর।
লোকমুখে শুনি মহা আনন্দ অন্তর॥
দৈন্য পত্রী প্রভুকে পাঠান বারবার।
চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে এ প্রচার॥
প্রভুপদে আত্মা সমর্পিয়া সাবহিত।
প্রভু-সন্দর্শন লাগি সদা উৎকণ্ঠিত॥
ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বেশ্বর।
সনাতন রূপ লাগি উদ্বিগ্ন অন্তর॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গিয়া।
বৃন্দাবন চলে প্রিয় ভক্তে প্রবোধিয়া॥
গৌড়দেশ পথে হৈল প্রভুর গমন।
না ছাড়ে প্রভুর সঙ্গ প্রিয় ভক্তগণ॥

প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়।
ঐছে রামকেলি আইলা প্রভু গৌররায়॥
এথা সনাতন রূপ প্রভু আগমনে।
মহাসুখ-সমুদ্রে ভাসয়ে গোষ্ঠী সনে॥
কেশব ছত্রীন আদি যত প্রিয়গণ।
সভাকার হৈল মহা উল্লাসিত মন॥
রাজমন্ত্রী সনাতন রূপ সঙ্গোপনে।
প্রথমে মিলিলা প্রভু প্রিয়বর্গ সনে॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে দোঁহে মিলাইলা॥
দোঁহে মিলি শ্রীগৌরসুন্দর হর্ষ মনে।
সিঞ্চিলা অমৃত কত মধুর বচনে॥
নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস বক্রেশ্বর।
মুকুন্দাদি সভে সুখ পাইলা বিস্তর॥
সনাতন রূপ প্রভু অনুগ্রহ মতে।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে বর্ণিতে॥
অল্পদিন মহাপ্রভু রহেন তথাই।
ইথে লোক ভিড় যত তার অন্ত নাই॥
প্রভু-সন্দর্শনে লোক স্থির হৈতে নারে।
নিরন্তর প্রেমানন্দ সমুদ্রে সাঁতারে॥
প্রভুর অদ্ভুত লীলা বুঝি কোন জন।
অন্যের কি কথা প্রেমে ভাসয়ে যবন॥
একদিন প্রভু নিজ প্রিয়গণ লৈয়া।
নাচে সংকীর্ত্তনে মহাপ্রেমে মত্ত হৈয়া॥
নিরখিয়া শ্রীখেতরি গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দধারা বহে দুনয়নে॥

নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্তবাৎসল্যেতে স্থির হইতে নারে॥
করুণাসমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
করয়ে হুঙ্কার মহা আনন্দ হিয়ায়॥
হরিদাস বক্রেশ্বর আদি প্রেমময়।
তাঁ সভার চিত্তে হৈল মহাহর্ষোদয়॥
প্রভুর অদ্ভুত ভাব দেখি সর্ব্বজনে।
কেহ কার প্রতি কহে অতি সঙ্গোপনে॥
নরোত্তম নাম প্রভু লন বারবার।
ইথে বুঝিলাম কিছু কারণ ইহার॥
প্রভু-প্রেমপাত্র কেহো নরোত্তম নামে।
ক্রিয়ার প্রকট এই দেশে কোন গ্রামে।
না জানি যে কোন ভাগ্যবন্ত মহাশয়।
পাইব এ হেন পুত্র প্রভু প্রেমময়॥
হেন নরোত্তমে যেহো ধরিব উদরে।
তাঁর সম ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে॥
নরোত্তম দ্বারা কার্য্য সাধিব অনেক।
প্রভু ভাবাবেশে কিছু হইল পরতেক॥
ঐছে নীলাচলে প্রভু ভুবনমোহন।
শ্রীনিবাস নাম লৈয়া করিলা ক্রন্দন॥
শ্রীনিবাস প্রকট হইব যার ঘরে।
তাহা মহাপ্রভু ব্যক্ত করিলা সংসারে॥
শ্রীচৈতন্যদাস পিতা মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া।
প্রভুকে দেখিলা দোঁহে নীলাচল গিয়া॥
দোঁহে গৌড়দেশ আইলা প্রভুর আজ্ঞায়
মু অতি উল্লাসে তথা দেখিল দোঁহায়॥

প্রভু-ভক্তগণ এই কহে পরস্পরে।
সাধিব অনেক কার্য্য শ্রীনিবাস দ্বারে॥
প্রেমময় মূর্ত্তি প্রকাশিব গৌরহরি।
হেন শ্রীনিবাস কি দেখিল নেত্রভরি॥
ঐছে কত কহে তাহা শুনিলুঁ শ্রবণে।
প্রভুর যে লীলা বা বুঝিব কোন জনে॥
নীলাচলে প্রভু শ্রীনিবাসে জানাইলা।
রামকেলি আসি নরোত্তমে আকর্ষিলা॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভুর কিঙ্কর।
এ দোঁহে হইব কি এ নয়ন গোচর॥
ঐছে কত কহি মহা আনন্দ অন্তরে।
ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে দেখি গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
ঐছে প্রভু ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া।
নাচে কান্দে ভবিষ্য ভক্তের নাম লৈয়া॥
ওহে ভাই কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত্র।
রামকেলি গ্রাম কৈলা সকল পবিত্র॥
সনাতন রূপের প্রেমেতে বন্ধি কৈলা।
কানাই নাট্যশালা দেখি নীলাচলে গেলা॥
এ সব প্রসঙ্গ হৈল সর্ব্বত্র প্রচার।
নরোত্তম প্রকটিতে উৎকণ্ঠা সভার॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে প্রথমোবিলাসঃ।

দ্বিতীয় বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ।
এথা কথোদিন পরে প্রভু ইচ্ছামতে।
জন্মিলেন নরোত্তম ভক্তি প্রকাশিতে॥
কিবা মাঘ-পূর্ণিমা দিবস দণ্ড ছয়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হৈল প্রকট সময়॥
বাড়িল মায়ের শোভা অতি চমৎকার।
পুত্রে দেখি নেত্রে বহে আনন্দাশ্রুধার।
ঝলমল করে দিব্য সূতিকামন্দির॥
তথা যে ছিলেন সে আনন্দে নহে স্থির॥

শ্রীখেতরি গ্রামে হৈল পরম মঙ্গল।
ঘুচিল দুর্ব্বুদ্ধি লোক আনন্দে বিহ্বল।
হরিহরি ধ্বনি বিনা মুখে নাহি আর।
পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্র অশ্রুধার॥
ভক্তিদেবী প্রবেশিলা সভার অন্তরে।
সভে ধাওয়া ধাই করে কৃষ্ণানন্দ ঘরে॥
বিবিধ সামগ্রী ভেট্ দেন সর্ব্বজন।
সভারে সম্মানে দত্ত মহাবিচক্ষণ॥
পুত্রমুখ দেখি আঁখি নারে ফিরাইতে।
কি অদ্ভুত সুখ হইল কৃষ্ণানন্দ চিতে॥
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান্।
পৌত্রের কল্যাণে কৈলা বহু অর্থদান॥
গায়ক বাদক সূত মাগধ বন্দিরে।
যৈছে তুষ্ট কৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে॥
প্রকটের কালে যে হইল চমৎকার।
বাহুল্যের ভয়ে হেথা নারি বর্ণিবার॥
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণের সহিতে।
নৃত্য কৈলা নারায়ণী দেখিল সাক্ষাতে॥
ঐছে ভাগ্যবতী নাহি নারায়ণী সম।
যার গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম॥
দিনে দিনে বাড়ে নরোত্তম চন্দ্রপ্রায়।
পুত্রমুখ দেখি মাতা বিহ্বল সদায়॥
ভাগ্যবন্ত কৃষ্ণানন্দ পাই পুত্র যত্ন।
প্রতিদিন বিপ্রে ভুঞ্জায়েন করি যত্ন॥
পুত্রমুখ দেখিয়া যুড়ায় নেত্র-প্রাণ।
শুভদিনে কৈলা অন্নপ্রাশন বিধান॥
যে কৌতুক হৈল অন্নপ্রাশন সময়।
তাহা এক মুখে কি কহিতে সাধ্য হয়॥
তথা এক দৈবজ্ঞ পরম ভাগ্যবান্।
শিশু সন্দর্শনেতে নির্ম্মল হৈল জ্ঞান॥
রাজ আজ্ঞামতে দেখি সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কহিল ইঁহার যোগ্য নাম নরোত্তম॥
শুনি বিপ্রগণ কহে এই হয় হয়।
মনুষ্যের মধ্যে ইঁহো উত্তম নিশ্চয়॥
অন্য স্ত্রী পুরুষ নামকরণ-কালেতে।
যে যাহা কহিল তাহা নারি বিস্তারিতে॥
অন্নপ্রাশনের কালে হৈল যে প্রকার।
তাহা কহি যাতে হয় লোকে চমৎকার॥
পুত্রমুখে অন্ন দেন যতন করিয়া।
নাহি খায় অন্ন রহে মুখ ফিরাইয়া॥
অনেক প্রকার কৈল না হৈল গ্রহণ।
হইল সভার মহা চিন্তাযুক্ত মন॥
দৈবজ্ঞ কহেন ইথে চিন্তা না করিবে।
বিনা বিষ্ণু নৈবেদ্য এ কভু না ভুঞ্জিবে॥
সেইক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন লৈয়া।
পুত্রমুখে দিতে তেঁহো খাইলা হর্ষ হৈয়া॥
সেইদিন হৈতে রাজা কহিল সভারে।
কৃষ্ণের প্রসাদ বিনা না দিহ ইহারে॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত সেই দিবস হইতে।
বিষ্ণুপ্রসাদান্ন শ্রেষ্ঠ বিচারিলা চিতে॥
ছিলেন পূর্ব্বের সেবা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ।
তাঁর সেবা প্রতি অতি বাড়িল আগ্রহ॥

এইরূপে হইলেক শ্রীঅন্নপ্রাশন।
ইহার শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ॥
কথো দিন পরে কৈলা শ্রীচূড়াকরণ।
ব্যাকরণ আদি করাইলা অধ্যাপন॥
নরোত্তমে যেই বিদ্যা যে জনে পড়ায়।
তাঁহার সন্দেহ ঘুচে ঞিহার কৃপায়॥
শ্রীনরোত্তমের চেষ্টা দেখি বিজ্ঞজন।
পরস্পর নিভৃতে করয়ে গুণগান॥
কেহো কহে ঞিহো দেব অংশে অবতরে।
নহিলে কি মনুষ্যে এমন শক্তি ধরে॥
এ নব বয়সে সর্ব্বকার্য্যে সুশিক্ষিত।
সর্ব্বমতে করে সভাকার মনোহিত॥
কেহো কহে ঞিহারে ক্ষণেক মাত্র দেখি।
ভুলিয়ে সকল দুঃখ জুড়াই এ আঁখি॥
কেহো কহে রাজপুত্র অতি সুকুমার।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হেন না দেখিয়ে আর॥
ঐছে কত কহি প্রশংসয়ে কৃষ্ণানন্দে।
কৃষ্ণানন্দ মগ্ন পুত্র-পালন-আনন্দে॥
সর্ব্ব প্রকারেতে যোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে।
বিচারয়ে সদা মহা আনন্দ অন্তরে॥
বিভা করাইয়া আমি পুত্রে রাজ্য দিব।
মোর পিতা সম মুঞি নিশ্চিন্ত হইব॥
ঐছে বিচারিয়া বিজ্ঞ কায়স্থবর্গেরে।
কহে বিবাহের কন্তা চেষ্টা করিবারে॥
এথা নরোত্তম প্রেমাবেশে সঙ্গোপনে।
কৃষ্ণ আরাধয়ে অশ্রুধারা দুনয়নে॥
নিরন্তর পরম বৈরাগ্য ভাব চিতে।
রাজ-ভোগাদিক বার্ত্তা না পারে সহিতে॥
পুত্রের বৈরাগ্য ক্রিয়া দেখি ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণানন্দ রায় মহা চিন্তাযুক্ত মনে॥
নরোত্তম বিনা কিছু নাহি ভয় মনে।
তৈছে মাতা নারায়ণী পুত্রগত প্রাণে॥
সতত রক্ষক রাখিলেন পুত্র পাশে।
তথাপিহ নিরন্তর চিত্তে শঙ্কা বাসে॥
নরোত্তম বন্দি প্রায় চিন্তে মনে মনে।
না দেখি উপায় গৃহ ছাড়িব কেমনে॥
ঐছে চিন্তি চিত্তবৃত্তি না করে প্রকাশ।
কি হবে গৌরাঙ্গ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
নিতাই অদ্বৈত বলি চারিদিকে ধায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধরণী লোটায়॥
ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া ডাকয়ে বারেবার।
প্রভুগণ সহ মোরে করহ উদ্ধার॥
ঐছে প্রতিদিন অতি নিভৃত পাইয়া।
ফুকরি কান্দয়ে মহাব্যাকুল হইয়া॥
জগতে ব্যাপিল গৌরচন্দ্রের চরিত।
শুনিতে না পায় তবু শুনে সাবহিত॥
শ্রীখেতরি গ্রামে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
নাম তার কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ-পরায়ণ॥
অতি জিতেন্দ্রিয় তাঁরে সভে করে ভয়।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে কাহার সাধ্য নয়॥
তেঁহো নরোত্তম বিনা নারে স্থির হৈতে।
কৃষ্ণসেবা সারি যান দেখিতে নিভৃতে॥

নরোত্তম তাঁরে অতি আদর করিয়া।
আসনে বসান ভূমে পড়ি প্রণমিয়া॥
প্রভু-ভক্তগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসয়।
তেঁহো সব পৃথক পৃথক করি কয়॥
চৈতন্যের আদি মধ্য অন্ত্যলীলামৃত।
ক্রমে শুনাইলা কিছু হৈয়া সাবহিত॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতচন্দ্রের ঐছে লীলা।
প্রেমাবেশে কহে শুনি দ্রবে দারু শিলা॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস।
বক্রেশ্বর স্বরূপ মুরারি হরিদাস॥
নরহরিদাস গৌরীদাস গদাধর।
বাসুঘোষ মুকুন্দ সঞ্জয় দামোদর॥
কাশীশ্বর শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী লোকনাথ বর্য্য॥
সনাতন রূপ শ্রীগোপাল রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্টজীব জগত বিখ্যাত॥
সুবুদ্ধি মিশ্ররাঘব কৃষ্ণ পণ্ডিতাদি।
এ সভার বৃত্তান্ত কহিলা যথাবিধি॥
প্রসঙ্গে কহয়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য কথা॥
যেরূপে হইল জন্ম জন্মিলেন তথা॥
কহিতে কহিতে দুই নেত্রে ধারা বয়ে।
নরোত্তম করে ধরি বিপ্র সম্বোধয়ে॥
ওহে নরোত্তম তাঁর অদ্ভুত চরিত।
অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রে তেঁহো হইলা পণ্ডিত॥
প্রেমভক্তিময়-মূর্ত্তি অতি উৎকণ্ঠাতে।
নীলাচলে চলে শ্রীচৈতন্য-দর্শনেতে॥
কথো দূরে শুনি শ্রীপ্রভুর সঙ্গোপন।
হৈল মূর্চ্ছা সে ইচ্ছায় রহিল জীবন॥

তথাহি শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ-কৃত তস্য গুণলেশসূচকে।

আবির্ভূয়কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরৌ,
নানাশাস্ত্র সুবিজ্ঞ নির্ম্মলধিয়া বাল্যো বিজেতাদ্বিষাং।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুতপদং শ্রুত্বাত্যজন্ সর্ব্বকং,
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ১
গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথিশ্রুত্বৈচৈতন্য-সংগোপনং,
মূর্চ্ছীভূয়ঃ কচান্লুনন্ স্বশিরসোঘাতং দধদ্ধিক্ কৃতঃ।
তৎপাদং হৃদি সং নিধায়গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং,
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ২

প্রভু স্বপ্নে প্রবোধি নিলেন নীলাচলে।
শ্রীনিবাসে দেখি সভে ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধর বক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি যত।
সভে শ্রীনিবাসে কৃপা কৈলা যথোচিত॥
বৃন্দাবন যাইবারে সভে আজ্ঞা দিলা।
ঐছে জগন্নাথ দেখি গৌড়ে যাত্রা কৈলা॥
শ্রীখণ্ড আসিয়া পুনঃ নীলাচল যাইতে।
পণ্ডিত গোস্বামী সঙ্গোপন শুনে পথে॥
মৃত প্রায় হইয়া আইসে গৌড়দেশে।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীপণ্ডিত প্রবোধে অশেষে॥
প্রভাতে ব্যাকুল হৈয়া চলে গৌড় পথে।
তথা ভেট হৈল গৌড়দেশী লোক সাথে॥
প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈতের সঙ্গোপন।
তা সভার মুখে শুনি হৈলা অচেতন॥
চেতন পাইয়া অগ্নি জ্বালে পুড়িবারে।
দুই প্রভু স্বপ্নচ্ছলে প্রবোধিলা তাঁরে॥
গৌড় হৈয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা।
রজনী প্রভাতে ঐছে গৌড়যাত্রা কৈলা॥
খণ্ডেগিয়া নরহরি শ্রীরঘুনন্দনে।
প্রণমি পাইয়া আজ্ঞা চলে সেইক্ষণে॥

তথাহি তস্য গুণলেশসূচকে।

গচ্ছন্ যঃ পথিখণ্ড-সংজ্ঞ-নগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়',
নত্বা শ্রীসরকারঠক্কুরবরং নীত্বাতদাজ্ঞাং তথা।
তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো যস্তবন্,
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

নবদ্বীপে আসিয়া দেখয়ে চমৎকার।
গণসহ গৌরাঙ্গের প্রকট বিহার॥
বিস্মিত হইয়া পুনঃ ঐছে নিরিখয়ে।
নবদ্বীপে দুঃখের সমুদ্র উথলয়ে॥
ব্যগ্র হৈয়া শ্রীনিবাস প্রভু গৃহে গেলা।
তথা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বহু কৃপা কৈলা॥
দাস গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীনিবাসে।
অনুগ্রহ করি সভে প্রেমজলে ভাসে॥
তবে শান্তিপুর গিয়া দেখে সীতা মায়।
তাঁর যে বাৎসল্য তাহা কহা নাহি যায়॥
তথা হৈতে প্রেমাবেশে গেলা খড়দহ।
তথা শ্রীজাহ্নবা বহু কৈলা অনুগ্রহ॥
খানাকুল গেলেন শ্রীঅভিরাম পাশে।
মালিনী সহিত কৃপা কৈলা শ্রীনিবাসে॥
পুনঃ আইলা শ্রীখণ্ড শ্রীনরহরি তাঁরে।
অতি প্রীতে বিদায় করিলা ব্রজপুরে॥
শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে ব্যাকুল হইয়া।
গমন বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া॥
শ্রীনিবাস জাজি গ্রামে প্রবোধি মায়েরে।
এই কথোদিনে একা গেলা ব্রজপুরে॥

শ্রীনিবাসাচার্য্যের এ প্রসঙ্গ শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে॥
নরোত্তম ব্যগ্র হৈয়া চিন্তে মনে মনে।
না জানি ঞিঁহার সঙ্গ পাব কথো দিনে॥
ঐছে বিচারিতে নদী প্রবাহের পারা।
অতি সুমধুর নেত্রে বহে প্রেমধারা॥
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের এ রীত।
পুনঃ২ শুনে প্রভু ভক্তের চরিত॥
নিরন্তর আপনাকে মানয়ে ধিক্কার।
না দেখিয়া এ হেন প্রভুর অবতার॥
না ধরে ধৈরজ সদা উমড়য়ে হিয়া।
না ভায় ভোজন নিশি পোহায় জাগিয়া॥
একদিন নিদ্রা হৈলে প্রভুর ইচ্ছায়।
স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা গৌররায়॥
ভুবনমোহন রূপ রসের পাথার।
তড়িৎ কুঙ্কুম হেম উপমা কি তার॥
চাঁচর কেশের ঝুটা পিঠেতে লোটায়।
কুলবতী কুলটা হইল হেরি তায়॥
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড ঝলমল করে।
কপালে তিলক তাহে কেবা প্রাণ ধরে॥
ভাঙধনু নয়ন কমল কাম ফান্দ।
হাসি মিশা মুখ জিনি পূর্ণিমার চান্দ॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
কম্বুকণ্ঠে নানা মণিহার মনোহর॥
ত্রিবলি বলিত নাভি গভীর সুঠাম।
সিংহ জিনি ক্ষীণ কটিদেশ নিরমাণ॥
উলট কদলী জানু মুনি মোহনীয়া।
সুচারু চরণ তল কমল জিনিয়া॥
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম।
এ হেন অদ্ভুত শোভা দেখি নরোত্তম॥
না হয় নিমিষ আখ্যে বহে প্রেমধারা।
কমল উপরে যেন মুকুতার হারা॥
অতি সুকোমল তনু ভরল পুলকে।
কদম্ব কেশর শোভা জিনি সে ঝলকে॥
উল্লাসে পড়িয়া ভূমে ধরে প্রভু পায়।
প্রভু পদ ধরে নরোত্তমের মাথায়॥
দুই বাহু পসারি করেন আলিঙ্গন।
স্নেহে পরিপূর্ণ কহে মধুর বচন॥
ওহে নরোত্তম এই দেখ বিদ্যমানে।
ধরিতে নারিয়ে হিয়া তোমার ক্রন্দনে॥
চিন্তা না করিহ শীঘ্র বৃন্দাবন যাবে।
মোর প্রিয় লোকনাথ স্থানে শিষ্য হবে॥
তেঁহো মহাহৃষ্ট হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিব।
তোমার দ্বারেতে কার্য্য অনেক সাধিব॥
ঐছে বহু কহিতেই নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
প্রভু অদর্শনে বাড়ে দুঃখের তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়।
পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল প্রভুর ইচ্ছায়॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত আনন্দে বিহরে॥
গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ নরহরি।
হরিদাস বক্রেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥

গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ শুক্লাম্বর।
গৌরীদাস শ্রীমান সঞ্জয় দামোদর॥
মহেশ শঙ্কর যদু আচার্য্য নন্দন।
প্রভু বেড়ি ভক্তগোষ্ঠী করে সংকীর্ত্তন।
নবদ্বীপবাসী লোক ধায় চারিভিতে।
না হয় কাহার সাধ সে শোভা দেখিতে?
ব্রহ্ম-শিব শেষ সুখে মত্ত অতিশয়।
অনিমিখ নেত্রে রূপ নিরখিয়া রয়॥
সর্ব্বদেব সহিত স্বর্গেতে পুরন্দর।
সে শোভা দেখিতে পুষ্প বর্ষে নিরন্তর॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব মনুষ্যে মিশাই।
প্রভুগুণ গায় নাচে করে ধাওয়া-ধাই॥
উথলে সে প্রেমসিন্ধু ভুবন ভাসায়।
পতিত অধম জড় কেহ না এড়ায়॥
লক্ষ লক্ষ পঙ্গু পক্ষ ভুলে শোভা দেখি।
জনমের অন্ধগণ ধায় পাঞা আঁখি॥
এ হেন অদ্ভুত রঙ্গ দেখে নরোত্তম।
ঝরয়ে নয়ন নদী প্রবাহের সম॥
প্রভু গৌরচন্দ্র নরোত্তমে নেহারিয়া।
ধরি কোলে না ধরিতে পারে হিয়া॥
নরোত্তমে সিক্ত করিলেন নেত্রজলে।
নরোত্তম পড়িয়া প্রভুর পদতলে॥
ভূমে হৈতে তুলি বাৎসল্যেতে গৌরহরি।
সমর্পিলা নিত্যানন্দাদ্বৈত করে ধরি॥
প্রিয় ভক্তগণ অনুগ্রহ করাইয়া।
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা ব্যগ্র হৈয়া॥
পুনঃ কহে কৃপা কর মোর প্রিয়গণ।
ঐছে কহি বিদায় করিলা বৃন্দাবন॥
নরোত্তম তিলার্দ্ধেক নারে স্থির হৈতে।
প্রভু নিত্যানন্দ শোভা বারেক চাহিতে॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভুপদে প্রণমিলা।
প্রভু শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে ধরিলা॥
শ্রীভুজ পসারি করিলেন আলিঙ্গন।
দিলেন অমূল্য গৌরাঙ্গের প্রেমধন॥
বৃন্দাবন যাইবারে অনুমতি দিলা।
দেখিয়া ব্যাকুল বহু প্রবোধ করিলা॥
প্রভু অদ্বৈতের মহা সৌন্দর্য্য দেখিয়া।
নরোত্তম সে পদে পড়িলা লোটাইয়া॥
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
হাতে ধরি তুলি কোলে করে বারে বারে॥
গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে করি সমর্পণ।
আজ্ঞা দিলা বৃন্দাবনে করহ গমন॥
গদাধর শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ।
তাঁ সভার শোভা দেখি প্রফুল্ল নয়ন॥
সভার চরণে প্রণময়ে পড়ি ভূমে।
সভে প্রেমাবেশে আলিঙ্গয়ে নরোত্তমে॥
নরোত্তম সভা নেত্রজলে কৈলা স্নান।
সভার চরণে সমর্পিলা মনঃপ্রাণ॥
প্রভু পরিকর নরোত্তমে প্রবোধিয়া।
দিলেন বিদায় প্রভুপদে সমর্পিয়া॥
নরোত্তম বৃন্দাবন গমন করিতে।
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ মহা দুঃখচিতে॥

জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময়।
প্রাতঃকৃত্য করি নিজ চিত্ত প্রবোধয়॥
বিবিধ মঙ্গল দৃষ্ট হৈল হেনকালে।
নরোত্তম উল্লাসে ভাসয়ে নেত্রজলে॥
এথা নরোত্তমের জনক অকস্মাৎ।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা বহু লোক সাথ॥
নরোত্তম জানি শুভক্ষণ সেইক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হৈলা জননীর স্থানে॥
পরম-সুবুদ্ধি সর্ব্বমতে বিচারিলা।
রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে যাত্রা কৈলা॥
নবদ্বীপ আদি স্থান না করি ভ্রমণ।
লোকভয়ে বনপথে চলে বৃন্দাবন॥
ঐছে বেশ ধারণ করিলা মহাশয়।
না চিহ্নয়ে যদি কার সনে দেখা হয়॥
পঞ্চদশ দিবসের পথ ছাড়াইয়া।
ঘুচিল উদ্বেগ কিছু চলে স্থির হৈয়া॥
এথা মাতা পিতা যৈছে নরোত্তম বিনে।
এক মুখে তাহা বা বর্ণিব কোন জনে॥
গৌড়ে এই সর্ব্বত্র কহয়ে পরস্পরে।
রাজপুত্র নরোত্তম গেলা ব্রজপুরে।
রামকেলি গ্রামে প্রভু যাঁরে আকর্ষিল।
সেই এই নরোত্তম নিশ্চয় জানিল।
নহিলে কি এমন প্রভাব অন্যে হয়॥
যে তাঁরে দেখিল তার গেল ভবভয়॥
ঐছে কত কহে লোক করিয়া ক্রন্দন।
নরোত্তম প্রসঙ্গে সভার ব্যগ্র মন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের প্রিয় যত।
নরোত্তম মঙ্গল চিন্তয়ে অবিরত॥
নরোত্তম নির্বিঘ্নে চলয়ে রাজপথে।
যৈছে প্রেম চেষ্টা তাহা কে পারে কহিতে
নরোত্তম গায়েন প্রভুর গুণগাণ।
নীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দুনয়ান॥
যে জন বারেক নরোত্তম পানে চায়।
সে হেন সংসার দুঃখ হইতে এড়ায়॥
যে গ্রামেতে নরোত্তম করে রাত্রিবাস।
সে গ্রামী লোকের মনে বাড়য়ে উল্লাস॥
কিবা স্ত্রী পুরুষ রহি নরোত্তম পাশে।
পরস্পর নানা কথা কহে মৃদুভাষে॥
কেহ কহে কনক চম্পক বহু দূরে।
দেখ কি অপূর্ব্ব রূপ ঝলমল করে॥
কেহ কহে কিবা মুখ সুদীর্ঘ নয়ন।
কিবা নাসা গণ্ড ভুরু ললাট শ্রবণ॥
কেহ কহে কিবা বাহু বক্ষ পরিসর।
ত্রিবলি বলিত নাভী কিবা কৃশোদর॥
কেহ কহে কিবা জানু কি শোভা চরণে।
কি দিয়া গড়িল কেবা কত না যতনে॥
কহ কহে সামান্য মনুষ্য এহোঁ নয়।
কিবা এ দেবতা কিবা রাজার তনয়॥
কেহ কহে আহা মরি অলপ বয়সে।
এহেন বৈরাগ্য করি ফিরে দেশে দেশে॥
কেহ কহে কি আর কহিব ইহা বিনে।
ইহার মা-বাপ প্রাণ ধরিবা কেমনে॥

কেহ কহে মরু বিধি নির্দয় শরীর।
এ হেন বালকে কৈল ঘরের বাহির॥
এইরূপ নানা কথা কহি পরস্পর।
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে নারে ঘর॥
নানা দ্রব্য আনি যত্নে কিছু ভুঞ্জাইল।
শয়ন নিমিত্ত দিব্যাসন আনি দিল॥
নরোত্তমে ভোজন শয়ন নাহি ভায়।
নাম সংকীর্ত্তনে নিশি জাগিয়া পোহায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার।
সে দশা দেখিতে প্রাণ কান্দয়ে সভার॥
প্রভাত সময়ে চলে সভা সম্বোধিয়া।
পাছে পাছে ধায় লোক ব্যাকুল হইয়া।
যেজন দেখয় পথে এই দশা তার।
নরোত্তম চিত্তবৃত্তি হরয়ে সভার।
সর্ব্বতীর্থ দেখি নরোত্তম অল্পদিনে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে।
প্রথমে শ্রীমথুরা বিশ্রামঘাট গেলা।
শ্রীযমুনা স্নান করি তথাই রহিলা॥
প্রহরেক রাত্রি গেল হইল নির্জ্জন।
প্রেমাবেশে করেন শ্রীনাম সংকীর্ত্তন॥
হেনই সময়ে এক বিপ্র মথুরার।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো অতি শুদ্ধাচার॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া।
নরোত্তমে ভুঞ্জাইল স্নেহাবিষ্ট হৈয়া॥
বাৎসল্যে ব্যাকুল বিপ্র জিজ্ঞাসিলা যাহা।
স্নেহাধীন নরোত্তম নিবেদিলা তাহা॥

ব্রজের বৃত্তান্ত নরোত্তম জিজ্ঞাসয়।
কাতর অন্তরে বিপ্র বিবরিয়া কয়॥
রঘুনাথ কাশীশ্বর রূপ সনাতন।
সঙ্গোপন হৈয়া শুনি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন নাম উচ্চারিতে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোটায় ভূমিতে॥
কাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীভট্ট রঘুনাথ।
এ নাম লইয়া শিরে করে করাঘাত॥
হায় হায় একি হৈল করে বারবার।
না পাইলুঁ দেখিতে শ্রীচরণ সভার॥
ঐছে কত কহি মূর্চ্ছাগত নরোত্তম।
দুই নেত্রে ধারা বহে নদীধারা সম॥
হইলেন মৃতপ্রায় দেখি বিপ্রবর।
নরোত্তমে কোলে করি কান্দিলা বিস্তর॥
কতক্ষণে অতিবৃদ্ধ বিপ্র মহাধীর।
আপনা সম্বরি নরোত্তমে কৈলা স্থির॥
অনেক প্রসঙ্গে প্রায় রাত্রিশেষ হৈল।
প্রভু ইচ্ছামতে দোঁহে নিদ্রা আকর্ষিল॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা রূপ সনাতন।
রঘুনাথ ভট্ট কাশীশ্বর চারিজন॥
নরোত্তম শোভা দেখি ভাসি নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়িলা সভার পদতলে॥
এবে নরোত্তমে মহাস্নেহে আলিঙ্গিলা।
নরোত্তম অঙ্গ প্রেমজলে সিক্ত কৈলা॥
কহিলা অমৃতময় প্রবোধ বচন।
ভাগ্যবন্ত বিপ্র কিছু করিলা শ্রবণ॥

নরোত্তম প্রভৃতি সভে মহা হৃষ্ট হৈয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈলা অনুগ্রহ প্রকাশিয়া॥
সে বিচ্ছেদে নরোত্তম অধৈর্য্য হিয়ায়।
করয়ে বিলাপ জাগি চতুর্দ্দিকে চায়॥
কোথা গেলা বলি নেত্রে বহে অশ্রুধার।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি বিপ্রে চমৎকার॥
ব্যগ্র হৈয়া বিপ্র নরোত্তমে করি কোলে।
পবিত্র হইলুঁ বলি ভাসে নেত্রজলে॥
নরোত্তমে কহি কত মধুর বচন।
কতক্ষণ স্থির হৈলা প্রাচীন ব্রাহ্মণ॥
হইল প্রভাত নিশি দেখি বিপ্রবর।
নরোত্তমে লইতে চাহেন নিজ ঘর॥
নরোত্তম বিপ্রেরে করিয়া নমস্কার।
ব্যাকুল হইয়া আজ্ঞা মাগে বারবার॥
অনুগ্রহ কর মোরে করিয়ে গমন।
দেখি গিয়া শ্রীগোস্বামী সভার চরণ॥
এই কর যেন পূর্ণ হয় মোর সাধ।
বিপ্র স্নেহে করি কোলে কৈলা আশীর্ব্বাদ॥
নরোত্তম সঙ্গেতে চলিলা কথোদূর।
না চলে চরণ শ্রম হইল প্রচুর॥
বৃন্দাবন-পথ নরোত্তমে দেখাইয়া।
দিলেন মনুষ্য সঙ্গে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া॥
নরোত্তম চলে প্রণমিলা বিপ্রপায়।
বিচ্ছেদ ব্যাকুল বিপ্র পথপানে চায়॥
নরোত্তম চলিতে চিন্তয়ে মনে মনে।
মো হেন অযোগ্যে আনিলেন বৃন্দাবনে॥
কৃপাময় প্রভু শ্রীগোস্বামী লোকনাথ।
মো হেন পতিতে কি করিব আত্মসাথ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীভূগর্ভ মহাশয়।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি প্রেমের আলয়॥
এ সভার পাদপদ্ম ধরিব কি মাথে।
সভে কি করিব কৃপা মো হেন অনাথে॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রেমের মূর্ত্তি যেঁহো।
মো হেন দীনে কি প্রীত করিবেন তেঁহো॥
এতো কহিতেই নেত্রে বহে প্রেমজল।
চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল॥
এথা অকস্মাৎ গতরাত্রে শ্রীনিবাস।
হইলা অধৈর্য্য চিত্ত ব্যপিলা উল্লাস॥
দেখি মহামঙ্গল চিন্তয়ে মনে মনে।
অবশ্য মিলিব কোন প্রাণবন্ধু-সনে॥
স্বাভাবিক প্রেমোদয়ে ঝরে দু নয়ন।
বহু রাত্রি কৈলা সুখে নাম সংকীর্ত্তন॥
অকস্মাৎ অল্প নিদ্রা হৈল রাত্রি শেষে।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরূপ কহেন শ্রীনিবাসে॥
ওহে শ্রীনিবাস এই রজনী প্রভাতে।
হইব তোমার দেখা নরোত্তম সাথে॥
ঐছে কহি গোস্বামী হইলা অন্তর্দ্ধান।
শ্রীনিবাস জাগি দেখে রজনী বিহান॥
অতিশীঘ্র শ্রীজীব গোস্বামী পাশে গিয়া।
রজনী-বৃত্তান্ত জানাইল প্রণমিয়া॥
শ্রীজীব গোস্বামী কহে শ্রীনিবাস প্রতি।
ঐছে প্রভু মোরে জানাইলা তাঁর গতি॥

যাহার প্রসঙ্গ পূর্ব্ব কহিল তোমায়।
সেই এই নরোত্তম আইসে এথায়॥
তোমারে কহিতে স্বপ্ন উদ্বিগ্ন আছিলুঁ।
শুনিয়া তোমার মুখে মহাসুখ পাইলুঁ॥
এত কহি শীঘ্র গেলা গোবিন্দ-দর্শনে।
শ্রীনিবাস মহাহর্ষে আইলা নিজস্থানে॥
অকস্মাৎ কেহ আসি দিল সমাচার।
গৌড়ে হৈতে আইলা এক নৃপতিকুমার॥
অলপ বয়স মূর্ত্তি অতি মনোহর।
নিজ নেত্রজলে সদা সিক্ত কলেবর॥
শ্রীগোবিন্দ দরশনে যে হৈল বিকার।
কে কহিতে পারে তাহা অতি চমৎকার॥
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে ধরি করি কোলে।
সিঞ্চিলা তাঁহার অঙ্গ নিজ নেত্রজলে॥
অতি সুমধুর বাক্যে তাঁরে প্রবোধিলা।
তোমারে লইতে মোরে দিল পাঠাইয়া॥
ঐছে শুনি শ্রীনিবাস স্থির হৈতে নারে।
মনের উল্লাসে গেলা গোবিন্দের দ্বারে॥
নরোত্তম সঙ্গে তথা হইল মিলন।
দরিদ্র পাইল যেন অমূল্য রতন॥
শ্রীনিবাস যে কহিলা আলিঙ্গন করি।
সে অতি মধুর এথা বিস্তারিতে নারি॥
নরোত্তম হৈলা যৈছে আচার্য্য দর্শনে।
তাহা একমুখে বা বর্ণিব কোন জনে॥
কেহ কার প্রতি কহে হইয়া বিস্মিত।
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য এই স্বাভাবিক প্রীত॥

শ্রীনিবাস নরোত্তম একত্র দোঁহারে।
দেখি কত বিতর্ক করয়ে পরস্পরে॥
নরোত্তম মনে অভিলাষ ছিল যাহা।
শ্রীগোবিন্দদেব পূর্ণ করিলেন তাহা॥
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোবিন্দের অধিকারী।
তেঁহো মালা প্রসাদ দিলেন যত্ন করি॥
প্রসঙ্গে কহিয়ে কৃষ্ণ পণ্ডিত আখ্যান।
চৈতন্য-পার্ষদ যেঁহো মহা বিদ্যাবান॥
কাশীশ্বর গোস্বামী হইলে সঙ্গোপন।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সেবে গোবিন্দচরণ॥
সর্ব্বত্র বিদিত এই নরোত্তম প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোস্বামীর প্রীত অতি॥
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত প্রণমিয়া।
যৈছে দৈন্য কৈলা শুনিতে কান্দে হিয়া॥
শ্রীজীব গোস্বামী শীঘ্র লৈয়া নরোত্তমে।
আইলেন লোকনাথ গোস্বামী আশ্রমে॥
অতি সে নির্জ্জন একা আছেন বসিয়া।
সনাতন রূপের বিচ্ছেদে দগ্ধ হিয়া॥
শ্রীজীব গোস্বামী প্রণমিয়া ধীরে ধীরে।
নরোত্তম প্রসঙ্গ কহিলা গোস্বামীরে॥
শুনি নরোত্তমে দেখি ভাসে নেত্রজলে।
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামী-পদতলে॥
পূরব সঙরি স্থির নহে বাৎসল্যেতে।
ধরিলেন শ্রীচরণ নরোত্তম মাথে॥
নরোত্তমে সিক্ত করি অমৃত বচনে।
জানাইলা দীক্ষা-বিধি হৈবে কিছু দিনে।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রতি কহে বারবার।
এই কর ভক্তিগ্রন্থে হউক অধিকার॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে অতি বাৎসল্যেতে।
সদা সাবধান করাইবা ভক্তিপথে॥
ঐছে কহি রূপসনাতন নাম লৈয়া।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস মহা ব্যাকুল হইয়া॥
গোস্বামি চেষ্টা দেখি শ্রীজীব গোসাঞী।
যেরূপ হইলা তা কহিতে সাধ্য নাই॥
নিবারিতে নারে নেত্রধারা নিরন্তর।
হইলেন বিদায় পাইয়া অবসর॥
শ্রীরাধাবিনোদ পাদপদ্ম দরশনে।
যে হইল তাহা বা বর্ণিব কোন জনে॥
তথা শ্রীনিবাস নরোত্তমে যে কহিলা।
সে প্রেম-প্রসঙ্গ অন্তে বিস্তারি বর্ণিলা॥
নরোত্তমে স্থির করি শ্রীজীব গোসাঞী।
শীঘ্র হৈলা গেল ভট্ট গোস্বামীর ঠাঞি॥
তেঁহো বসি আছে একা পরম নির্জ্জনে।
সদাই উদ্বিগ্ন রূপসনাতন বিনে॥
সনাতন প্রতি ঐছে ব্যবহার তার।
কহিতে কি জানি তাহা সর্ব্বত্র প্রচার॥

তথাহি শ্লোক।

সনাতন প্রেমপরিপ্লুতান্তরং. শ্রীরূপ সখ্যেনবিলক্ষিতাখিলং।
গোপাল ভট্টং ভজতামভীষ্টদং নমামি রাধারমণৈক জীবনম্॥

গোস্বামীর চেষ্টা দেখি শ্রীজীব গোসাই।
হইলেন যেরূপ কহিতে সাধ্য নাই॥
সবিনয় পূর্ব্ব প্রণমিয়া নিবেদিলা।
সেই এই নরোত্তম শুনি হর্ষ হৈলা॥
নরোত্তম পড়িয়া গোস্বামী পদতলে।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া সিক্ত কৈলা নেত্রজলে॥
জিজ্ঞাসি মঙ্গল মহামধুর বাক্যেতে।
কৈলা যে বাৎসল্য তাহা না পারি বর্ণিতে॥
শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামীরে প্রণমিয়া।
চলিলেন শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া॥
শ্রীরাধারমণ শোভা দেখি নেত্রভরি।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহিতে না পারি॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
ক্রমে এতিনের মুখ বক্ষঃ শ্রীচরণ॥
এক ঠাঞি তিনের দর্শন প্রাপ্ত কৈল।
শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমে জানাইল॥
ঐছে কত প্রেমাবেশে কহিতে কহিতে।
প্রবেশিলা শ্রীগোপীনাথের মন্দিরেতে॥
শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীরে জানাইলা।
গৌড় হইতে নরোত্তম অত্র এথা আইলা॥
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামী-পদতলে।
তেঁহো মহাহৃষ্ট হৈয়া করিলেন কোলে॥
নেত্রের ধারায় নরোত্তমে সিক্ত করি।
কহিলা যতেক স্নেহে কহিতে না পারি॥

রাধা গোপীনাথের দর্শন করাইলা
শ্রীমালা প্রসাদ আনি নরোত্তমে দিলা ॥
নরোত্তম করি গোপীনাথের দর্শন।
যে রূপ হইল তা বর্ণিবে কোন জন ॥
শ্রীজীব গোস্বামী দোঁহে লৈয়া তথা হইতে
ভূগর্ভ গোস্বামী বাসা গেলেন ত্বরিতে ॥
তেঁহো প্রেমময় মহাপণ্ডিত গভীর।
লোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন শরীর ॥
চিন্তয়ে প্রভুর লীলা নির্জ্জনে বসিয়া।
শ্রীজীব গোস্বামী তথা মিলিলেন গিয়া ॥
প্রিয় নরোত্তমের দিলেন পরিচয়।
গোস্বামীর হইল পরম হর্ষোদয় ॥
নরোত্তম পড়িয়া শ্রীভূগর্ভ-চরণে।
তেঁহো মহাস্নেহ প্রকাশিলা আলিঙ্গনে ॥
নরোত্তমে কোলে করি না পারে ছাড়িতে।
কহিলা যে সব তাহা নারি বিস্তারিতে ॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভূগর্ভে প্রণমিয়া।
বাসা গেলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া ॥
রাধা-দামোদরের দর্শন করাইলা।
নরোত্তম প্রেমাবেশে অধৈর্য্য হইলা ॥
তথা রূপ গোস্বামীর সমাধি দর্শনে।
যে দশা হইল তা বর্ণিব কোন জনে ॥
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় নরোত্তম।
নেত্রে ধারা বহে নদী প্রবাহের সম ॥
হইল নিশ্চল দেহ না চলে নিশ্বাস।
আস্তে ব্যস্তে কোলে তুলি লৈলা শ্রীনিবাস ॥
শ্রীজীব গোস্বামী স্থির করি কতক্ষণে।
আপন কুটীরে লৈয়া গেলা নরোত্তমে ॥
হেনকালে কেহ জানাইলা গোস্বামীরে।
শীঘ্র আগমন কর গোবিন্দ মন্দিরে ॥
শ্রবণ মাত্রেতে দোঁহে লৈয়া শীঘ্র গেলা।
গোবিন্দের রাজভোগ আরতি দেখিলা ॥
তথায় হইল মহাপ্রসাদ সেবন।
পুনঃ নিজ বাসা আইলা সঙ্গে দুই জন ॥
কতক্ষণ রহি কৃষ্ণ কথা আলাপনে।
চলিলেন শ্রীমদনমোহন দর্শনে ॥
তথা গিয়া উত্থাপন আরতি দেখিলা।
নরোত্তম বৃত্তান্ত সকলে জানাইলা ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোস্বামী স্নেহেতে।
যে কৃপা করিলা তাহা নারি বিস্তারিতে ॥
নরোত্তম দেখিয়া শ্রীমদনমোহনে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ ধারা দুনয়নে ॥
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী গোসাঞী।
যে সুখ হইল তা কহিতে সাধ্য নাই ॥
সনাতন গোস্বামীর সমাধি যেখানে।
নরোত্তমে দেখাইলা শ্রীজীব আপনে ॥
নরোত্তম হৈলা যৈছে সমাধি দর্শনে।
তাহা এক মুখে বা বর্ণিব কোন জনে ॥
শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহ কে বর্ণিতে পারে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা অনেক প্রকারে ॥
সভা লৈয়া শ্রীজীব গোস্বামী বাসা গেলা।
প্রিয় শ্রীনিবাস নরোত্তমে সমর্পিলা ॥

মহাসুখে শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া।
চলিলেন বাসা গোস্বামীরে প্রণমিয়া॥
রাত্রি পোহাইলা দোঁহে কৃষ্ণ-কথারসে।
প্রভাতে যমুনা স্নান কৈলা প্রেমাবেশে॥
দোঁহে নিজ নিজাভীষ্ট চরণ বন্দিয়া।
শ্রীজীব গোস্বামী পাশে গেলা হৃষ্ট হৈয়া॥
তেঁহো রাধাকুণ্ডে পাঠাইলা শীঘ্র করি।
দেখিলেন গিয়া দুই কুণ্ডের মাধুরী॥
শ্রীনিবাস গিয়া দাস গোস্বামীর স্থানে।
নরোত্তম প্রসঙ্গ কহিলা সাবধানে॥
যদ্যপি গোস্বামী মহাব্যাকুল হৃদয়।
তথাপিহ শুনি চিত্তে হৈল হর্ষোদয়॥
কোথা নরোত্তম বলি নেত্র প্রকাশিলা।
নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা॥
বাৎসল্যে বিহ্বল হৈয়া শ্রীদাস গোসাঞী।
যে কৃপা করিলা তা বর্ণিতে সাধ্য নাই॥
তথাতে যে ছিলেন পরম বিজ্ঞগণ।
সভাসহ হৈল নরোত্তমের মিলন॥
শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোসাঞী গোবর্দ্ধনে।
পাইলা পরমানন্দ দেখি নরোত্তমে॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া।
শ্রীজীব গোস্বামী-স্থানে নিবেদিলা গিয়া॥
শ্রীজীব গোস্বামী সব শুনি হৃষ্ট হইলা।
নরোত্তমে শীঘ্র পাঠারম্ভ করাইলা॥
নরোত্তম করে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন।
অর্থের কৌশলে হরে সভাকার মন।
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর।
লোকনাথ গোস্বামীর সেবায় তৎপর॥
যৈছে সে করে তাহা কহনে না যায়।
গোসাঞী প্রসন্ন নরোত্তমের সেবায়॥
একদিন নরোত্তমে ব্যাকুল দেখিয়া।
মনোরথ পূর্ণ কৈলা দীক্ষামন্ত্র দিয়া॥
কিবা সে অপূর্ব্ব মন্ত্র দীক্ষার বিধান।
বিস্তারিতে নারি ভক্তি শাস্ত্রে সে প্রমাণ॥
বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সভাকার।
দেখি নরোত্তমের অদ্ভুত অধিকার॥
শ্রীজীব গোস্বামী বুঝি সভার আশয়।
দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় খ্যাতি মনোহর।
শুনি সর্ব্ব মহান্তের উল্লাস অন্তর॥
যৈছে নরোত্তম তৈছে পদবী ইঁহার।
এই কথা সর্ব্বত্রই হইল প্রচার॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে।
সভার পরম স্নেহপাত্র ব্রজপুরে॥
বৃন্দাবনে মানসি সেবায় যৈছে রীত।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সে সব বিদিত॥
বাহুল্যের ভয়ে এথা নারি বর্ণিবারে।
এবে কহি গৌড়ে পুনঃ আইলা যে প্রকারে
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে দ্বিতীয়োবিলাসঃ।

তৃতীয় বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এদীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্ব মহান্ত সহিতে।
শুভদিন কৈলা গৌড়ে গ্রন্থ পাঠাইতে॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যে সমর্পিলা গ্রন্থগণ।
যাঁর দ্বারা প্রভু করাবেন বিতরণ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ কৃতশ্লোকে।
বর্ণিলেন একথা বিদিত সর্ব্বলোকে॥

তথাহি শ্লোক।

শ্রীরূপ প্রমুখৈকশক্তিকতমেনাবিষ্করোতি প্রভুঃ,
গ্রন্থেঽহয়ং বিতনোতি শক্তি পরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন সঃ,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি র্মকদাদৃগ্ গোচরং যাস্যতি॥

শ্রীজীব গোস্বামী কোটী সমুদ্র গভীর।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল চিত্ত বাহে মহাধীর॥
সর্ব্বত্র বিদায় করাইয়া শ্রীনিবাসে।
শুভক্ষণে যাত্রা করাইলা গৌড়দেশে॥
লোকনাথ গোস্বামী সে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া।
নরোত্তমে দিলা শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া॥
নরোত্তমে করিতে কহিলা বারবার।
শ্রীবিগ্রহ-সেবা সংকীর্ত্তন সদাচার॥
ঐছে বহু শুনি নরোত্তমের উল্লাস।
কে বর্ণিবে যে সুখ পাইলা শ্রীনিবাস॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস নরোত্তমে।
শ্যামানন্দে সমর্পি বিহ্বল মহাপ্রেমে॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ দুই তোমার।
সর্ব্বমতে তোমারে সে এ দোঁহার ভার॥
শ্যামানন্দে আজ্ঞা দিলা গৌড়দেশে গিয়া।
যাইবে উৎকলে শ্রীঅম্বিকাপুরী হৈয়া॥
এ সব প্রসঙ্গ এথা নারি বর্ণিবার।
ভক্তি-রত্নাকরগ্রন্থে জানিবে বিস্তার॥
সর্ব্ব মহান্তের করি চরণ বন্দন।
ভক্তিগ্রন্থ লৈয়া তিনে করয়ে গমন॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি ব্যাকুল অন্তর।
মথুরা পর্য্যন্ত সভে চলিলা সত্বর॥
আগে চালাইলা গ্রন্থরত্ন গাড়ী ভরি।
সঙ্গে একাদশ ব্রজবাসী অস্ত্রধারী॥

মথুরায় গিয়া সভে কৈলা রাত্রিবাস।
মথুরাবাসীর হৈল পরম উল্লাস॥
প্রাতঃকালে বিদায় সময়ে হৈল যাহা।
কোটি কোটি মুখেও বর্ণিতে নারি তাহা।
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে।
শ্রীগৌড়মণ্ডল প্রাপ্ত হৈলা কথো দিনে॥
বনপথে বন-বিষ্ণুপুর সন্নিধানে।
বনমধ্যে এক গ্রাম আইলা সেই খানে॥
তথা সাবধানে বহু রাত্রি গোঙাইলা।
প্রভু ইচ্ছামতে সভে নিদ্রাগত হইলা॥
রাজা বীর হাম্বিরে কহিল কোন জন।
গাড়ী পূরি রত্ন লৈয়া আইলা মহাজন॥
শুনি রাজা দস্যু শীঘ্র প্রেরিয়া উল্লাসে।
গ্রন্থরত্নগণ আনাইলা অনায়াসে॥
সম্পুটের মধ্যে গ্রন্থ না করি বাহির।
সম্পুট দর্শনে রাজা হইলা অস্থির॥
বারবার প্রণময়ে ভূমেতে পড়িয়া।
রাজা এ বুঝিতে নারে যে করয়ে হিয়া॥
রাজা কহে একি হৈল আমার অন্তরে।
না জানি কি রত্ন আছে সম্পুট ভিতরে॥
ঐছে কত কহে রাজা নেত্রে বহে জল।
ভক্তিদেবী দেখাইলা নানা সুমঙ্গল॥
রাজা বহু বিচার করিয়া মনে মনে।
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিলা নির্জ্জনে॥
সম্পুটের মধ্যে দেখে গ্রন্থরত্নগণ।
রাজা মহাখেদে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
হায় হায় কি হইল দুর্দ্দৈব আমার।
কোন মহাশয়ে দুঃখ দিলুঁ মুঞি ছার॥
যদি মোর ভাগ্যে হয় তাঁর দরশন।
তবে গ্রন্থ রত্ন দিয়া লইমু শরণ॥
ঐছে কত কহে রাজা বসিয়া বিরলে।
এথা গ্রন্থ চুরি হৈলে জাগিলা সকলে॥
গ্রন্থ অদর্শনে হৈল যে দশা সভার।
তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার॥
ভূমে আছাড়িয়া অঙ্গ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কেহ কোনরূপে স্থির হইতে না পারে॥
আচার্য্য ঠাকুর কিছু ধৈর্য্যাবলম্বিয়া।
কহয়ে মধুর বাক্য সভা সম্বোধিয়া॥
সতর্কে দুর্গম পথ নির্ব্বিঘ্নে আইলুঁ।
এথা অকস্মাৎ সভে নিদ্রাগত হৈলুঁ॥
না জানিলুঁ গ্রন্থ কেবা হরিল কখন।
ইথে বুঝি আছে কিছু গূঢ় প্রয়োজন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহয়ে নিভৃতে।
বুঝি এই ছলে কৃপা হৈবে এদেশেতে॥
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে।
চিন্তা নাহি গ্রন্থপ্রাপ্তি হৈবে অনায়াসে।
এথা কেহ আচার্য্যে কহয়ে ধীরে ধীরে।
রাজার এ কার্য্য যাহ বন-বিষ্ণুপুরে॥
শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য সভা প্রবোধিয়া।
বৃন্দাবনে লোক পাঠাইলা পত্রী দিয়া॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে মহাযত্ন করি।
পুনঃ পুনঃ কহে শীঘ্র যাইতে খেতরি॥

শ্যামানন্দ প্রতি কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
যাইবে উৎকলে শীঘ্র খেতরি যাইয়া॥
বন-বিষ্ণুপুরে আমি গ্রন্থ অন্বেষিব।
গ্রন্থপ্রাপ্তি সমাচার শীঘ্র পাঠাইব॥
এবে আর চিন্তা কিছু না করিও মনে।
এত কহি বিদায় করিলা দুইজনে॥
আচার্য্যের বাক্য দোঁহে না করে লঙ্ঘন।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হৈয়া করিলা গমন॥
শ্রীখেতরি গিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দে তিলার্দ্ধেক ছাড়িতে নারয়॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য বন-বিষ্ণুপুরে।
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীবীর হাম্বিরে॥
গ্রন্থরত্ন দিয়া রাজা লইলা শরণ।
গোষ্ঠীসহ হৈলা মহাভক্তি পরায়ণ॥
এ সব প্রসঙ্গ এথা সংক্ষেপে কহিল।
ভক্তি-রত্নাকরগ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল॥
ন-বিষ্ণুপুরের এ সব সমাচার।
র্ব্বত্র বিদিত সভে শুনি চমৎকার॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর পরমানন্দ মনে।
গ্রন্থপ্রাপ্তি পত্রী পাঠাইলা বৃন্দাবনে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দে যথা।
ঘ্র এ সংবাদ পত্রী পাঠাইলা তথা॥
ত্রীপাঠ মাত্রে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
আনন্দে মগ্ন তাহা কহি সাধ্য নয়॥
মানন্দ আনন্দ আবেশে কথোক্ষণ।
র্দ্ধবাহু করি কৈলা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥

মহাহৃষ্ট পুরুষোত্তম দত্তের তনয়।
শ্রীসন্তোষদত্ত নাম গুণের আলয়॥
শ্রীনরোত্তমের তেঁহো পিতৃব্য কুমার।
কৃষ্ণানন্দ দত্ত যারে দিলা রাজ্যভার॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ রাজা মঙ্গলবিধানে।
করেন অনেক দান ব্রাহ্মণ সজ্জনে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
বন-বিষ্ণুপুরে শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা।
শ্যামানন্দ বিদায় হইলা তারপরে।
বিচ্ছেদে যে দুঃখ তাহা কে বর্ণিতে পারে॥
বিদায়ের কালে যৈছে কথোপকথন।
তাহা শুনি পশু পক্ষ করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মহাব্যগ্র চিত্তে।
দিলেন মনুষ্য সঙ্গে উৎকল যাইতে॥
চলিলেন শ্যামানন্দ কাতর অন্তরে।
নবদ্বীপ হৈয়া গেলা অম্বিকানগরে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মন্দির দর্শনে।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট ধারা বহে দুনয়নে॥
শ্যামানন্দ চেষ্টা দেখি কোন মহাশয়।
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের আগে নিবেদয়॥
আইলেন তোমার দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
দেখিলুঁ অদ্ভুত প্রেম ভক্তির প্রকাশ॥
শ্রীমন্দির দূরে দেখি ভূমেতে পড়িয়া।
করেন প্রণতি কত অতি দীন হৈয়া॥
কিবা দুই নয়নের জলে ভাসি যায়।
তেঁহো দূরে আইসে মুঞি আইলুঁ ত্বরায়॥

শুনিয়া ঠাকুর অতি আনন্দ অন্তরে।
কহে বারবার শীঘ্র আনহ তাহারে॥
তার লাগি সদা মোর উদ্বিগ্ন হৃদয়।
যৈছে ভক্তি চেষ্টা তাহা কহিলে না হয়॥
দীক্ষা-মন্ত্র লৈয়া এথা রহি কথো দিন।
নিতাই চৈতন্ত চান্দে কৈল প্রেমাধীন॥
কত যত্ন করি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবন।
তথা গিয়া ভক্তিশাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন॥
নিজ মনোবৃত্তি মোরে লিখি পাঠাইল।
তার আর্ত্তি দেখি তারে তৈছে আজ্ঞা দিল॥
নিকুঞ্জ সেবায় রত হৈল অনিবার।
পাইল সুখ শ্যামানন্দ নাম হৈল তার॥
বৃন্দাবনে সকলেই অতি কৃপা কৈলা।
এথাতে আসিব পূর্ব্বপত্রী পাঠাইলা॥
নিতাই চৈতন্ত কৃপা করি তাঁর দ্বারে।
যে কার্য্য সাধিব তাহা ব্যাপিব সংসারে।
মোর প্রিয় শিষ্য সেই করিলুঁ তোমায়।
অনেক দিনের পরে দেখিব তাহায়॥
এত কহিতেই শ্যামানন্দ উপনীত।
পড়িলা চরণতলে হৈয়া সাবহিত॥
শ্রীহৃদয়-চৈতন্ত ঠাকুর বাৎসল্যেতে।
ধরিলেন শ্রীচরণ শ্যামানন্দ মাথে॥
আলিঙ্গন করিতেই দূরে গিয়া রয়।
ভাসে নেত্রজলে মহা উল্লাস হৃদয়॥
তথাপি ঠাকুর আলিঙ্গিয়া সেইক্ষণে।
প্রেমাবেশে লৈলা প্রভু মন্দির প্রাঙ্গনে॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণে সমর্পিলা।
প্রভু দেখি শ্যামানন্দ অধৈর্য্য হইলা॥
যে ভাব বিকার তাহা কহিতে না পারি।
নিজস্থানে ঠাকুর আনিলা সঙ্গে করি॥
নিজ ভুক্ত শেষ সুখে দিলা শ্যামানন্দে।
ভুঞ্জিলেন শ্যামানন্দ পরম আনন্দে॥
তবে শ্রীঠাকুর সমাচার জিজ্ঞাসিলা।
আদ্যোপান্ত শ্যামানন্দ সকলি কহিলা॥
অতিপ্রিয় শিষ্য শ্যামানন্দের কথায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহা নাহি যায়॥
কথোদিন শ্যামানন্দ রহি গুরু পাশে।
গুরুসেবা করে মহা মনের উল্লাসে॥
একদিন হৃদয়-চৈতন্ত দয়াময়।
শ্যামানন্দে অতি সুমধুর বাক্যে কয়॥
না কর বিলম্ব এবে উৎকল যাইতে।
বহুকার্য্য সিদ্ধ হৈবে তোমার দ্বারাতে॥
এত কহি নিতাই চৈতন্ত আগে লৈলা।
শ্রীমালা প্রসাদ শ্যামানন্দে আনি দিলা॥
মহাশক্তি সঞ্চারিয়া করিলা বিদায়।
শ্যামানন্দ ব্যাকুল কান্দয়ে উভরায়॥
যৈছে শ্যামানন্দ কৈলা উৎকল গমন।
এথা বিস্তারিয়া তাহা না হয় বর্ণন॥
উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তা সভার করিল নিস্তার॥
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহু শিষ্য কৈলা।
তাঁ সভার কৃপালেশে দেশ ধন্য হৈলা

এথা এ সকল কথা সংক্ষেপে কহিলুঁ।
ভক্তি-রত্নাকরগ্রন্থে ইহা বিস্তারিলুঁ॥
এবে কহি শ্যামানন্দ মনের উল্লাসে।
শ্রীখেতরি হৈতে আইলা শ্রীউৎকল দেশে॥
শ্রীখেতরি হৈতে যে মনুষ্য সঙ্গে আইলা।
সমাচার পত্রী দিয়া তাঁরে পাঠাইলা॥
এথা খেতরিতে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ বিনা অতি উদ্বিগ্ন হৃদয়॥
তাঁর মহা-মঙ্গল সংবাদ পত্রী পাঞা।
বন-বিষ্ণুপুরে শীঘ্র দিলা পাঠাইয়া॥
পত্রী পাঠে ঠাকুর পরমানন্দ মনে।
নিজ পত্রী পাঠাইলা শ্যামানন্দ স্থানে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে পত্রী পাঠাইলা।
পত্রী পাঠে মহাশয় মহাহর্ষ হৈলা॥
পুনঃ মহাশয় পত্রী পাঠাইলা ত্বরিতে।
নবদ্বীপে যাত্রা কৈলা খেতরি হইতে॥
প্রেমাবেশে পথে চলে মত্ত হস্তীপ্রায়।
মুখ বক্ষঃ ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥
যে দেখে বারেক শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
সে নির্ম্মল প্রেমভক্তি সমুদ্রে ভাসয়ে॥
ছাড়িতে নারয় সঙ্গ শোভা নিরখিয়া।
গ্রামে গেলে লোক সব আইসে ধাইয়া॥
নানাকথা কহি সভে করে নিরীক্ষণ।
গ্রাম হৈতে গেলে মহাদুঃখী সর্ব্বজন॥
ঐছে কিছু দিনে নবদ্বীপ পাশে গিয়া।
করে মহাখেদ অতি ব্যাকুল হইয়া॥
ওহে দয়াময় প্রভু দুঃখ ভুঞ্জাইতে।
এ হেন সময়ে জন্মাইতে পৃথিবীতে॥
দেখিতে না পাইলুঁ এই নদীয়া বিহার।
তথা কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
ধীরে ধীরে চলে দুঃখে ক্রন্দন করিয়া।
দেখয়ে আশ্চর্য্য নবদ্বীপে প্রবেশিয়া॥
প্রতি ঘরে ঘরে কিবা আনন্দমঙ্গল।
নিরন্তর হরি হরি ধ্বনি কোলাহল॥
কি নারী পুরুষ মহা মনের উল্লাসে।
চতুর্দ্দিক হৈতে চলে প্রভুর আবাসে॥
পরিকর সহ বিহরয়ে গৌররায়।
সংকীর্ত্তন সুখের পাথার নদীয়ায়॥
ঐছে কতক্ষণ দেখি দেখে তার পর।
দুঃখের সমুদ্রে ভাসে নদীয়া নগর॥
কি দেখিলুঁ কি দেখিলুঁ বলে বারবার।
চলিতে না পারে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
কতক্ষণে মনে বিচারিয়া মহাশয়।
কথো দূরে গিয়া পুছে প্রভুর আলয়॥
কেহ কেহ কান্দিয়া কহয়ে হেট মাথে।
অই দেখ প্রভু বাটী যাই এই পথে॥
প্রভুর চলন দেখি কান্দে নরোত্তম।
দুই নেত্রে ধারা বহে নদীধারা সম॥
সেই পথে আইসে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
নরোত্তমে দেখি হৈলা ব্যাকুল অন্তর॥
নরোত্তম প্রণমিলা পড়ি ভূমিতলে।
দেহ পরিচয় বলি তেঁহো কৈলা কোলে।

নরোত্তম নিজ পরিচয় নিবেদিতে।
পরম বাৎসল্যে কহে কান্দিতে কান্দিতে॥
যবে গৌরচন্দ্র রামকেলি গ্রামে গেলা।
প্রেমে মহামত্ত হৈয়া তোমা আকর্ষিলা॥
কে বুঝিতে পারে সেই প্রভুর চরিত।
পূর্ব্বেই তোমার নাম করিলা বিদিত॥
ওহে বাপু নরোত্তম তোমারে দেখিতে।
বড় সাধ ছিল সর্ব্ব মহান্তের চিতে॥
প্রভুর বিরহে স্থির নহে কার মন।
কেহ কেহ অল্পদিনে হৈলা অদর্শন॥
এত কহি নিজ পরিচয় জানাইলা।
প্রভুভক্তগণে নরোত্তম মিলাইলা॥
নরোত্তম বন্দিলেন সভার চরণ।
নরোত্তমে কৈলা সভে প্রেম আলিঙ্গন॥
যদ্যপি ব্যাকুল মহাবিরহ ব্যথায়।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি সুখ পায়॥
করি কত স্নেহ সমাচার জিজ্ঞাসিলা।
নরোত্তম আদ্যোপান্ত সব নিবেদিলা॥
দামোদর পণ্ডিতাদি প্রভু প্রিয়গণ।
নরোত্তম ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ॥
কথো দিন নরোত্তম নদীয়া নগরে।
রহিলেন প্রভু-প্রিয় পার্ষদের ঘরে॥
নিরন্তর যত খেদ করে মহাশয়।
তাহা একমুখে বর্ণিবার সাধ্য নয়॥
যে যে ভক্তে না দেখিয়া করয়ে ক্রন্দন।
স্বপ্নছলে সে সকলে দিলা দরশন॥

যত অনুগ্রহ কৈলা নরোত্তম প্রতি।
তাহা বিস্তারিতে মোর নাহিক শকতি॥
যে সকল মহান্ত প্রকট নবদ্বীপে।
মহা অনুগ্রহ কৈলা রাখিল সমীপে॥
কিছুদিন পরে অতি ব্যাকুল হইয়া।
করয়ে বিদায় সুমধুর বাক্য কৈয়া॥
তোমা সহ সাক্ষাৎ হইব একারণ।
ঐছে ক্লেশে প্রভু দেহে রাখিলা জীবন॥
শ্রীনিবাস সহ দেখা না হইল আর।
ঐছে কহি কণ্ঠরুদ্ধ নেত্রে অশ্রুধার॥
অতি স্নেহাবেশে নরোত্তম মুখ চাঞা।
কৈলা সভে বিদায় বিদীর্ণ হৈল হিয়া॥
নরোত্তম শিরে লৈয়া সভার চরণ।
চলিতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন॥
প্রভুর ভবনে গিয়া ব্যাকুল হিয়ায়।
দেখয়ে যে দাসদাসী সেহো মৃত্যুপ্রায়॥
নরোত্তম দেখি সভে ব্যাকুল অন্তরে।
কহিলেন বহুকার্য্য হৈবে তোমা দ্বারে॥
এত কহি কণ্ঠরুদ্ধ ধারা সে নয়নে।
নরোত্তম বিদায় করিলা হাত সানে॥
নরোত্তম ব্যগ্র হৈয়া কান্দে উচ্চরায়।
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি ধূলায় লুটায়॥
কতক্ষণে ক্রন্দন করিয়া সম্বরণ।
শান্তিপুরে পথপানে করিলা গমন॥
গ্রামে প্রবেশিতে যে দেখিলা চমৎকার।
তাহা বর্ণিবার শক্তি নাহিক আমার॥

প্রভু অদ্বৈতের গৃহে করিয়ে গমন।
বন্দিলেন শ্রীঅচ্যুতানন্দের চরণ ॥
নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া বহু কৃপা কৈলা।
জিজ্ঞাসি সংবাদ প্রিয়গণে মিলাইলা ॥
আজ্ঞা দিলা নীলাচল গিয়া শীঘ্র আসি।
প্রচারিবে সুচারু কীর্ত্তন রসরাশি ॥
এত কহি নেত্রধারা বহে নিরন্তর।
বাতাসে হেলয়ে অতি শুষ্ক কলেবর ॥
নরোত্তম সভার চরণ বন্দি শিরে।
বিদায় হইয়া চলিলেন ধীরে ধীরে ॥
হরিনদী গ্রামে আসি গঙ্গাপার হৈয়া।
জিজ্ঞাসে পণ্ডিত গৃহ অম্বিকায় গিয়া ॥
কেহ কেহ আইলে এই অতি অল্প দূর।
নরোত্তমে দেখি সুখ বাড়য়ে প্রচুর ॥
কোন মহাশয় অগ্রে অতি শীঘ্র গিয়া।
শ্রীহৃদয়-চৈতন্যে কহয়ে প্রণমিয়া ॥
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য এক পুরুষ সুন্দর।
গৌর-নিত্যানন্দ প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥
আসিবেন এথা পথ জিজ্ঞাসা করিতে।
কত ধারা বহে নেত্রে না পারে চলিতে ॥
শ্রীহৃদয়-চৈতন্য শুনিয়া এই কথা।
জানিলেন নরোত্তম আইসেন এথা ॥
প্রেমের আবেশে শীঘ্র বহির্দ্বারে গিয়া।
আইসে নরোত্তম দেখি জুড়াইল হিয়া ॥
নরোত্তম শ্রীহৃদয় চৈতন্য-দর্শনে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ পড়িলা চরণে ॥
শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ধরিয়া বাহুমূলে।
নরোত্তমে কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজলে ॥
প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র লইয়া চলিলা।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করাইলা ॥
নরোত্তম দুই প্রভু দর্শন করিয়া।
করয়ে ক্রন্দন ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥
হৃদয় চৈতন্য স্থির করিয়া যতনে।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন নির্জ্জনে ॥
পরস্পর যে প্রসঙ্গ হইল দোঁহার ॥
তাহা বিস্তারিতে শক্তি নাহিক আমার।
শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ঠাকুর কৃপাকরি।
নরোত্তমে রাখিলেন দিন দুই চারি ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণে সমর্পিয়া।
নীলাচল যাইতে আজ্ঞা দিলা ব্যগ্র হৈয়া
বিদায়ের কালে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
হইলেন যেরূপ কহিতে সাধ্য নয় ॥
যে যে মহাভাগবত ছিলেন সেখানে।
নরোত্তম দশা দেখি ব্যাকুল পরাণে ॥
প্রভুভক্তগণ গুণে উথলয়ে হিয়া।
চলিতে অবশ অঙ্গ পড়ে আলাইয়া ॥
প্রেমের আবেশে কিবা অপূর্ব্ব গমন।
যে দেখে বারেক তার স্থির নহে মন ॥
নরোত্তম চেষ্টা অন্যে বুঝিতে না পারে।
অতি উৎকণ্ঠিত খড়দহ যাইবারে ॥
খড়দহ যাইতে যে পথে ভক্তালয়।
সেথা রহি তাঁরে মিলি চলে মহাশয় ॥

খড়দহ প্রবেশিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য।
মহাবীর নরোত্তম হইলা অধৈর্য্য॥
হেনকালে মহেশ পণ্ডিত আদি দূরে।
নরোত্তমে দেখিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে॥
প্রভুর বিয়োগে হইয়াছি মৃত্যুপ্রায়।
ইহারে দেখিতে সুখ উপজে হিয়ায়॥
প্রভুশক্তি বিনা ইহা সম্ভব না হয়।
ঐছে কহি জিজ্ঞাসিতে পাইলা পরিচয়॥
নরোত্তম প্রতি সভে কহে বারে বারে।
পূর্ব্বেই তোমার নাম বিদিত সংসারে॥
গৃহে হৈতে যৈছে তুমি গেলা বৃন্দাবন।
লোকমুখে তাহা সব করিলুঁ শ্রবণ॥
বনপথে আইলা সভে বৃন্দাবন হৈতে।
গ্রন্থ চুরি প্রাপ্ত মাত্র পাইলুঁ শুনিতে॥
নবদ্বীপে আইলে তুমি তাহাও শুনিলুঁ।
আছয়ে জীবন তেঞি নয়নে দেখিলুঁ॥
ঐছে কহি সভে নিজ পরিচয় দিয়া।
প্রকাশে বাৎসল্য মহাপ্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়ে ভক্ত বর্গ পদতলে॥
প্রভু-প্রিয়গণ নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া।
সিঞ্চে নেত্রজলে অতি অধৈর্য্য হইয়া॥
নরোত্তমে লৈয়া স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
সভে প্রবেশিলা শীঘ্র প্রভুর ভবনে॥
শ্রীবসুজাহ্নবা নরোত্তম বিবরণ।
শুনি অন্তঃপুরে বোলাইলা সেইক্ষণ॥

নরোত্তম আপনাকে ধন্য করি মানে।
প্রণমিলা গিয়া দুই ঈশ্বরী চরণে॥
শ্রীবীরভদ্রের পাদপদ্মে প্রণমিলা।
দর্শন করিতে প্রেমে বিহ্বল হইলা॥
শ্রীবসু জাহ্নবাদেবী দেখি নরোত্তমে।
হইলা অধৈর্য্য হিয়া উথলয়ে প্রেমে॥
মহাশয় নাম সে ইঁহার যোগ্য হয়।
ঐছে পরস্পর কত স্নেহে প্রশংসয়॥
নরোত্তম প্রতি অনুগ্রহ অতিশয়।
রাখিলেন দিন চারি ছাড়িতে নারয়॥
জিজ্ঞাসিল ক্রমে ক্রমে সব সমাচার।
নরোত্তম নিবেদিলা করিয়া বিস্তার॥
শুনিতে সে সব যৈছে হইল অন্তরে।
তাহা একমুখে কে কহিতে শক্তি ধরে॥
শ্রীবসু জাহ্নবা বীরচন্দ্রের সহিতে।
নরোত্তম তিলার্দ্ধেক না পারে ছাড়িতে॥
খড়দহ প্রদেশেতে যে যে ভক্ত ছিলা।
খড়দহ আসি নরোত্তমে দেখা দিলা॥
যদ্যপি দুঃখিত তব হৈল হর্ষোদয়।
যে স্নেহ করিলা তা কহিতে সাধ্য নয়॥
সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞাতা শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী।
নরোত্তমে নিভৃতে কহিলা কি না জানি॥
নীলাচলে যাইতে শীঘ্র অনুমতি দিলা।
সাক্ষাতে সকল ভক্তে পুনঃ মিলাইলা॥
মহেশ পণ্ডিত আদি প্রভু প্রিয়গণ।
নরোত্তমে পুনঃ পুনঃ কৈলা আলিঙ্গন॥

নীলাচল যাইতে কহিলা সর্ব্বজনে।
নরোত্তম প্রণমিলা সভার চরণে॥
বিদায় হইয়া চলে কান্দিতে কান্দিতে।
কান্দে সর্ব্ব ভক্ত অতিব্যাকুল স্নেহেতে॥
কথো দূর গিয়া স্থির হৈলা সর্ব্বজনে।
নরোত্তমে স্থির করি আইলা নিজস্থানে॥
শ্রীনরোত্তমের এই শ্রীগৌড় ভ্রমণ।
যে শুনে তাহার হয় বঞ্ছিত পূরণ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে তৃতীয়ো বিলাসঃ।

চতুর্থ বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
নীলাচলে চলে শ্রীঠাকুরমহাশয়।
চিন্তিতে চৈতন্য লীলা ব্যাকুল হৃদয়॥
যে পথে চৈতন্যচন্দ্র গেলা নীলাচলে।
প্রশংসি পথের ভাগ্য সেই পথে চলে॥
যথা প্রভু বিশ্রাম করিলা ভক্তসনে।
তথা রাত্রি রহে সেই কথা আলাপনে॥
পথস্থিত যে দেখিলা শ্রীচৈতন্যচান্দে।
তারে দেখিতেই চিত্তে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
তাঁ সভার ভাগ্য প্রশংসিয়া বারে বার।
চলয়ে সে সকলে করিয়া নমস্কার॥
নরোত্তমে দেখি সভে হয় অনুরক্ত।
সভে কহে ইঁহো সেই চৈতন্যের ভক্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবন-পাবন।
তার ভক্ত বিনা কেবা হইব এমন॥
আহা মরি কি সৌন্দর্য্য কি মধুর গতি।
দেখিতে জুড়ায় নেত্র কিবা প্রেমরীতি॥
এত কহি লোক সব পাছে পাছে ধায়।
নরোত্তমে প্রিয় বাক্যে করেন বিদায়॥
যে যে স্থানে কৈলা প্রভু যে রঙ্গ প্রকাশ।
তাহা লোকমুখে শুনি করি তথা বাস॥
প্রাতঃকালে চলে তৈছে লোক চলে সাথে
বারিতে নারে অতি ভিড় হয় পথে॥
নিত্যানন্দ প্রভু যথা শ্রীদণ্ড ভাঙ্গিলা।
তথা গিয়া প্রেমে মহাবিহ্বল হইলা॥
যে প্রকারে হইল প্রভুর দণ্ডভঙ্গ।
লোকমুখে শুনিলেন সে সব প্রসঙ্গ॥
সে সকল লোকে করি অতি পুরস্কার।
চলয়ে অদ্ভুত গতি নেত্রে অশ্রুধার॥

সেই পথে আইসে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পরম বৈষ্ণব সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
দেখি নরোত্তমের আশ্চর্য্য প্রেমরীত।
অকস্মাৎ মনে উপজিল মহাপ্রীত ॥
ধীরে ধীরে নরোত্তম নিকটে আসিয়া।
কহে মৃদু বাক্যে নরোত্তম মুখ চাঞা ॥
কিনাম তোমার বাপু আইলা কোথা হৈতে
শুনি নিবেদিলা প্রণমিয়া সাবহিতে ॥
নরোত্তম বাক্যে মহা বিহ্বল ব্রাহ্মণ।
নেত্রজলে সিক্ত করি কৈলা আলিঙ্গন ॥
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে
সুমধুর বাক্যে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥
তোমার প্রসঙ্গ শুনি বহুদিন হৈতে।
বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে ॥
আজু সুপ্রসন্ন বিধি হইলা আমায়।
ক্ষেত্র হৈতে আইলু পথে দেখিলু তোমায়
প্রভুভক্তগণ যে প্রকট নীলাচলে।
অতি অনুগ্রহ মোরে করেন সকলে ॥
অনুক্ষণ তোমা সভা প্রসঙ্গ তথায়।
শুনিয়া শ্রবণ ভরি পরাণ জুড়ায় ॥
বৃন্দাবন হৈতে তোমা সভা আগমন।
পথে গ্রন্থচুরি প্রাপ্ত করিলু শ্রবণ ॥
ক্ষেত্রেতে আসিবে তুমি তৎকাল শুনিলু।
তোমা লাগি উৎকণ্ঠিত সকলে দেখিলু ॥
গোপীনাথাচার্য্য আদি কাশীমিশ্র গৃহে।
কত দিন তোমার প্রসঙ্গ সভে কহে ॥

রামকেলি গ্রামে প্রভু তোমা আকর্ষিল।
নিত্যানন্দ প্রভু চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥
প্রভুভক্তগণের হইল চমৎকার।
সেই হইতে তোমা দেখে এ সাধ সভার ॥
সে সভে তোমার পথ করে নিরীক্ষণ।
অন্য মুঞি তথা হৈতে করিলু গমন ॥
বিলম্বে নাহিক কাজ যাহ শীঘ্র তুমি।
বিলম্বেতে তথাই মিলিব গিয়া আমি ॥
এত কহিতেই তার পুত্র তথা আইলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে তারে মিলাইলা ॥
স্নেহাতুর বিপ্র-পুত্রে সর্ব্ব কথা কৈলা।
নরোত্তম সঙ্গে দিলা মহাহর্ষ হৈয়া ॥
বিদায় লইয়া বিপ্র চলে ধীরে ধীরে।
নরোত্তম বিপ্র-পদধূলি লৈলা শিরে ॥
বিপ্রপুত্র সঙ্গে নরোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া।
নরেন্দ্রে শৌচের শোভা দেখে দাণ্ডাইয়া ॥
প্রভু জলকেলি রঙ্গ করিয়া স্মরণ।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥
শ্রীশিখি মাহাতি মঙ্গরাজ প্রতি কয়।
অকস্মাৎ চিত্তে কেন হৈল হর্ষোদয় ॥
কানাঞি খুঁটিয়া কহে নাবুঝি কারণ।
যে মঙ্গল দেখি তাহে মিলে মহাধন ॥
বাণীনাথ প্রতি গোপীনাথাচার্য্য কয় ॥
নরোত্তম এথা আজি আসিব নিশ্চয় ॥
হেনকালে মহাযোগ্য সে বিপ্রকুমার।
আগে আসি দিলা নরোত্তম সমাচার।

নরোত্তম সংবাদ শুনিয়া সর্ব্বজন।
যে রূপ হইল তাহা না হয় বর্ণন॥
পুনঃ বিপ্রপুত্র নরোত্তম পাশে গেলা।
দূরে হৈতে এ সভার পরিচয় দিলা।
নরোত্তম তাঁ সভারে করিয়া দর্শন।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ঝরে দুনয়ন॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার।
সে দশা দেখিয়া প্রাণ কান্দয়ে সভার॥
গোপীনাথ আচার্য্যাদি অধৈর্য্য হইয়া।
ভাসে নেত্রজলে নরোত্তমে কোলে লৈয়া।
নরোত্তম মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
লক্ষ লক্ষ মুখে তাহা নারি বর্ণিবার॥
নরোত্তমে স্থির করি অনেক প্রকারে।
লইয়া চলিল জগন্নাথ দেখিবারে॥
নরোত্তম সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে।
পতিত-পাবনে দেখি প্রণমে ভূমেতে॥
শ্রীনৃসিংহদেবে দেখি নেত্রে ধারা বয়।
মনে যে উপজে সে কহিতে সাধ্য নয়॥
জগন্নাথ দর্শনেতে হইলা অধৈর্য্য।
নেত্রে ধারা বহে ভাব উপজে আশ্চর্য্য॥
সুভদ্রা সহিত জগন্নাথ বলরাম।
বিলসয়ে সিংহাসনে আনন্দের ধাম॥
শ্রীপদ্মলোচন মহাকরুণার নিধি।
নরোত্তম প্রতি কৈল কৃপার অবধি॥
জগন্নাথ সেবক প্রভুর ভঙ্গী জানি।
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা নরোত্তমে আনি॥
শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক সকলে।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি ভাসে নেত্রজলে॥
তিলে তিলে অধৈর্য্য হইলা নরোত্তম।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা নদীসম॥
শ্রীমন্দির হৈতে নরোত্তমে প্রবোধিয়া।
গোপীনাথাচার্য্য গেলা নিজালয়ে লৈয়া॥
প্রবীণ মনুষ্য সঙ্গে দিয়া সেইক্ষণে।
পাঠাইলা গোপীনাথ সমাধি-দর্শনে॥
নরোত্তম গমন সর্ব্বত্র জানাইলা।
নানাবিধ শ্রীমহাপ্রসাদ আনাইলা॥
এথা নরোত্তম কৈলা ত্বরিতে গমন।
পথে যাইতেই দেখে আইসে কতজন॥
তারা পরস্পর অতি কাতর হিয়ায়।
কেহ কার প্রতি কহে কি হইল হায়॥
দেখিলাম এথা কিবা সুখের অবধি।
এবে নীলাচলে বিপরীত কৈলা বিধি॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্ত ভুবন-পাবন।
ক্রমে ক্রমে সভে হতেছেন অদর্শন॥
গোপীনাথাচার্য্য আদি পরমবৈষ্ণব।
দেখিলাম অতিজীর্ণ হৈয়াছেন সব॥
কেহ কহে আইলুঁ মুঞি গোপীনাথ হৈতে
তথা যে দেখিলুঁ তাহা না পারি কহিতে॥
সহিতে নারয়ে দুঃখ শ্রীমামুগোসাঞি।
মৃত প্রায় পড়িয়া আছেন এক ঠাঞি॥
শুকাইল সে হেন সুন্দর কলেবর।
বুঝি অল্প দিনে হৈবে নেত্র অগোচর॥

নরোত্তম শুনি এ প্রসঙ্গ ব্যগ্র চিতে।
করয়ে যতেক খেদ না পারি বর্ণিতে॥
হইলা অধৈর্য্য অঙ্গ না যায় ধারণ।
টোটা গিয়া গোপীনাথে করিলা দর্শন।
বসিয়া আছেন কিবা মধুর ভঙ্গীতে।
কে ধরে ধৈরয তাঁরে বারেক চাহিতে॥
নবঘন-জিনি শ্যাম অঙ্গ সুচিক্কণ।
বদন মাধুরী কোটি কন্দর্পমোহন॥
পশিল সৌন্দর্য্য নরোত্তমের হিয়ায়।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রজলে ভাসি যায়॥
করিলা প্রণাম বহু ভূমেতে পড়িয়া।
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী আনিয়া॥
শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর আসন যে স্থানে।
সাঙ্গর মনুষ্য লৈয়া গেলা সেই খানে॥
আসন সমীপ ভূমিতলে লোটাইয়া।
করিলা প্রণাম বহু ব্যাকুল হইয়া॥
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার।
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া কহয়ে বারবার॥
হা হা প্রভু পণ্ডিত গোস্বামী গদাধর।
না হইলে মো পাপীর নয়ন গোচর॥
ঐছে কত কহিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
সে ক্রন্দন শুনি দারু পাষাণ বিদরে॥
শ্রীমামুগোসাঞি ছিল মূর্চ্ছাপন্ন হৈয়া।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি উঠে ক্রন্দন করিয়া॥
জিজ্ঞাসে সভারে কহ কে করে ক্রন্দন।
সভে কহে গৌড় হৈতে আইলা নরোত্তম॥

নরোত্তম নাম শুনি কান্দিতে কান্দিতে।
নরোত্তমে কোলে করি নারে স্থির হৈতে॥
অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে ধরণী উপরে।
উঠিল ক্রন্দন রোল গোপীনাথ ঘরে॥
প্রভু ইচ্ছামতে কত ক্ষণে স্থির হৈয়া।
জিজ্ঞাসে কুশল নরোত্তম মুখ চাঞা॥
যদ্যপি দারুণ দুঃখে জীবন সংশয়।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি হর্ষোদয়॥
নরোত্তম বাক্য শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গোপীনাথ পদে নরোত্তমে সমর্পিলা॥
আজ্ঞা দিলা যাহ শীঘ্র সমাধি দর্শনে।
আচার্য্য আছেন তথা চাহি পথপানে॥
শুনি নরোত্তম ভূমে প্রণমি কাতরে।
চলিলেন সে মনুষ্য সঙ্গে সিন্ধুতীরে॥
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু ভূমেতে পড়িয়া॥
অতি খেদযুক্ত হৈয়া কহে বারবার।
সে সুখে বঞ্চিত হৈলুঁ দুর্দ্দৈব আমার॥
ঐছে কত কহে নেত্রে ধারা নিরন্তর।
দেখি সে দশা বা কার না দ্রবে অন্তর॥
তথা যে বৈষ্ণব ছিলা সমাধি সেবনে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা সে কত যতনে॥
গোপীনাথাচার্য্য গৃহে দিলা পাঠাইয়া।
নরোত্তম বিহ্বল চলিলা প্রণমিয়া॥
ক্ষেত্রবাসী লোক নরোত্তমে দেখি পথে।
ছাড়িয়া সকল কার্য্য চলে সাথে সাথে॥

নরোত্তম তাঁ সভারে করি সমাদর।
শীঘ্র গেলা গোপীনাথ আচার্য্যের ঘর॥
গোপীনাথ আচার্য্য পরম স্নেহময়।
নিজ পাশে বসাই মধুর বাক্যে কয়॥
তোমারে দেখিতে সাধ সভার অন্তরে।
ক্ষণেক বিরমি যাহ তাঁ সভার ঘরে॥
এথা নরোত্তম গতি শুনি সর্ব্বজন।
দেখিতে সভার অতি উৎকণ্ঠিত মন॥
কি কব তাঁ সভার যে দশা নীলাচলে।
প্রভু অদর্শনে স্পৃহা নাহি অন্ন-জলে॥
অতি কষ্ট মতে দেহ করয়ে ধারণ।
ভূমিতে লোটায় সদা ঝরয়ে নয়ন॥
সঘনে নিশ্বাস দীর্ঘ অতি সে দুর্ব্বল।
চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল॥
গোপীনাথগৃহে নরোত্তমে দেখিবারে।
আইসেন স্নেহে বল ব্যাপিল শরীরে॥
হেনকালে নরোত্তম সে মনুষ্য সাথে।
যাইতে দেখিলা সভে আইসেন পথে॥
সঙ্গের মনুষ্যে নরোত্তম জিজ্ঞাসিলা।
কি নাম কাহার তেঁহো সব জানাইলা॥
নরোত্তম তাঁ সভার বন্দিলা চরণ।
নরোত্তমে সভাই করিলা আলিঙ্গন॥
কোলে করি ভবন ভিতরে প্রবেশিলা।
নরোত্তম অঙ্গ নেত্রজলে সিক্ত কৈলা॥
নরোত্তম তাঁ সভার দর্শন স্পর্শনে।
ধৈরজিত নারয়ে অশ্রু ধারা দুনয়নে॥

গোপীনাথ আচার্য্য সে পরম যত্নেতে।
সভে বসাইলা স্থির করি ভালমতে॥
নরোত্তম প্রতি সভে জিজ্ঞাসে কুশল।
আদ্যোপান্ত নরোত্তম কহিলা সকল॥
শুনি তাঁ সভার চেষ্টা যেরূপ হইলা।
কহিব কি তাহা ভাগ্যবন্ত সে দেখিলা॥
গোপীনাথাচার্য্য সভে কহে ব্যগ্র হৈয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জ নরোত্তমে লৈয়া॥
শুনি নরোত্তমে লৈয়া মহাস্নেহ মনে।
বসিলেন সভে মহাপ্রসাদ সেবনে॥
প্রভু ইচ্ছামতে কিছু প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
অতি স্নেহবাক্যে নরোত্তমে ভুঞ্জাইলা॥
আচমন করি সভে গেলেন বাসাতে।
নরোত্তমে আজ্ঞা কৈলা বিশ্রাম করিতে॥
বিশ্রাম করিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নানাদি করিলা জানি দর্শন সময়॥
কানাঞিখুটিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
লইয়া গেলেন জগন্নাথের আলয়ে॥
সন্ধ্যা আরত্রিক আর শয়ন পর্য্যন্ত।
দেখিলেন নরোত্তম বসিয়া একান্ত॥
কানাঞিখুটিয়া আদি বহুজন সনে।
আইলেন গোপীনাথ আচার্য্য ভবনে॥
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে কেহ নারে।
আচার্য্য আদেশে গেলা নিজ নিজ ঘরে॥
আচার্য্য কহেন নরোত্তমে এ নির্জ্জন।
এখন এখানে তুমি করহ শয়ন॥

আচার্য্যের বাৎসল্য কহিতে সাধ্য নহে।
নরোত্তম শুইলে চলিলা নিজ গৃহে॥
নরোত্তমে নিদ্রা না ক্করয়ে আকর্ষণ।
অতি সে উদ্বেগ খেদ নহে সম্বরণ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কিছু নিদ্রা আকর্ষিতে।
স্বপ্নচ্ছলে দেখে নিজাভীষ্ট রথাগ্রেতে॥
ভুবনমোহন কৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি॥
শ্রীবাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি গোবিন্দ।
হরিদাস কাশীমিশ্র রায় রামানন্দ॥
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আর।
কাশীশ্বর জগদীশ পণ্ডিত উদার॥
বাসুঘোষ মুকুন্দ মাধব বক্রেশ্বর।
গৌরীদাস মহেশ পণ্ডিত দামোদর॥
স্বরূপ গোসাঞি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
দাস গদাধর যদু শ্রীধর কংসারি॥
সূর্য্যদাস রামাইসুন্দর ধনঞ্জয়।
রামানন্দ বাসুঘোষ শঙ্কর সঞ্জয়॥
লোকনাথ ভূগর্ভ শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট আচার্য্য নন্দন॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পণ্ডিত রাঘব।
পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য আচার্য্য মাধব॥
রঘুনাথ ২ ভট্ট শ্রীপতন।
শ্রীমুকুন্দ, নরহরি শ্রীরঘুনন্দন॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজাচার্য্য গোপীনাথ।
শ্রীশিখি মাহাতি আদি ভুবনে বিখ্যাত॥

গৌড় ব্রজ উৎকল দক্ষিণ আদি স্থানে।
যে যে ভক্ত সঙ্গে বিলসয়ে প্রভুসনে॥
কি আশ্চর্য্য জগন্নাথ রথাগ্রে নর্ত্তন।
মধ্যে গৌরচন্দ্র চারিপাশে প্রিয়গণ॥
কি অদ্ভুত শোভা গৌরগণের সহিতে।
উপমা দিবার ঠাঞি নাই ত্রিজগতে॥
প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে প্রিয় পারকর।
করিলেন গানের আরম্ভ মনোহর॥
বাজায় মর্দ্দল আদি অতি রসায়ন।
চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি অনুক্ষণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত মনুষ্যের-বেশে।
নাচে গায় নানা যন্ত্র বায়েন উল্লাসে॥
সংকীর্ত্তন সুখের সমুদ্র উথলিল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এ সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করে সংকীর্ত্তনে।
দেখিতে কাহার সাধ নাহি ত্রিভুবনে॥
ধায় নারী পুরুষ অসংখ্য চারিভিতে।
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব পত্নীর সহিতে॥
পঙ্গুগণ লম্ফ দিয়া ফিরে দর্প করি।
জনমের অন্ধ দেখে গৌরাঙ্গ মাধুরী॥
যাহার বদনে কিছু বাক্য নাহি সরে।
সেই গৌরচন্দ্র বলি ডাকে বারে বারে॥
ফাটিলেও যার নেত্রে জল না আইসে।
সেই গৌর-গুণ শুনি নেত্রজলে ভাসে॥
ভুবন-পাবন চারু কীর্ত্তন শুনিতে।
কিবা পশু পক্ষ কেহ নারে স্থির হৈতে॥

নরোত্তম একভিতে দেখে দাণ্ডাইয়া।
আনন্দে বিহ্বল ধারা বহে নেত্র বাঞা॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি প্রভু প্রেমাবেশে।
ছুটি হাত ধরি কিছু কহে মৃদু ভাষে॥
অলৌকিক গীত বাদ্য করিবে প্রকাশ।
যাহার শ্রবণে হৈবে সভার উল্লাস॥
দেখিতে পাইবে যবে করিবে কীর্ত্তন।
ঐছে সভাসহ মুঞি করিব নর্ত্তন॥
মোর মনোবৃত্তি গীত বাদ্য ব্যক্ত হৈবে।
পরম রসিক সাধু সদা আস্বাদিবে॥
কখন কোনহ চিন্তা না করিহ তুমি।
হৈব মনোরথ সিদ্ধ কহিলাম আমি॥
না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ গৌড়দেশে।
করহ প্রকাশ ভক্তি অশেষ বিশেষে॥
যে জন লইবে আসি তোমার শরণ।
অচিরে পাইব সে অমূল্য প্রেমধন॥
রামচন্দ্র চিরঞ্জীব সেনের তনয়।
তাঁ সহ তোমার হৈবে অদ্ভুত প্রণয়॥
আর কি কহিব নরোত্তম তোর আগে।
তোর ভাল মন্দ সে আমারে সব লাগে॥
নরোত্তমে দেখি অনুগ্রহের অবধি।
উথলিল সভাকার আনন্দ জলধি॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গঙ্গাধর হরিদাস।
সার্ব্বভৌম রায় রামানন্দ শ্রীনিবাস॥
বক্রেশ্বর আদি সব প্রভু-প্রিয়গণ।
নরোত্তমে কৈলা সভে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
আপনা মানয়ে ধন্য পড়ি পদতলে॥
প্রভু পরিকর নরোত্তমে স্থির করি।
কহে কত কথা বাৎসল্যেতে কর ধরি॥
গৌড়ে পাঠাইতে সভে হৈলা অনুকূল।
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ বিচ্ছেদে ব্যাকুল॥
কতক্ষণে নরোত্তম সুস্থির হইয়া।
অতি শীঘ্র করি সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া॥
গোপীনাথাচার্য্য শিখি মাহাতির সনে।
শীঘ্র পাঠাইলা জগন্নাথ দরশনে॥
শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করিয়া।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ উমড়য়ে হিয়া॥
কিরূপে যাইব গৌড় করিতেই মনে।
জগন্নাথ আজ্ঞামালা দিলা সেইক্ষণে॥
শ্রীমালা প্রসাদ পাঞা মনে বিচারয়।
করিলা বিদায় প্রভু ইথে না সংশয়॥
রহি কতক্ষণ প্রণমিঞা জগন্নাথে।
চলিলেন গোপীনাথ আচার্য্য গৃহেতে॥
প্রভু পরিকর যে যে রহেন যথায়।
সভার চরণ বন্দি আইলা সভায়॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গোপীনাথে যে কহিলা।
তাহা নরোত্তমে জানাইতে ব্যগ্র হৈলা॥
স্থির হইয়া নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে।
প্রভু আদেশিলা শীঘ্র গৌড়ে যাইবারে॥
ঐছে বহু কহি একদিন স্থির হৈলা।
ক্ষেত্রস্থ মহান্তগণ একত্র হইলা॥

নরোত্তমে সভে পাঠাইতে গৌড়দেশে।
কহয়ে যতেক তাহা কহিতে না আইসে॥
বিদায়ের কালে নরোত্তম করে ধরি।
কহয়ে মধুর বাক্য অতিস্নেহ করি॥
পূরিল মনের সাধ দেখিলুঁ তোমারে।
শ্রীনিবাসে পুনঃ না দেখিব নেত্রদ্বারে॥
শুনিলুঁ দেখিলুঁ কৃষ্ণদাস যোগ্য অতি।
শ্যামানন্দ নাম তাঁর হইল সম্প্রতি॥
তাঁহারে দেখিতে বড় মনে সাধ ছিল।
এত কহি সবে নেত্রজলে সিক্ত হৈল॥
নরোত্তম তাঁ সভার চেষ্টা নিরক্ষিয়া।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
সভে স্থির হৈয়া নরোত্তমে স্থির করি।
যাত্রা করাইলা কৃষ্ণ-চৈতন্য সঙরি॥
সঙ্গের যে লোক সে পরম অনুরাগে।
শ্রীমহাপ্রসাদ লৈয়া চলিলেন আগে॥
নরোত্তম বিদায় করিয়া সর্ব্বজন।
হইলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন॥
নরোত্তম চলিলেন মৃতপ্রায় হৈয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু নরেন্দ্রেতে গিয়া॥
ক্ষেত্র আসিবার কালে দেখে যে ব্রাহ্মণে।
সেই পথে দেখে তাঁরে তাঁর পুত্র সনে।
ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতেই শিরে।
বিপ্র আলিঙ্গন করি কহে ধীরে ধীরে॥
ওহে নরোত্তম মোর প্রাণাধিক তুমি।
অদ্য গৌড়দেশে যাবে শুনিয়াছি আমি॥
সাধিয়া বিশেষ কার্য্য আইলুঁ ত্বরিতে।
জগন্নাথ ইচ্ছায় সে দেখা হৈল পথে॥
নহিলে মনের দুঃখে মরিতুঁ পুড়িয়া।
এত কহি কোলে হৈতে না দেয় ছাড়িয়া
কতক্ষণে বৃদ্ধ বিপ্র ব্যাকুল হিয়ায়।
করি বহু আশীর্ব্বাদ দিলেন বিদায়॥
নরোত্তম সঙ্গে বিপ্র চলে কথো দূর।
ছাড়িতে না পারে দুঃখ বাড়য়ে প্রচুর॥
নরোত্তম তাঁরে কত যত্নে ফিরাইয়া।
চলিলেন শীঘ্র অতি ব্যাকুল হইয়া॥
দুইদিন জাজপুরে করিয়া বিশ্রাম।
কথো দিনে আইলা নৃসিংহপুর গ্রাম॥
দূরে হৈতে গিয়া তেহ শ্যামানন্দে কয়।
ক্ষেত্র হৈতে আইলা শ্রীঠাকুর মহাশয়॥
শুনিতেই শ্যামানন্দ বিহ্বল হইলা।
নিজ গণ সহ শীঘ্র আগুসরি গেলা॥
দোঁহে দোঁহা দেখি অতি অধৈর্য্য হইয়া।
ভাসে নেত্রজলে দুঁহু দোঁহে প্রণমিয়া॥
নরোত্তম শ্যামানন্দে ধরিলেন কোলে।
ছাড়িতে নারয়ে হিয়া আনন্দ উথলে॥
দেখিয়া সকল লোক অদ্ভুত মিলন।
নিবারিতে নারে নেত্রধারা অনুক্ষণ॥
কেহ কহে অহে ভাই কি অদ্ভুত রীত।
জনমিঞা কভু না দেখিলুঁ হেন প্রীত॥
কেহ কহে যে শুনিলুঁ দেখিলু তাহাই।
মনে অভিলাষ যত কব কার ঠাঞি॥

কেহ বলে ওহে ভাই শুনিলুঁ যে হৈতে।
মনে বড় ছিল সাধ বারেক দেখিতে॥
কেহ কহে মো সভার ভাগ্য অতিশয়।
তেঁই এথা প্রাপ্ত শ্রীঠাকুর মহাশয়॥
কেহ কহে হেন ভাগ্য হৈব মো সভার।
আশ্চর্য্য ঠাকুর কি দেখিব একবার॥
কেহ কহে অহে পূর্ণ হৈব অভিলাষ।
দিলেন দর্শন শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস॥
ঐছে কত কহে কার স্থির নহে মন।
ধাওয়া ধাই করে গ্রামবাসী লোকগণ॥
শ্যামানন্দ আনন্দে ঠাকুর মহাশয়ে।
দিলেন নির্জ্জনে বাসা লোক ভিড় ভয়ে॥
তথাপিহ নরোত্তমে করিতে দর্শন।
আইসে অনেক লোক নহে নিবারণ॥
লোকের সুকৃতি কিছু কহা নাহি যায়।
হেন রত্ন পাইল শ্যামানন্দের কৃপায়॥
শ্যামানন্দ কৃপায় এ দেশ ধন্য দেখি।
শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈল মহাসুখী॥
স্নানাদিক ক্রিয়া করি সুস্থির হইয়া।
বসিলেন নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া॥
সময় পাইয়া শ্যামানন্দে যত্ন করি।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে কহে ধীরি ধীরি॥
আচার্য্য ঠাকুর বন-বিষ্ণুপুর হৈতে।
জাজিগ্রাম গেলা এই কথোক দিনেতে॥
গতদিন প্রহরেক দিবস সময়।
আইল তাঁর কৃপাপত্রী দেখ মহাশয়॥
পত্রিকা দর্শনে অতি আনন্দ উথলে।
পঠিতেই পত্রী নেত্রে ভাসে অশ্রুজলে॥
অতিযত্নে পত্রীপাঠ কৈলা মহাশয়।
পুনঃ শ্যামানন্দ প্রেমাবেশে নিবেদয়॥
শ্রীঅম্বিকা হৈতে প্রভু করি অনুগ্রহ।
পাঠাইলা শ্রীমহাপ্রসাদ পত্রী সহ॥
নরোত্তম পত্রী পঠি নেত্রজলে ভাসে।
শ্যামানন্দ ভাগ্য-প্রশংসয়ে প্রেমাবেশে॥
শ্রীমহাপ্রসাদে প্রণমিয়া বারবার।
ভক্ষণ করিতে হৈলে আনন্দ অপার॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ সঙ্গীজনে।
কহিলেন আনহ প্রসাদ এইস্থানে।
শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া।
শ্যামানন্দ মুখে দিলা মহাহর্ষ হৈয়া॥
শ্রীমহাপ্রসাদ মহাযত্নে সেবা করি।
শ্যামানন্দে নরোত্তম কহে ধীরি ধীরি॥
নীলাচলে যে আছেন প্রভু পরিকর।
তাঁ সভারে বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধে নিরন্তর॥
তাঁ সভার যে দশা তা না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র আছয়ে জীবন॥
তোমারে দেখিতে সাধ করেন সকলে।
বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাচলে॥
তথা তাঁ সভার করি চরণ দর্শন।
বিতরহ উৎকলে অমূল্য প্রেমধন॥
কিছুদিন পরে পত্রী দিব পাঠাইয়া।
যাইবে খেতরি গ্রামে নিজগণ লৈয়া॥

ঐছে কত কহি দিন দুই স্থিতি কৈলা।
এ সকল কথা সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত হৈলা॥
বিদায়ের কালে যৈছে হৈলা দুই জন।
তাহা একমুখে কিছু না হয় বর্ণন॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।
একভিতে রহি কান্দে নেত্রে বহে বারি।
শ্রীঠাকুর মহাশয় অতিস্নেহ-ভরে।
আলিঙ্গন করি বহু কৃপা কৈলা তাঁরে॥
শ্রীশ্যামানন্দের পদে যে লৈলা শরণ।
তাঁ সভারে যৈছে স্নেহ না হয় বর্ণন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় পানে চাঞা২।
সকলে ব্যাকুল ভূমে পড়ে লোটাইয়া॥
লইয়া মস্তকে দুই চরণের ধূলি।
মাথে হাত দিয়া সভে কান্দে ফুলি২॥
গৌড়দেশে চলিলা ঠাকুর মহাশয়।
স্থির হৈতে নারে দুই নেত্রে ধারা বয়॥
এথা শ্যামানন্দ কান্দে পড়িয়া ভূমিতে।
করয়ে যতন কত নারে স্থির হৈতে॥
কি অদ্ভুত চেষ্টা কিছু বুঝনে না যায়।
নীলাচলে যাত্রা কৈলা ব্যাকুল হিয়ায়॥
নীলাচলে চলে শ্যামানন্দ প্রেমাবেশে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা গৌড়দেশে।
নীলাচলে যাইতে শ্যামানন্দের যে রীত।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দেখ বিস্তারিত॥
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে চতুর্থো বিলাসঃ।

পঞ্চম বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
গৌড়দেশে প্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ড নামে গ্রাম।
তথা আইলেন নরোত্তম গুণধাম॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের আলয় যাইতে।
নরোত্তমে দেখিয়া গেলেন কেহ পথে।
ঠাকুরের আগে গিয়া কহে ধীরি ধীরি।
আইসে পুরুষ এক অপূর্ব্ব মাধুরী॥
কিবা সে প্রেমের গতি চলে বা না চলে।
চাহিয়া শ্রীখণ্ড পানে ভাসে নেত্রজলে॥

বুঝি নীলাচল হৈতে কৈলা আগমন।
সঙ্গেতে আছয়ে তাঁর লোক চারিজন॥
শুনিয়া ঠাকুর কহে কি আর কহিতে।
নরোত্তম আইলেন নীলাচল হৈতে॥
শ্রীরঘুনন্দন শুনি আগুসারি গেলা।
দূরে হৈতে নরোত্তমে দেখি হর্ষ হৈলা॥
নরোত্তম লোকমুখে পাঞা পরিচয়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহনে না যায়॥
ভূমে পড়ি শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিতে।
ধাইয়া করিলা কোলে না পারে ছাড়িতে
হইল গদগদ কণ্ঠ ধারা দু'নয়নে।
কহিতে নারয়ে কিছু যত উঠে মনে॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীরঘুনন্দন।
নরোত্তমে লৈয়া শীঘ্র করিলা গমন॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের সমীপেতে গিয়া।
প্রণময়ে নরোত্তম ভূমে লোটাইয়া॥
যদ্যপি ঠাকুর দগ্ধ বিচ্ছেদ অগ্নিতে।
তথাপিহ নরোত্তমে দেখি হর্ষ চিতে॥
আইস আইস বলি বাহু পাসরিয়া।
নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে কোলে লৈয়া॥
কি অদ্ভুত স্নেহে বসাইয়া নিজপাশে।
নরোত্তম মুখ চাঞা কহে মৃদুভাসে॥
তোমারে দেখিতে বড় সাধ ছিল মনে।
ভাল কৈলে আইলে শীঘ্র দেখিলুঁ নয়নে
তোমা দ্বারা প্রভু বিলাইব ভক্তিধন।
লইব অনেক লোক তোমার শরণ॥
প্রভু ভাবাবেশ প্রকাশিবে উচ্চগানে।
কেবা না হইব মত্ত তোমার কীর্ত্তনে॥
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি করিবেন প্রভু।
কোনই বিষয়ে চিন্তা না করিবা কভু॥
খেতরি যাইবা শীঘ্র জাজিগ্রাম দিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্য্য আছেন পথ চাঞা॥
এই কথো দিনে আইলা বিষ্ণুপুর হৈতে।
সদাই করেন চিন্তা তোমার নিমিত্তে॥
তোমারে দেখিলে তাঁর চিত্ত স্থির হয়।
কালি এথা আসিয়া গেলেন নিজালয়॥
ঐছে কহি পুছে শ্রীক্ষেত্রের সমাচার।
নরোত্তম নিবেদিলা যে দশা সভার॥
শুনি শ্রীসরকার ঠাকুরের হৈল যাহা।
সহস্রেক মুখে না কহিতে পারি তাহা॥
স্থির হৈয়া আজ্ঞা দিলা শ্রীরঘুনন্দনে।
নরোত্তমে লৈয়া যাহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে॥
শ্রীরঘুনন্দন নরোত্তম করে ধরি।
লৈয়া গেলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে স্থির করি॥
নরোত্তম গৌর-কৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শনে।
ধরিতে নারয়ে হিয়া ধারা দু'নয়নে॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার।
কে ধরে ধৈরয দেখি সে প্রেম-বিকার॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া দেখে নেত্রভরি।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন পূজারী॥
নরোত্তম আইলা শুনি শ্রীখণ্ডনিবাসী।
গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে মিলিলা সভে আসি॥

পরস্পর মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
শত শত মুখেও তা নারি বর্ণিবার॥
নরোত্তম প্রতি সভে মধুর ভাষায়।
কহি কত স্থির করি লইলা বাসায়॥
নরোত্তম বাসাতে বসিয়া সেইক্ষণে।
শ্রীমহাপ্রসাদ দিলা শ্রীরঘুনন্দনে॥
শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া।
শ্রীসরকার ঠাকুরে দিলেন শীঘ্র গিয়া॥
শ্রীমহাপ্রসাদ যত্নে ভুঞ্জিলা ঠাকুর।
পূর্ব্ব সঙরিতে খেদ উপজে প্রচুর॥
দুই নেত্রে ধারা না ধরিতে পারে হিয়া।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস গৌরচন্দ্র গুণ-কৈয়া॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
কহিলেন শ্রীপ্রসাদ দেহ সর্ব্বজনে॥
সভে শ্রীপ্রসাদ দিলা শ্রীরঘুনন্দন।
প্রসাদ সেবনে স্থির নহে কার মন॥
নীলাচলে প্রভুর যে অদ্ভুত বিহার।
সঙরি সভার নেত্রে ধারা অনিবার॥
অনেক যত্নেতে স্থির হৈলা সর্ব্বজন।
নরোত্তমে ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ॥
কৃষ্ণ-কথা রসে দিবানিশি গোঙাইয়া।
নরোত্তম প্রাতঃকালে কৈল প্রাতঃক্রিয়া॥
স্নানাদি করিয়া করি গৌরাঙ্গ দর্শন।
ঠাকুর সমীপে শীঘ্র করিলা গমন॥
সরকার ঠাকুর নরোত্তম মুখ দেখি।
অতি স্নেহ করি কহে জুড়াইল আঁখি॥
পুনঃ আর না দেখিব কহিলা বচন।
হইলা ব্যাকুল যৈছে না হয় বর্ণন॥
নরোত্তম ভূমেতে পড়িয়া বারবার।
লইতে চরণ-ধূলি নেত্রে অশ্রুধার॥
নরোত্তমে ঠাকুর করিয়া আলিঙ্গন।
দিলেন বিদায় করি গৌরাঙ্গ স্মরণ॥
চলিলেন নরোত্তম বিদায় হইয়া।
খণ্ডবাসী পরিকরগণে প্রণমিয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন সঙ্গে গেলা কত দূর।
ছাড়িতে নারয়ে দুঃখ বাঢ়য়ে প্রচুর॥
জাজিগ্রাম যাইতে এক লোক সঙ্গে দিলা
নরোত্তমে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিলা॥
বিদায় করিতে হিয়া বিদরিয়া যায়।
ঘন ঘন নরোত্তম মুখপানে চায়॥
আলিঙ্গন করি রহিলেন স্থির হৈয়া।
নরোত্তম নেত্রজলে ভাসে প্রণমিয়া॥
ব্যাকুল হইয়া জাজিগ্রাম পথে চলে।
যে দেখে সে দশা সে ভাসয়ে প্রেমজলে॥
খণ্ড হৈতে আইলা যে মনুষ্য বিজ্ঞবর।
দূরে হৈতে দেখাইলা আচার্য্যের ঘর॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য আপন ভবনে।
শাস্ত্র অধ্যয়ন করায়েন শিষ্যগণে॥
হেনকালে কেহ গিয়া কহয়ে ত্বরিতে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা ক্ষেত্র হৈতে॥
কেহ কহে কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ নয়নে।
হয়েন অধৈর্য্য চাহি জাজিগ্রাম পানে॥

শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য আগুসরি যাইতে।
নরোত্তম আসি প্রবেশিলা ভবনেতে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহে ভাসে নেত্রজলে
দোঁহার হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র উথলে॥
শ্রীনিবাস বাহু পসারিয়া কোলে লৈতে।
নরোত্তম প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে॥
কে বুঝিব এ দোঁহার অদ্ভুত চরিত।
দেহ মাত্র ভিন্ন ইহা সর্ব্বত্র বিদিত॥
কতক্ষণে দোঁহে স্থির হইয়া বসিলা।
পরস্পর সকল বৃত্তান্ত জানাইলা॥
ক্ষেত্রস্থিত ভক্ত চেষ্টা শুনিলেন যাহা।
নরোত্তমে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন তাহা॥
হেনকালে এক বিপ্র আইলা ক্ষেত্র হৈতে
পরম বৈষ্ণব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে॥
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়িবেন এই আশে।
আত্মনিবেদন কৈলা আচার্য্যের পাশে॥
আচার্য্য ঠাকুর তাঁরে করি শিষ্টাচার।
জিজ্ঞাসিলা শ্রীনীলাচলের সমাচার॥
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস বিপ্র ভাসি নেত্রজলে।
কহেন হইল রত্ন শূন্য নীলাচলে॥
যে দিন আইলা শ্রীঠাকুর নরোত্তম।
পরদিন হৈতে হইল বিষম বিভ্রম॥
ক্রমে ক্রমে প্রায় সভে সংগোপন হৈলা।
শ্যামানন্দ গিয়া দুঃখ সমুদ্রে পড়িলা॥
সে দশা হইল তাঁর না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র রহিল জীবন॥
যে কেহ ছিলেন শ্যামানন্দে প্রবোধিয়া।
করিলা বিদায় দেশে আইলুঁ দেখিয়া॥
রহিতে নারিলুঁ ক্ষেত্রে কি কব বিশেষ।
দিবা রাত্রি চলিলুঁ আসিতে গৌড়দেশ॥
কহিতে কহিতে বিপ্র অধৈর্য্য হইয়া।
কান্দয়ে ক্ষেত্রস্থ ভক্তগণ নাম লৈয়া॥
আচার্য্য ঠাকুর সেই বিপ্রে করি কোলে।
কান্দিয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে॥
কান্দে নরোত্তম অতি ব্যাকুল হিয়ায়।
করয়ে যতেক খেদ কহা নাহি যায়॥
ব্যাস চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণবল্লভাদি যত।
যে দশা সভার তাহা কহিব বা কত॥
কতক্ষণে আচার্য্য ঠাকুর স্থির হৈয়া।
বিপ্রে বাসা দিলা স্থির করি প্রবোধিয়া॥
আচার্য্য ঠাকুর তাঁর হৈয়া প্রেমাধীন।
পাঠের আরম্ভ করাইলা সেই দিন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে লইয়া নিভৃতে।
কহিলা যতেক তাহা কে পারে বুঝিতে॥
রজনী প্রভাত কৈলা প্রভুর কথায়।
প্রাতঃকালে নরোত্তমে করয়ে বিদায়॥
বিদায়ের কালে হৈল যে দশা দোঁহার।
তাহা দেখি নারে কেহ ধৈর্য্য ধরিবার॥
আচার্য্য চাহিয়া নরোত্তম পথপানে।
হইলেন জড় প্রায় ধারা দু'নয়নে॥
ব্যাস চক্রবর্ত্তী আদি কথো দূর গেলা।
নরোত্তম তাঁ সভারে যত্নে ফিরাইলা॥

নরোত্তম চলে নেত্রজলে করি স্নান।
কণ্টক নগরে গেলা ভারতীর স্থান॥
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে।
যে হইলা তাহা বা বর্ণিব কোন জনে॥
শ্রীগদাধরের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি অত্যন্ত অস্থির।
প্রভুর মন্দির হৈতে হইলা বাহির॥
প্রভুর গলার মালা নরোত্তমে দিয়া।
নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥
হইল গদ্‌গদ কণ্ঠ কহে ধীরে ধীরে।
ভালো হৈল আইলে শীঘ্র কণ্টকনগরে॥
তোমার লাগিয়া মোর প্রভু গদাধর।
হইলা ব্যাকুল যৈছে কে বুঝে অন্তর॥
ক্ষণে আত্মবিস্মৃত কহেন বারে বারে।
দেখ দেখ নরোত্তম আইলা কত-দূরে॥
ওহে ভাই যে হইল কহিতে কি আর।
দিনে দিনে বাড়ে দুঃখ সমুদ্র পাথার॥
বিষ্ণু প্রিয়া ঈশ্বরী জীউর অদর্শনে।
নবদ্বীপ হৈতে আসি আছেন নির্জ্জনে॥
না ভায় ভোজন পান খেদ নিরন্তর।
হইল মলিন ক্ষীণ হেম কলেবর॥
নরোত্তম প্রতি ঐছে কহি কত কথা।
লইয়া গেলেন দাস গদাধর যথা॥
ব'সে আছে তেঁহো ধূলি ধূসরিত হৈয়া।
মুদিত নয়নে ধারা বহে বুক বাঞা॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের চারু চরিত্র সঙরি।
ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস বোলয়ে হরি হরি॥
সময় পাইয়া যদুনন্দন কহয়।
ক্ষেত্র হৈতে নরোত্তম আইলা এথায়॥
শুনি নরোত্তম নাম নেত্র প্রকাশিয়া।
দেখে নরোত্তম কান্দে অধৈর্য্য হইয়া॥
বাহু প্রসারিয়া নরোত্তম করি কোলে।
নরোত্তম-অঙ্গ ধৌত কৈলা নেত্রজলে॥
বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধ তথাপিহ হর্ষ হৈয়া।
ছাড়িতে না পারে নরোত্তমে কোলে লৈয়া
নরোত্তম পড়ি গদাধর পদতলে।
ধূইলা দু'খানি পদ নয়নের জলে॥
নরোত্তমে স্থির করি যাহা জিজ্ঞাসিলা।
নরোত্তম ক্রমে সে সকল নিবেদিলা॥
শুনিতে সে সব যৈছে হইল অন্তরে।
তাহা একমুখে কে বর্ণিতে শক্তি ধরে॥
নরোত্তমে কৃপাকরি কহে বারবার।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইব তোমার॥
অবশ্য নাচিব প্রভু তোমার কীর্ত্তনে।
করিবেন প্রেমবৃষ্টি দেখিবে নয়নে॥
খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
বিতরহ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমধন॥
ঐছে কথা কহি মহাবাৎসল্যে বিভোর।
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে প্রেমলোর॥
শ্রীযদুনন্দন আদি যত্নে জানাইয়া।
ভারতীর স্থানে গেলা নরোত্তমে লৈয়া॥

নরোত্তম প্রতি কহে মধুর বচনে।
শ্রীকেশব ভারতী ছিলেন এইস্থানে॥
এই ঠাঞি কৈলা প্রভু মস্তক মুণ্ডন।
ভারতীর স্থানে কৈলা সন্ন্যাসগ্রহণ॥
এত কহিতেই কণ্ঠরুদ্ধ তাঁ সভার।
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে অশ্রুধার॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
মূর্চ্ছা প্রায় গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ সে দশা দেখিয়া।
কে আছে এমন যে ধরিতে পারে হিয়া॥
কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হইল সভার।
দেখয়ে মন্দিরে গৌরচন্দ্রে চমৎকার॥
প্রভু নিজ প্রিয় দুঃখ না পারে সহিতে।
করিলা সভারে স্থির নিজাঙ্গ ভঙ্গীতে॥
নরোত্তম সে দিবস রহিলা তথাই।
হৈলা যে প্রকার তা কহিতে সাধ্য নাই।
প্রভাতে বিদায় হইলেন যে প্রকারে।
কে ধরি ধৈরয তাহা বর্ণিবারে পারে॥
সঘনে সঙরি নিত্যানন্দ বলরাম।
চলিলেন রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রাম॥
গ্রামে প্রবেশিতে নিত্যানন্দ দয়াময়।
বৃদ্ধ বিপ্ররূপে নরোত্তমে জিজ্ঞাসয়॥
কি নাম তোমার আইলে কোথা হৈতে।
কি কার্য্যে যাইবে কোথা স্থিতি কোথাতে।
নরোত্তম কহে মোর নরোত্তম নাম।
ক্ষেত্র হৈতে আইনু এই গ্রামে আছে কাম।
এথা নিত্যানন্দ অবতীর্ণ সে বিদিত।
যার মাতা পিতা পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত॥
তাঁর জন্মস্থান যথা লীলা যে যে স্থানে।
সে সব দেখিতে সাধ করিয়াছি মনে॥
পদ্মাবতী পার গ্রাম খেতরি নামেতে।
তথাই নিবাস তথা যাব এথা হৈতে॥
শুনি নরোত্তমের মধুর মৃদুভাষ।
শুনিয়া হাসে কিছু না করে প্রকাশ॥
নরোত্তম প্রতি কহে সব জানি আমি।
করাব দর্শন মোর সঙ্গে আইস তুমি॥
এই দেখ এথা নিত্যানন্দ সখা সঙ্গে।
ধরি গোপবেশ গোচারণ কৈলা রঙ্গে॥
এথা নিত্যানন্দ হল মুষল লইয়া।
ভ্রমিলেন সভারে অভয় বর দিয়া॥
এই খানে নিত্যানন্দ কৈলা রামলীলা।
সেতুবন্ধ করি এথা লঙ্কা প্রবেশিলা॥
বধিয়া রাবণ সীতা করিলা উদ্ধার।
এই দেখ অযোধ্যায় অশেষ বিহার॥
যৈছে শ্বেতদ্বীপে বলরাম বিসলয়।
তৈছে নিত্যানন্দ এই স্থানে বিহরয়॥
হাড়ো পণ্ডিতের ঘর দেখহ এথায়।
এই স্থানে জন্মিলেন নিত্যানন্দ রায়॥
হামাগুড়ি বেড়াইয়া বাহির প্রাঙ্গণে।
ধরিয়া সর্পের ফণা খেলে এইখানে॥
দেখ এইখানে তাঁর শ্রীচূড়াকরণ।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র ভুবনমোহন॥

এথা বিষ্ণু আরাধিলা করিয়া যতন।
বিষ্ণুর মন্দির এই করহ দর্শন॥
এথাই পরমানন্দে সন্ন্যাসী ভুঞ্জিলা।
হাড়ো ওঝা স্থানে নিত্যানন্দে মাগি লৈলা॥
নিত্যানন্দে লৈয়া সন্ন্যাসী গেল এই পথে।
ধাইলা গ্রামের লোক নিতাই দেখিতে॥
এথা উচ্চৈঃস্বরে সভে করয়ে ক্রন্দন।
নিত্যানন্দে লৈয়া শীঘ্র সন্ন্যাসীর গমন॥
এই খানে নিত্যানন্দচন্দ্রের জননী।
হা পুত্র হা পুত্র বলি লোটায় ধরণী॥
পুত্রগত প্রাণ হাড়ো পণ্ডিত এথায়।
কান্দিয়া বিহ্বল ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
এথা পদ্মাবতী দেবী মূর্চ্ছাপন্ন ছিলা।
হাড়াই পণ্ডিত স্থির হই প্রবোধিলা॥
ওহে নরোত্তম দেখাইলুঁ যে যেস্থান।
দেবের দুর্ল্লভ ইহা জানিবে কে আন॥
এই একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ রায়।
অদ্যাপি বিহরে ভাগ্যবান দেখে তায়॥
ঐছে কহি বিপ্র তথা হৈলা অদর্শন।
না দেখি ব্যাকুল চিত্তে চিন্তে নরোত্তম॥
নরোত্তম কহে মোরে হৈল বজ্রাঘাত।
এইখানে ছিলা কোথা গেলা অকস্মাৎ॥
যদি পুনঃ সে বিপ্রের না পাই দর্শন।
তবে অগ্নি জ্বালি তাহে ত্যজিব জীবন॥
হাহা বিপ্র মোরে ছাড়ি কোথা গেলা বলি।
নরোত্তম ক্রন্দন করয়ে বাহু তুলি॥
দয়ার সমুদ্র নিত্যানন্দ হলধর।
সেই বিপ্ররূপে হৈলা নয়নগোচর॥
বিপ্র হৈলা রামরূপ মাধুর্য্য অশেষ।
শিঙ্গা বেত্রহাতে মাথে চূড়া চারুবেশ॥
বলরাম নিত্যানন্দ হৈলা সেই ক্ষণে।
রূপের উপমা নাই এতিন ভুবনে॥
হাসি নরোত্তম প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
তুমি মোর প্রিয় তোমা নারি ভাঁড়িবারে॥
হইব অচিরে পূর্ণ যত অভিলাষ।
মোরে যে দেখিলে এথা না কর প্রকাশ॥
এত কহি প্রভু তথা হৈল অদর্শন।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে নরোত্তম॥
যে প্রকার হইলা সে দর্শন আবেশে।
সে সব কহিতে মোর মুখে না আইসে॥
সে দিবস একচক্রা গ্রামেতে রহিয়া।
প্রভাতে চলিলা কত কৌতুক দেখিয়া॥
জয় একচক্রানাথ রোহিণী নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ দীন দুঃখীর জীবন॥
ঐছে প্রভু নাম লৈয়া পথে চলি যায়।
মুখ বক্ষঃ ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥
খেতরি যাইতে হৈলা পদ্মাবতী পার।
যে আনন্দ হৈল লোকে না হয় বিস্তার॥
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে পঞ্চমোবিলাসঃ।

ষষ্ঠ বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এদীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
পদ্মাবতী নদী পার হৈয়া মহাশয়।
শুভক্ষণে শ্রীখেতরি গ্রামে প্রবেশয়॥
চতুর্দ্দিকে আসি লোক দেখে নেত্র ভরি।
আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইলা খেতরি॥
শ্রীসন্তোষ আদি শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
যত্নে লই গেলা অতি নির্জ্জন আলয়ে॥
তথাপিহ লোক গতাগতি নাহি অন্ত।
লোক ভিড় দিবারাত্রি প্রহর পর্য্যন্ত॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিশায় নির্জ্জনে।
কৈছে সেবা প্রকাশিব এই চিন্তে মনে॥
নিশাবসনাতে নিদ্রা কৈলা আকর্ষণ।
স্বপ্নছলে কহে কিছু শচীর নন্দন॥
ওহে নরোত্তম তুয়া পথ নিরখিয়া।
পূর্ব্বেই আছিয়ে ধাতু বিগ্রহ হইয়া।
তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ প্রধান।
সকলেই জানে তারে অতি অর্থবান॥
তার ঘরে ধান্যাদির গোলা বহু হয়।
তাহা কেহ যাইতে নারে মহা সর্পভয়॥
তার মধ্যে বৃহৎ গোলায় আছি আমি।
মোচন করিয়া দ্বার শীঘ্র আন তুমি॥
পুনঃ আর বিগ্রহ নির্ম্মাণ কথা কৈয়া।
হৈলা অদর্শন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥
স্বপ্নের বিচ্ছেদে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ব্যগ্র হৈয়া জাগি দেখে রাত্রি দণ্ডদ্বয়॥
শ্রীনাম কীর্ত্তনে রাত্রি প্রভাত করিয়া।
কৈলা শীঘ্র দন্তধাবনাদি স্নান ক্রিয়া॥
অতিহর্ষ হৈয়া কহেন সর্ব্বজনে।
বহুগোষ্ঠী গৃহস্থ কে আছে কোন্ খানে॥
ধান্যাদির গোলা বহু হয় তার ঘরে।
সর্পভয়ে তথা কেহ যাইতে না পারে॥
সকলেই কহে তারে জানিয়া আমরা।
ঠাকুর কহেন তবে চলহ তোমরা॥
তথা মোর আছে অতি গূঢ় প্রয়োজন।
এতকহি মহাশয় করিলা গমন॥
অতিশীঘ্র সেই গৃহস্থের ঘর গেলা।
গোষ্ঠী সহ সে আপনা কৃতার্থ মানিলা॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় চলে গোলাপানে।
সে গৃহস্থ ব্যগ্র হৈয়া পড়িলা চরণে॥
দুই হাত যুড়ি কহে করিয়া ক্রন্দন।
মহাসর্পভয় তথা জানে সর্ব্বজন॥

আইল অনেক ওঝা সর্প খেদাইতে।
সর্পের গর্জ্জনে কেহ নারে স্থির হৈতে॥
বহুদিন হৈল মোরা দিলুঁ পরিচ্ছেদ।
অনেক অর্থের দ্রব্য ইতে পাই খেদ॥
যে হউ সে হউ তথা যাইতে না দিব।
যে কার্য্য থাকয়ে মোরা এথাই সাধিব॥
হাসিয়া কহয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কিছু চিন্তা নাই দূরে যাবে সর্পভয়॥
তোমার গোলাতে আছে অতি প্রয়োজন
দেখিবে সাক্ষাৎ হৈব সফল নয়ন॥
এতকহি চলিলা ঠাকুর মহাশয়।
এথা সর্ব্বলোক ভয়ে হৈলা কম্পময়॥
দেখি শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গমন।
অন্তর্দ্ধান হইলেন মহাসর্পগণ॥
প্রেমাবেশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে।
দেখে নবদ্বীপ চন্দ্র প্রিয়ার সহিতে॥
ঝলমল করে অঙ্গ ভূষিত ভূষণে।
উপমার স্থান না দেখয়ে কোনখানে॥
হস্ত প্রসারিয়া কোলে লৈতে হেন কালে।
চমকি বিদ্যুৎপ্রায় সামাইলা কোলে॥
দেখি সর্ব্বলোকের হৈল চমৎকার।
জয় জয় ধ্বনি করে নেত্রে অশ্রুধার॥

কেহ কার প্রতি কহে দেখিলুঁ আশ্চর্য্য।
মনুষ্যে সম্ভব কভু নহে হেন কার্য্য॥
কেহ কহে ঞিহারে চিনিতে নারে অন্য।
ঞিহার কৃপাতে দেশ হইবেক ধন্য॥
কেহ কহে মো সভার ভাগ্য যদি হয়।
অবশ্য হইব তবে এ পদ আশ্রয়॥
জয় জয় প্রভু নরোত্তম বলি বলি।
নাচিয়া বেড়ায় সে সকলে বাহু তুলি॥
প্রভু লৈয়া মহাশয় বাসায় যাইতে।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক মহাভীড় পথে॥
বাসায় যাইয়া অতি অপূর্ব্ব আসনে।
যত্নে বসাইলা গৌরচন্দ্রে প্রিয়াসনে॥
অনিমিখ নেত্রে শোভা করি নিরীক্ষণ।
হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে সম্বরণ॥
অকস্মাৎ হৃদয়েতে হইল উদয়।
নৃত্য গীত বাদ্য যে সঙ্গীত শাস্ত্রে কয়॥
সেইক্ষণে মহাশয় হস্তে তালি দিয়া।
গায় গৌরচন্দ্র-গুণ নিজ গণে লৈয়া॥
কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি কৈলা মহাশয়।
দেখিতে সে নৃত্য গন্ধর্ব্বের গর্ব্ব ক্ষয়॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাং॥

গন্ধর্ব্ব গর্ব্বক্ষপণ স্বলাস্য, বিস্মাপিতাশেষ কৃতিপ্রজায়।
স্বসৃষ্টগান প্রথিতায় তস্মৈ, নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায়॥

যার পানে বারেক করয়ে কৃপাদৃষ্টি।
সে হয় গায়ক গানে করে প্রেমবৃষ্টি।
অতিনীচ যবন বর্ব্বর দুরাচার।
সেহ মত্ত হৈয়া গায় গৌরাঙ্গ-বিহার॥
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি ব্যাপিল ভুবন।
স্বর্গে রহি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ॥
শুনিতে সে উচ্চগান কেবা ধৈর্য্য ধরে।
আনের কা কথা দারু পাষাণ বিদরে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কহে একি চমৎকার।
অকস্মাৎ ঐছে গীত কে কৈল প্রচার॥
দেবলোকে দুর্ল্লভ এ গীতের বিধান।
নৃত্য গীত বাদ্য কি হইল মূর্ত্তিমান॥
কেহ কহে চৈতন্যভক্তের কি অসাধ্য।
চৈতন্যভক্ত সর্ব্বদেবের আরাধ্য॥
ঐছে কহি মনুষ্যের বেশেতে আসিয়া।
নরোত্তম চরণে পড়য়ে লোটাইয়া॥
হৈল যে প্রকার তাহা কে পারে বর্ণিতে।
কতক্ষণে সবে স্থির হইলা যত্নেতে॥
সেই দিন বলরাম আদি কত জন।
ঠাকুরের স্থানে কৈলা শ্রীমন্ত্র গ্রহণ॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ সেই দিন হৈতে।
আর যে যে রঙ্গ তাহা না পারি বর্ণিতে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে॥
বলরাম বিপ্র আদি শিষ্য কত জনে।
নিযুক্ত করিলা গৌর বিগ্রহ সেবনে॥
স্বপ্নাদেশে আর পঞ্চ সেবা প্রকাশিয়া।
চিন্তাযুক্ত আচার্য্যের সংবাদ না পাঞা॥
মহাশয় বিচার করয়ে মনে মনে।
তাঁর আজ্ঞা নাই লোক পাঠাব কেমনে॥
এবে কি উপায় করি বহুদিন হৈল।
জাজিগ্রাম হৈতে এথা কেহ না আইল॥
এইরূপ বিচারিতে উদ্বিগ্ন হইলা।
হেনকালে জাজিগ্রাম হৈতে লোক আইল॥
তাঁরে দেখি হর্ষ শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বসাইয়া আসনে কুশল জিজ্ঞাসয়॥
তেঁহো কহে সকল মঙ্গল কহি ক্রমে।
তোমা লাগি সতত ব্যাকুল জাজিগ্রামে॥
শ্রীখণ্ড কণ্টক নগরেতে প্রায় স্থিতি।
মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপাঞ্চলে গতাগতি॥
একদিন আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে গেলা।
শ্রীসরকার ঠাকুর অনেক প্রবোধিলা॥
পুনঃ করে ধরি আজ্ঞা দেই বারেবারে।
বিবাহ করিতে বাপু হইব তোমারে॥
পুন পুনর্ব্বার আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়।
করিলা বিবাহ শুনি হৈলা হর্ষোদয়॥
করিলা বিবাহ ঐছি শ্রীজাজি গ্রামেতে।
তথা আইসে বহু বিদ্যাবন্ত শিষ্য হৈতে॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নন্দন।
রামচন্দ্র নাম সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
তাঁরে শিষ্য করিলেন একথা শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে॥

পুন কহে ঐছে বহু-জনে শিষ্য কৈলা।
গোস্বামীর গ্রন্থ সর্ব্বত্রেই প্রচারিলা॥
শ্রীবৃন্দাবনেতে পাঠাইলা সমাচার।
পত্রী লৈয়া মনুষ্য আইলা তথাকার॥
শ্রীজীব গোস্বামী পুনঃ গ্রন্থ পাঠাইলা।
তাহা শীঘ্র সর্ব্বত্রেই প্রচার করিলা।
আইল সংবাদপত্রী নবদ্বীপ হৈতে।
দর্শন হৈলা বহু ভক্ত নদীয়াতে।
শান্তিপুর আদি যে যে স্থানে প্রভুগণ॥
বিচ্ছেদাগ্নি দাহে প্রায় হৈলা অদর্শন॥
শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীদাস গদাধর।
অদর্শন হৈতে দগ্ধ আচার্য্য অন্তর॥
আচার্য্যের যে দশা তা কহনে না যায়।
হইল আচার্য্য দেহ ধারণ সংশয়।
পশু পাখী কান্দয়ে সে ক্রন্দন শুনিতে।
তিলার্দ্ধেক আচার্য্য না পারে সম্বরিতে।
কারে কিছু না কহিয়া প্রভাতে চলিলা।
অতি অল্পদিনে বৃন্দাবনে প্রবেশিলা॥
আচার্য্যে দেখিয়া হর্ষ গোস্বামী সকল।
নির্জ্জনে বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল॥
গ্রন্থ লৈয়া গেলা যৈছে যৈছে প্রচারিলা।
আদ্যোপান্ত আচার্য্য সকল নিবেদিলা॥
প্রভু পরিকরের কহিতে অদর্শন।
ব্যাকুল হইয়া সভে করিলা ক্রন্দন॥
সভে স্থির হৈয়া বুঝি আচার্য্য অন্তর।
আচার্য্যে প্রবোধ বাক্য কহিলা বিস্তর॥

এইরূপ দিন চারি পাঁচ গোঙাইতে।
রামচন্দ্র সেন গিয়া মিলিলা তথাতে॥
পাইলেন সভে রামচন্দ্র পরিচয়।
যাঁহার দৌহিত্র হন যাঁহার তনয়॥
মহানৈয়ায়িক কবি ব্রজে ব্যক্ত হৈলা।
কবিরাজ খ্যাতি শ্রীগোস্বামী সভে দিলা॥
আচার্য্যের বিবাহ হইল যে প্রকারে।
তাহা শুনিলেন সভে কবিরাজ দ্বারে॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি অতি যত্ন পাঞা।
করিলা বিদায় কিছু গ্রন্থ সমর্পিয়া॥
দিলেন সঙ্গেতে ব্রজবাসী চারিজন।
আচার্য্য চলিলা করি অনেক ক্রন্দন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট লোকনাথ আদি করি।
হইলা ব্যাকুল আচার্য্যের পথ হেরি॥
অতি শীঘ্র গৌড়দেশ আইলা ঠাকুর।
রাজারে সুস্থির কৈলা গিয়া বিষ্ণুপুর।
জাজিগ্রাম আসিবেন এসব শুনিঞা।
আইনু একাকী সর্ব্ব সংবাদ লইয়া॥
এত কহিতেই আসি আর একজন।
দিলেন আচার্য্যের স্বহস্ত লিখন।
পত্রীপাঠ করিতে ঠাকুর মহাশয়।
হইলা অস্থির তবু পত্রিকার্থ কয়॥
শ্রীআচার্য্য গৃহ হৈতে নিজগণ লৈয়া।
দুই শিষ্য কৈলা আসি কাঞ্চনগড়িয়া॥
দ্বিজ হরিদাস প্রভু পার্ষদ প্রধান।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ দুই পুত্র তান॥

দুই ভাই শিষ্য হৈলা পিতার নিদেশে।
পরম পণ্ডিত মত্ত সঙ্কীর্ত্তন-রসে।
তথা হৈতে দোঁহে আইলা আনন্দ অন্তরে।
আচার্য্য ঠাকুর কালি আইলা বুধরে॥
আজু মোর সুপ্রভাত এতেক কহিয়া।
শ্রীগৌরমন্দিরে গেলা দুইজনে লৈয়া॥
বলরাম পূজারী প্রভৃতি যে যে তথা।
সভারে কহিলা সংক্ষেপেতে সব কথা॥
বলরাম পূজারী পরমানন্দ মনে॥
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইলা দুইজনে॥
এথা মহাশয় চলিলেন দেখিবার।
মহা-মহোৎসব আয়োজনের ভাণ্ডার॥
দেখিয়া প্রস্তুত অতি উল্লাস হিয়ায়।
যার যেই কার্য্য তারে নিয়োজিলা তায়॥
দেবীদাস গোকুল গৌরাঙ্গে লৈয়া সাথে।
চলিলা বুধরি গ্রামে রজনী প্রভাতে।
গ্রামে প্রবেশিতে লোক দেখি হৃষ্ট হৈয়া।
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরে কহিলা শীঘ্র গিয়া॥
আচার্য্য ঠাকুর মহা আনন্দ হৃদয়।
বাটীর বাহিরে দেখে আইলা মহাশয়॥
মহাশয় ভূমে পড়ি প্রণাম করিতে।
কোলে লৈয়া আচার্য্য নারয়ে স্থির হৈতে॥
উথলিল প্রেমের সমুদ্র অতিশয়।
দেখিতেই হৈল সর্ব্বলোকের বিস্ময়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে আচার্য্য আপনে।
মিলাইল রামচন্দ্রাদিক সর্ব্বজনে॥
হইল মিলন কৈছে প্রেমনেন্দ ভরে।
কিছু বিস্তারিলুঁ গ্রন্থ ভক্তি-রত্নাকরে॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
কহেন বৃত্তান্ত সব নির্জ্জন আলয়ে॥
রামচন্দ্র দিকে শিষ্য কৈলা যে প্রকারে।
বিবাহ করিয়া যৈছে গেলা ব্রজপুরে।
রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তাঁর হইল যেমনে॥
যেরূপে আইলা গৌড়দেশে বিষ্ণুপুরে।
জাজিগ্রাম হৈতে যৈছে আইলা বুধরে॥
কবিরাজ খ্যাতি যৈছে দিলেন গোবিন্দে
কহিলা এসব কথা মনের আনন্দে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে জিজ্ঞাসে মঙ্গল।
ক্রমে ক্রমে মহাশয় কহেন সকল॥
শ্রীসন্তোষ রায় আদি শিষ্য যে প্রকারে।
ভক্তিদেবী কৃপা যৈছে করিলা সভারে॥
শ্রীগৌর বিগ্রহ প্রাপ্তে যে রঙ্গ হইল।
আর পঞ্চ বিগ্রহ নির্ম্মাণ যৈছে কৈল॥
শ্রীমহোৎসবের যৈছে হৈল আয়োজন।
শ্রীমন্দির যৈছে সিংহাসনের গঠন॥
এত কহি কহে পত্রী পাইলুঁ যেইক্ষণে
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উৎসব কৈলুঁ মনে
আচার্য্য কহেন সেই দিন স্থির হৈল।
এত কহি নিমন্ত্রণ-পত্রী লেখাইল॥
শ্রীগৌরমণ্ডলে ভক্তালয় যথা যথা।
নিমন্ত্রণ-পত্রী পাঠাইলা তথা তথা॥

উৎকলে মনুষ্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা।
শ্যামানন্দে এ সকল বৃত্তান্ত লিখিলা॥
সর্ব্বত্রে লিখন পাঠাইলা হর্ষমনে।
না জানি কি মহাশয়ে কহিলা নির্জ্জনে॥
কৃষ্ণ-কথা-রসে অতি বিহ্বল হৈয়া।
নরোত্তমে দিলা রামচন্দ্রে সমর্পিয়া॥
এ দুইজনের তনু প্রাণ মন এক।
দেখিতেই ভিন্ন প্রেমমূর্ত্তি পরতেক॥
শ্রীআচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র রীত।
দুই এক দিবসেই হইল বিদিত॥
কেহ কহে এ তিন মনুষ্য কভু নয়।
জীবের নিস্তার হেতু তিনের উদয়॥
কেহ কহে অহে ভাই তিনের দর্শনে।
এক বস্তু তিন এই হয় মোর মনে॥
কেহ কহে মোর মনে উপজয়ে যাহা।
ব্যক্ত করি কাহুকে নারি তাহা॥
ঐছে কত কথা লোক কহে পরস্পরে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে॥
আচার্য্য শ্রীমহাশয়ে রাখি দিন চারি।
বিদায় করিলা আগে যাইতে খেতরি॥
রামচন্দ্র আদি প্রিয়গণ সঙ্গে দিলা।
খেতরি যাইয়া সভে গৌরাঙ্গে দেখিলা॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গুণের নিধান।
ব্যাস আচার্য্যাদি সভে মহা বিদ্যাবান॥
সকলের হৈল মহা আনন্দ হৃদয়।
দেখি প্রভু সেবার সম্পত্তি অতিশয়॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রে লৈয়া।
দিলেন সভারে বাসা নির্জ্জন দেখিয়া॥
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি সর্ব্বজন।
আচার্য্যের পথপানে করে নিরীক্ষণ॥
এথা শ্রীআচার্য্য কত জনে শিষ্য করি।
গোবিন্দাদি সঙ্গে শীঘ্র গেলেন খেতরি॥
কি অদ্ভুত শোভা হৈল গ্রামে প্রবেশিতে
আইলা বৈষ্ণব সব আগুসরি লৈতে॥
উথলিল প্রেমানন্দ সভার হিয়ায়।
আচার্য্য লইয়া আইলা অপূর্ব্ব বাসায়॥
বাসা হৈতে আচার্য্য ঠাকুরগণ সনে।
অতি শীঘ্র গেলা শ্রীগৌরাঙ্গ দরশনে॥
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখি গৌররায়।
হইলা বিহ্বল নেত্রজলে ভাসি যায়॥
আর পঞ্চ বিগ্রহ করিয়া দরশন।
হৈল প্রেমাবেশে যৈছে না হয় বর্ণন॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রিয়গণ সনে।
দেখিলাম সামগ্রী সব প্রস্তুত ভবনে॥
গণসহ বাসা আসি চিন্তে অনুক্ষণ।
শ্যামানন্দ গমনে বিলম্ব কি কারণ॥
হেনকালে কেহ আসি কহে আচম্বিতে।
শ্যামানন্দ আইলেন উৎকল হৈতে॥
শুনি আচার্য্যের হৈল আনন্দ হৃদয়।
গণসহ আগুসারি গেলা মহাশয়॥
হেনকালে শ্যামানন্দ নিজগণ সনে।
আসি প্রবেশিলা শীঘ্র আচার্য্য ভবনে॥

শ্যামানন্দ আচার্য্যের করিয়া দর্শন।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ঝরে দু'নয়ন॥
আচার্য্য ঠাকুর স্নেহে নারে স্থির হৈতে।
ধরি কৈলা কোলে শ্যামানন্দ প্রণমিতে॥
নয়নের জল শ্যামানন্দে সিক্ত কৈলা।
দেখি প্রেমাবেশে সভে অধৈর্য্য হৈলা॥
আচার্য্য চাহিয়া শ্যামানন্দ মুখপানে।
জিজ্ঞাসি কুশল স্থির হৈলা কতক্ষণে॥
নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে প্রেমাবেশে।
হৈলা যে রূপ তাহা কহিতে না আইসে।
শ্রীশ্যামানন্দেরে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
করাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে পরিচয়॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি কবিরাজ খ্যাতি॥
চট্টরাজ রাজকৃষ্ণ মুকুন্দাদিসনে।
মিলনে যে আনন্দ বর্ণিব কোন জনে॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি।
সভে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি॥
পরস্পর মিলনে যে স্নেহ ভক্তিরীতি।
যে দেখিলা সে আপনা মানয়ে সুকৃতি॥
রামচন্দ্র সহ নরোত্তম মহাশয়।
শ্যামানন্দে লৈয়া গেলা অপূর্ব্ব আলয়॥
তথা বাসা দিয়া অতি মনের উল্লাসে।
রসিকানন্দের প্রতি কহে স্নেহাবেশে।
ওহে বাপু সকল করিবে সমাধান।
কোনমতে কার যেন নহে অসম্মান॥

শুনিয়া রসিকানন্দ করযোড় করি।
আপনা কৃতার্থ মানি রহে মৌন ধরি॥
রসিকানন্দের চেষ্টা দেখি মহাশয়।
হইলেন হৃষ্ট যৈছে কহিলে না হয়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সনে।
গেলেন শ্রীআচার্য্য ঠাকুর যেই স্থানে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজে দিলা পাঠাইয়া।
তেঁহো আইলা শ্যামানন্দ পাশে হৃষ্ট হৈয়া॥
শ্যামানন্দ মহান্ত পরমানন্দ মনে।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর দরশনে॥
দেখিয়া মধুর মূর্ত্তি নেত্রে ধারা বয়।
বারবার ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক শোভা অতি মনোহর।
প্রেমের আবেশেতে অবশ কলেবর॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীগোবিন্দে কন।
আর পঞ্চ বিগ্রহ করাহ দরশন॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাহা দেখাইতে।
শ্যামানন্দ হৈলা যৈছে না পারি বর্ণিতে॥
উৎসবের সামগ্রী আছয়ে যে যে স্থানে।
তাহা দেখাইলা দেখি মহাহৃষ্ট মনে॥
এথা শ্রীরসিকানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম।
শ্রীকিশোর আদি সভে সর্ব্বাংশে উত্তম॥
যে সব সামগ্রী আনিলেন দেশে হৈতে।
তাহা রাখাইলা গৌরাঙ্গের ভাণ্ডারেতে॥
সঙ্গে বহু লোক তাঁ সভারে বহু পাঞা।
দিলা সে উচিত দ্রব্য বাসা নিয়োজিয়া॥

এইরূপে নানা স্থানে করে সমাধান।
শ্যামানন্দ শিষ্য সভে বৈষ্ণবের প্রাণ॥
এথা শ্যামানন্দ গেলা আচার্য্য যথায়।
হইলেন মগ্ন গৌর-কৃষ্ণের কথায়॥
সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া।
প্রাতঃকালে সভে সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া॥
স্নানাদি করিয়া সভে চিন্তে মনে মনে।
শ্রীজাহ্নবাদেবীর বিলম্ব হৈল কেনে॥
হেনকালে এক বিপ্র কহে যত্ন করি।
পদ্মাবতী পার হৈলা জাহ্নবা ঈশ্বরী॥
শুনিতেই সভে প্রেমানন্দে পূর্ণ হৈলা।
পদ্মাবতী তীর পথে আগুসরি গেলা॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব করে ধাওয়া ধাই।
সবে কহে আইলা শ্রীজাহ্নবা প্রেমময়ী॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সঙ্গের একজন।
তেঁহো আইসে জানাইতে ঈশ্বরী গমন॥
দেখি আচার্য্যের গতি অতি হর্ষচিতে।
ঈশ্বরী গমন কহে প্রণমি ভূমেতে॥
তাঁরে প্রণমিয়া শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
জিজ্ঞাসে বিশেষ তেঁহো বিবরিয়া কয়॥
এথাকার সমাচার পাঞা পত্রদ্বারে।
হৈলা উৎকণ্ঠিত সভে এথা আসিবারে॥
তথায় ছিলেন কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
সূর্য্যদাস সরখেল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁর।
শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর॥
মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর॥
কমলাকর পিপলাই শ্রীজীব পণ্ডিত।
মাধব আচার্য্য যাঁর চেষ্টা সুবিদিত॥
নৃসিংহ চৈতন্য দাস কানাঞি শঙ্কর।
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবন বিজ্ঞবর॥
শ্রীমীনকেতন রামদাস মহাশয়।
নকড়ি শ্রীবলরাম আদি প্রেমময়॥
সভে নিবেদিলা দুই ঈশ্বরী চরণে।
খেতরি যাইতে কৈছে ইচ্ছা হয় মনে॥
শুনি হর্ষ হৈয়া কহে জাহ্নবী ঈশ্বরী।
বিলম্বে কি কার্য্য তথা চল শীঘ্র করি॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
করিলা গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস॥
খড়দহ হৈতে ঈশ্বরীর যাত্রা দিনে।
দূর হৈতে বৈষ্ণব আইলা দরশনে।
কহিলা ঈশ্বরী এথা যাত্রা সমাচার।
শুনিতেই উৎকণ্ঠা জন্মিল সভাকার॥
সভে নিজ নিজ বাসা গিয়া শীঘ্র আইলা।
এ হেতু বিলম্ব হৈল পুনঃ যাত্রা কৈলা॥
হইল আকাশবাণী যাত্রার সময়।
সে অতি আশ্চর্য্য তাহা শুন মহাশয়॥
পরম গভীর নাদে কহে বারবার।
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রিয় যে আমার॥
নিজগণ সহ ভক্তি দানেতে প্রবীণ।
নিরন্তর আমি সে দোঁহার প্রেমাধীন॥
খেতরি গ্রামেতে গণসহ সঙ্কীর্ত্তনে।
করিব নর্ত্তন দেখিবেক সর্ব্বজনে॥

মোর প্রেম প্রভাবে মাতিব সর্ব্বলোক।
না রহিব কাহার কোনই দুঃখ শোক ॥
সর্ব্বসিদ্ধি হৈব তথা তোমার গমনে।
সভে চাহি আছয়ে তোমার পথপানে ॥
খেতরি হইতে তুমি যাবে বৃন্দাবন।
তথা হইতে আসি বিতরিবে ভক্তিধন ॥
শুনি ঈশ্বরী চিত্তে হৈল চমৎকার।
স্থির হৈতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
খড়দহ গ্রামেতে যতেক বিজ্ঞগণ।
অন্যত্র হৈতে যে যে কৈলা আগমন ॥
সভে শুনি মত্ত হৈলা মনের উল্লাসে।
নিবারিতে নারে নেত্র অশ্রুজলে ভাসে ॥
শ্রীজাহ্নবা গৌর নিত্যানন্দে সঙরিয়া।
সেইক্ষণে গমন করয়ে সভা লৈয়া ॥
শ্রীবসুদেবীরে কথা কহিয়া নির্জ্জনে।
গঙ্গা বীরচন্দ্রে স্থির করিলা যতনে।
সভে সর্ব্বপ্রকার করিয়া সাবধান।
কথোদূর নৌকাপথে করিলা পয়ান ॥
চলিতেই এই ধ্বনি হৈল দেশ ভরি।
খেতরি হইয়া ব্রজে যাবেন ঈশ্বরী ॥
কথোদূরে গিয়া নৌকা হইতে নাবিলা।
ভাগ্যবন্ত প্রিয় বণিকের ঘর গেলা।
দিবানিশি মত্ত তাঁরা নিত্যানন্দ গুণে।
উথলিল প্রেমানন্দ ঈশ্বরী দর্শনে ॥
শ্রীঈশ্বরী করি সভা প্রতি অনুগ্রহ।
সে দিবস তথাই রহিল গণসহ ॥

রঘুনাথ খঞ্জ ভগবানের নন্দন।
জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম ॥
তেঁহো আসি ঈশ্বরীকে তথাই মিলিলা।
অতি প্রাতে উঠি সভে অম্বিকা আইলা ॥
শ্রীহৃদয়-চৈতন্য যাইয়া কথোদূরে।
সভা সহ ঈশ্বরীরে আনিলেন ঘরে ॥
নিতাই চৈতন্য চান্দে করিয়া দর্শন।
হৈল যে প্রকার তাহা না হয় বর্ণন ॥
ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন কতক্ষণে।
ভক্ষণাদি ক্রিয়া সারিলেন সেইখানে ॥
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী হৃদয়-চৈতন্যেরে।
কহিলেন সকল প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে ॥
শুনি শ্রীহৃদয়ানন্দ আনন্দিত হৈলা।
যাইতে খেতরি গ্রাম মনঃস্থির কৈলা ॥
শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস।
হেনকালে গণসহ আইলা প্রভুপাশ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর চরণ দর্শনে।
আপনা মানয়ে ধন্য ধারা দুনয়নে ॥
বারে বারে ভূমিতে পড়িয়া প্রণমিলা।
ঈশ্বরী আজ্ঞায় স্থির হইয়া বসিলা ॥
মনের উল্লাসে তাঁরে কহিলা সকল।
শুনিতেই হৈলা আঁখি আনন্দে বিহ্বল ॥
শ্রীচৈতন্য দাস আদি স্থির কৈলা মনে।
খেতরি যাইব শ্রীউৎসব দরশনে ॥
মনের উল্লাসে সভে প্রস্তুত হইলা।
শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুরে জানাইলা ॥

শান্তিপুর হইতে আইলা একজন।
তেঁহো নিবদয়ে তথাকার বিবরণ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত তনয়।
বিচ্ছেদে জর্জর দেহ ধারণ সংশয়॥
শ্রীসীতামাতার আজ্ঞা করিতে পালন।
খেতরি যাইতে হৈবে প্রভাতে গমন॥
শুনি ঈশ্বরীর অতি আনন্দ বাড়িল।
তাঁর দ্বারে শীঘ্র সব কহি পাঠাইল॥
সভাসহ শ্রীজাহ্নবা পণ্ডিত আবাসে।
গোঙাইলা রাত্রি অতি মনের উল্লাসে॥
প্রভাতেই শ্রীমঙ্গল আরতি দেখিলা।
নিতাই চৈতন্যপদে আত্ম সমর্পিলা।
শ্রীসেবা নিযুক্ত সভে সাবধানে করি।
সভাসহ নবদ্বীপে চলিলা ঈশ্বরী॥
দূরে হৈতে শ্রীনবদ্বীপের পানে চাঞা।
দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে বুক বাঞা।
সঙরি সে সব নবদ্বীপের নিবাস।
অনলের শিখা প্রায় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
হইল অবশ অঙ্গ ব্যাকুল হিয়ায়।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায়॥
নবদ্বীপে যে যে ছিলা প্রভু প্রিয়গণ।
শুনিলা শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আগমন॥
মনের উল্লাসে সভে আইলা আগুসরি।
দূরে দেখি দোলা হৈতে নামিলা ঈশ্বরী॥
ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া সর্ব্বজনে।
আপনার ভাগ্য-শ্লাঘা করয়ে আপনে॥

আজি সুপ্রভাত বিধি কৈল্য মো সভার।
ঐছে কহি নিকটে প্রণমে বারবার॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী কৈলা যে হইল মনে।
আশ্চর্য্য প্রেমের গতি বুঝে কোন্ জনে॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে আইলা প্রিয়গণ।
যথা যোগ্য সভাসহ হইল মিলন॥
মিলনের কালে ধৈর্য্য গেল সভাকার।
কেহ কার পদধূলি লয়ে বারবার॥
প্রেমাবেশে কেহ কার ধরিয়া গলায়।
সঙরি প্রভুর লীলা কান্দে উচ্চরায়॥
কি অদ্ভুত প্রেমের মহিমা কেবা জানে।
প্রভু প্রিয়গণ স্থির হৈলা কতক্ষণে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি।
যত্নে কহে শ্রীমাধব আচার্য্যাদি প্রতি॥
এথা গঙ্গাস্নান হয় এই মোর মনে।
শুনি এই বাক্য হর্ষ হৈলা সর্ব্বজনে॥
সকলেই গঙ্গাস্নান করেন তথাই।
নবদ্বীপে শ্রীপতি গেলেন ধাওয়া-ধাই॥
বিবিধ সামগ্রী শীঘ্র লইয়া আইলা।
এথা সবে স্নানাদিক ক্রিয়া সমাধিলা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
সভে ভুঞ্জাইলা কিছু ভুঞ্জিলা আপনে॥
নবদ্বীপ মধ্যে প্রবেশিলা শীঘ্র করি।
শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে আইলা ঈশ্বরী॥
তথাতে আইলা প্রভু অদ্বৈত নন্দন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম ভুবন পাবন॥

অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপাল প্রেমময়।
শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস মহাশয়॥
বনমালীদাস আদি অতি বিজ্ঞগণ।
পরস্পর হৈল মহা আশ্চর্য্য মিলন॥
উথলিল প্রেমের সমুদ্র অতিশয়।
একমুখে সে সব কহিতে সাধ্য নয়॥
শ্রীমতী ঈশ্বরী অতি নির্জ্জনে আনন্দে।
জানাইলা সব কথা শ্রীঅচ্যুতানন্দে॥
শুনি প্রেমাবেশে প্রভু অদ্বৈত কুমার।
হই অতি অধৈর্য্য গর্জ্জয় অনিবার॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি সভে জানাইতে।
হইল সভার মন উৎসব দেখিতে॥
খেতরি গমন কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিলা।
শ্রীবাস-ভবনে সভে একত্র হইলা॥
সে দিবস সেইখানে সভার ভোজন।
যে আনন্দ হৈল তাহা না হল বর্ণন॥
নবদ্বীপবাসী লোক ধায় চারিপাশে।
হইল অত্যন্ত ভীড় শ্রীবাস আবাসে॥
প্রভু পার্ষদের শুভ-দর্শন পাইয়া।
জুড়াইল দারুণ দুঃখাগ্নি দগ্ধ হিয়া॥
কথো রাত্রি রহি সব লোক গৃহে গেলা।
এথা প্রভুগণ সভে শয়ন করিলা॥
প্রভাতে উঠিয়া সভে চলিলা সত্বরে।
আইলা আকাই হাটে কৃষ্ণদাস ঘরে॥
পরম গায়ক কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে।
আপনা মানয়ে ধন্য আনি নিজাবাসে॥
ভক্ষণ সামগ্রী অতি শীঘ্রতে করিয়া।
খেতরি যাইতে রহে প্রস্তুত হইয়া॥
প্রভাতে উঠিয়া সভে আনন্দ অন্তরে।
অতিশীঘ্র আইলেন কণ্টকনগরে॥
প্রথমেই কৃষ্ণদাস ঠাকুর আসিয়া।
শ্রীযদুনন্দনে সব কহে বিবরিয়া॥
শ্রবণ মাত্রেতে মহা উল্লাস অন্তরে।
আগুসরি গিয়া শীঘ্র আনিলেন ঘরে॥
তথা আইলা শ্রীরঘুনন্দন গণ সাথ।
শিবানন্দ সহ আইলা বিপ্র বাণীনাথ॥
বল্লভ চৈতন্যদাস ভাগবতাচার্য্য।
নর্ত্তক গোপাল জিতা মিশ্র বিপ্রাচার্য্য॥
রঘুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিত উদ্ধব।
শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র মঙ্গল বৈষ্ণব॥
আইলেন ঐছে বহু প্রভু প্রিয়গণ।
পরস্পর হৈল অতি অদ্ভুত মিলন॥
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ শোভা দেখি।
হইয়া বিহ্বল সভে জুড়াইলা আঁখি॥
গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা যথা।
কান্দিতে কান্দিতে সভে চলিলেন তথা॥
স্থান দৃষ্টি মাত্রে হৈলা যে দশা সভার।
সে সব কহিতে মুখে না আইসে আমার॥
কতক্ষণে স্থির হইলেন সর্ব্বজন।
করিলেন শীঘ্র সভে গঙ্গাবগাহন।
এথা যদুনন্দনাদি অতি যত্ন করি।
বিবিধ মিষ্টান্ন সাজাইলা পাত্র ভরি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রে সমর্পিয়া থরে থরে।
পৃথক পৃথক থুইলেন বাসা ঘরে॥
এথা স্নানাদিক ক্রিয়া সভে সমাধিলা।
শ্রীমহাপ্রসাদ অতি যত্নেতে ভুঞ্জিলা॥
সে দিবস শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে॥
করিলা রন্ধন শীঘ্র বিবিধ প্রকার।
শুনিতে সভার মনে হৈল চমৎকার॥
শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রে ভোগ কৈলা সমর্পণ।
পরম আনন্দে প্রভু করিলা ভোজন॥
কতক্ষণ পরে যত্নে ভোগ সরাইয়া।
ভুঞ্জাইলা সভারে পরম যত্ন পাঞা॥
অমৃত সমান সব দিতে কি তুলনা।
যে ভুঞ্জিল সে আনন্দে পাসরে আপনা॥
শ্রীঈশ্বরী করিলেন প্রসাদ সেবন।
সর্ব্ব মহান্তের হৈল আনন্দিত মন॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী আদি যত।
ভুঞ্জিলেন পশ্চাতে করিয়া যত্ন কত॥
শ্রীমহাপ্রসাদাস্বাদে যে লইল মনে।
কহিতে নারয়ে অশ্রুধারা দু'নয়নে॥
নিজ ইষ্টদাস গদাধরে সঙরিয়া।
কতক্ষণে স্থির হৈলা নিভৃতে বসিয়া॥
খেতরি যাইতে অতি উৎকণ্ঠিত মন।
করিলেন তথা যাইবার আয়োজন॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা পরিচারকেরে।
করিলেন সাবধান সকল প্রকারে॥
হইল সন্ধ্যা সময় সকল সাধিতে।
আইলা সর্ব্ব মহান্ত গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণেতে॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের করি আরতি দর্শন।
করিলেন কতক্ষণ শ্রীনাম কীর্ত্তন॥
গোঙাইল রাত্রি সবে কৃষ্ণকথা-রসে।
হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা মনের উল্লাসে॥
রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্রে প্রণমিঞা।
আইলেন ঐছে পথে সভা সম্বোধিয়া॥
অদ্য শীঘ্র পদ্মাবতী হইলেন পার।
আমা পাঠাইলা শীঘ্র দিতে সমাচার॥
শুনি এ প্রসঙ্গ সব আচার্য্য ঠাকুর।
হইলেন যৈছে তাহা বচনের দূর॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ আদি।
হইল সভার মনে আনন্দ অবধি॥
যাইতে দেখয়ে নেত্র আগে বিদ্যমান।
আইসেন সভে তেজ সূর্য্যের সমান॥
নিরখিতে নেত্রের নিমিখ গেল দূরে।
হইল অবশ অঙ্গ চলিতে না পারে॥
এ সভার দশা দেখি জাহ্নবা ঈশ্বরী।
নাবিলেন দোলা হৈতে প্রভুরে সঙরি॥
শ্রীঅচ্যুত আদি কথোজন যানে ছিলা।
মনের উল্লাসে শীঘ্র ভূমেতে নাবিলা॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি ভাসি প্রেমজলে।
লোটাইয়া পড়ে ঈশ্বরীর পদতলে॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী নারয়ে স্থির হৈতে।
যৈছে অনুগ্রহ কৈলা কে পারে কহিতে॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি প্রভু-প্রিয়গণ।
ক্রমে ক্রমে তাঁ সভার বন্দিলা চরণ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য আদি পানে নিরখিয়া।
শ্রীঅচ্যুতানন্দাদি ধরিতে নারে হিয়া ॥
কেহ শ্রীনিবাসে কোলে করিয়া কান্দয়ে।
কেহ নরোত্তমে বারবার আলিঙ্গয়ে ॥
কেহ না ছাড়য়ে রামচন্দ্রে করি কোলে।
কেহ শ্রীগোকুলানন্দে সিঞ্চে নেত্রজলে ॥
কেহ বাহু পসারিয়া ধরয়ে শ্রীদাসে।
কেহ শ্যামানন্দ মহাবাৎসল্য প্রকাশে ॥
কেহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মুখ চাঞা।
আলিঙ্গিতে নেত্রধারা বহে বুক বাঞা ॥
ঐছে প্রেমগতি অতি অদ্ভুত মিলন।
দেখিতে আপনা ধন্য মানে দেবগণ ॥
গ্রামে প্রবেশিতে লোক চতুর্দ্দিকে ধায়।
ডুবিল খেতরি গ্রাম আনন্দ বন্যায় ॥
আচার্য্য ঠাকুর যত্নে নিবেদি সভারে।
লৈয়া গেলা পৃথক পৃথক বাসাঘরে ॥
গণসহ ঈশ্বরীর বাসা হৈল যথা।
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা তথা ॥
রঘুনাথ আচার্য্য আদির বাসাঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপূরে ॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের বাসা যেইখানে।
তথা শ্যামানন্দে সমর্পিলা সাবধানে ॥
শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে ॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায় ॥
শ্রীরঘুনন্দনগণ সহ যে বাসাতে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে ॥
বিপ্র বাণীনাথ জিতামিশ্রাদিক ঘরে।
সমর্পিল রামকৃষ্ণ কুমুদ আদিরে ॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বাসাস্থানে।
নিয়োজিলা যত্নে কবিরাজ ভগবানে ॥
আর যে যে বৈষ্ণবগণের বাসা যথা।
সমর্পিলা শ্রীগোপীরমণ আদি তথা ॥
সর্ব্বত্রে যাইয়া সভে করি পরিহার।
পৃথক পৃথক করি দিলেন ভাণ্ডার ॥
তথা বহু দ্রব্য তার লেখা নাই দিতে।
সদা পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-চৈতন্য ইচ্ছাতে ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর ঠকুর মহাশয়।
প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বত্র ভ্রময় ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে মহান্তের আগমন।
ইহার শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলসে ষষ্ঠোবিলাসঃ।

সপ্তম বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এদীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে মহামহোৎসব প্রথা।
সর্ব্বদেশ সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই কথা॥
কেহ কার প্রতি কহে মহানন্দ মনে।
ওহে ভাই কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ নয়নে॥
ধরণী মণ্ডলে ধন্য শ্রীখেতরি গ্রাম।
কি অদ্ভুত শোভা যেন আনন্দের ধাম॥
কি নারী পুরুষ বাল-বৃদ্ধ তথাকার।
বৈষ্ণব দর্শনে নেত্রে ধারা অনিবার॥
অন্য বহু বৈষ্ণব আইলা খেতরিতে।
আপনা পাসরি তারা ধায় চারিভিতে॥
কেহ কহে সে মাধুরী করিয়া দর্শন।
বিধাতার প্রতি মাগে অসংখ্য নয়ন॥
কেহ কহে তাঁ সভার তেজ সূর্য্য সম।
বিনাশয়ে জীবের দারুণ তাপ তম॥
কেহ কহে তাঁ সভার দর্শন কৃপায়।
যে না কহে কৃষ্ণ সেহ কৃষ্ণগুণ গায়॥
কেহ কহে তাঁ সভার অদ্ভুত রীত।
পতিত দুঃখীর প্রতি অতিশয় প্রীত॥

কেহ কহে শ্রীসন্তোষরাজা ভাগ্যবান্।
কি অপূর্ব্ব তাঁ সভার কৈলা বাসাস্থান॥
কেহ কহে মহা-মহোৎসব আয়োজনে।
সদাই উল্লাসে রাজা নিজগণ সনে॥
কেহ কহে করিলেন যে সব সম্ভার।
তাহা কহিবারে সাধ্য না হয় আমার॥
কেহ কহে লোকরীত মঙ্গলবিধান।
সে সব করেন রাজা হৈয়া সাবধান॥
কেহ কহে ফাল্গুনের শুক্লাপঞ্চমীতে।
কহিলা বাদকগণে বাদ্য আরম্ভিতে॥
কেহ কহে বাদ্যধ্বনি ভেদিল গগন।
গায়কেতে গান করে নর্ত্তকে নর্ত্তন॥
কেহ কহে রাজা আজ্ঞা দিলা মালীগণে।
নানা পুষ্প আনি হার করিতে যতনে॥
কেহ কহে রাজা বহু লোকে সাবহিতে।
আজ্ঞা করিলেন চারুচন্দন ঘষিতে॥
কেহ কহে সে মহাশয়ের আজ্ঞা পাঞা।
অভিষেক দ্রব্য সজ্জা কৈলা হর্ষ হৈয়া॥
কালি শ্রীপূর্ণিমা দিবা অপূর্ব্ব সময়।
শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে করিব বিজয়॥
কেহ কহে ওহে ভাই কহিতে না পারি।
সকল ছাড়িয়া শীঘ্র যাইব খেতরি॥

কেহ মৌন ধরিয়া কহয়ে এই হৈল।
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেশ ধন্য কৈল॥
এদেশের লোক দস্যু কর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা ধর্ম্ম বা কেমন।
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে যময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায়॥
সভে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্যমাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥
ওহে ভাই কৈল ইথে সুদৃঢ় বিচার।
নরোত্তম করিব এসভার উদ্ধার॥
জয় নরোত্তম জয় নরোত্তম বলি।
নেত্রে ধারা বহে নৃত্য করে বাহু তুলি॥
লইয়া বিবিধ দ্রব্য মহাকুতূহলে।
শ্রীখেতরি গ্রামে শীঘ্র আইসে সকলে॥
ঐছে বহু গ্রাম হৈতে আইসে বহু লোক।
খেতরি প্রবেশ মাত্রে ভুলে সব শোক॥
এথা সর্ব্বলোকে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে সব দুঃখ বিনাশয়॥
ঐছে সভে সমাধিয়া মনের উল্লাসে।
সন্ধ্যাকালে কহে কিছু আচার্য্যের পাশে॥
বহু খোল করতাল নির্ম্মাণ হৈয়া।
আসিয়াছে বারেক দেখুন তথা গিয়া॥
শ্রীআচার্য্য চলিলেন অতিহর্ষ হৈয়া।
গৌরাঙ্গ গোকুল দেবীদাসে সঙ্গে লৈয়া॥
তথা গিয়া দেখি সব খোল করতাল।
প্রেমাবেশে আচার্য্য কহেন ভাল ভাল॥
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত করিয়া সঙরণ।
খোল করতাল পূজা কৈলা সেইক্ষণ।
সভাসহ চলিলেন শ্রীঈশ্বরী যথা।
ক্রমে নিবেদিলা সব অভিষেক কথা॥
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া কৈলা সর্ব্বত্রে গমন।
অভিষেক কথা সভে কৈলা নিবেদন॥
শুনিয়া সভার মনে আনন্দ বাড়িল।
শ্রীচৈতন্য কথা-রসে রাত্রি গোঙাইল॥
কিছু নিদ্রা গেলে হৈল রজনীবিহীন॥
সভে প্রাতঃক্রিয়া করি সারিলেন স্নান॥
এথা শ্রীআচার্য্য শ্রীঠাকুর মহাশয়।
লইয়া অপূর্ব্ব বস্ত্র গেলা সর্ব্বালয়॥
সকল মহান্ত মহান্তের সঙ্গে যত।
সভে বস্ত্র পরান আগ্রহ করি কত॥
এথা শ্রীসন্তোষ রায় মহাহর্ষ মনে।
দেখে চন্দ্রাতপ কৈছে শোভয়ে প্রাঙ্গণে॥
শ্রীমন্দির অঙ্গন অত্যন্ত বিস্তারিত।
হইয়াছে সর্ব্বপ্রকারেতে সুশোভিত।
চন্দ্রাতপ-তলে অতি অপূর্ব্ব আসন।
যাহাঁতে বসিলা আসি শ্রীমহান্তগণ॥
বসিবেন শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী যেখানে।
সে অতি গোপন স্থান সভা সন্নিধানে॥

স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল ফলাদি পুষ্প আম্রশাখা।
জলে পূর্ণ কলস শোভয়ে স্থানে স্থানে॥
এসব দেখিয়া গেলা আচার্য্য যেখানে।
নিবেদিলা সকল সুসজ্জ হৈল তথা।
শুনিয়া আচার্য্য গেলা শ্রীঈশ্বরী যথা॥
তাঁরে নিবেদিতে তেঁহো করিলা গমন।
বসিলেন গিয়া যথা স্থান সঙ্গোপন।
শ্রীআচার্য্য সর্ব্ব মহান্তেরে নিবেদিতে।
সভে গিয়া বসিলা প্রাঙ্গণে আসনেতে॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা জিনি চন্দ্রগণ।
পরস্পর বাক্য-সুধা করে বরিষণ॥
সভে অনুমতি দিলা আচার্য্য ঠাকুরে।
শ্রীবিগ্রহ গণাভিষেকাদি করিবারে।
শ্রীআচার্য্য ঈশ্বরী আদির আজ্ঞা পাঞা।
চলিলেন অতি দীন প্রায় প্রণমিঞা॥
শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ আনাইলা।
দেখিয়া আচার্য্য শোভা বিহ্বল হইলা॥
লক্ষ্মী বিষ্ণু-প্রিয়া সহ নবদ্বীপ চান্দে।
ধরিয়া হিয়ায় গুণ সঙরিয়া কান্দে॥
কে বুঝিতে পারে এই আচার্য্য অন্তর।
কতক্ষণে স্থির হইলেন বিজ্ঞবর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল।
অভিষেক কালে সব নাম স্পষ্ট হৈল॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ॥
বসিলেন ঐছে শ্রীবিগ্রহ সিংহাসনে।
হইল আশ্চর্য্য শোভা প্রাণপ্রিয়া সনে॥
বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর।
দেখিয়া আচার্য্য মহা আনন্দ অন্তর॥
পূজা সমাধিয়া শীঘ্র আরতি করিল।
পৃথক পৃথক করি ভোগ সমর্পিলা॥
সে সকল সামগ্রী পরম চমৎকার।
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার॥
পরম আনন্দে ভুঞ্জিলেন প্রভুগণ।
ভোগ সরাইলা যত্নে রহি কতক্ষণ॥
ভোগের প্রসাদিস্থান ধুই শীঘ্র করি।
শ্রীমালাচন্দন সমর্পয়ে পাত্র ভরি॥
চন্দন সহিত মালা প্রভুগণে দিলা।
করিয়া বিভাগ কথো পৃথক রাখিলা॥
পৃথক পৃথক পাত্রে শ্রীমালা চন্দন।
সর্ব্ব মহান্তের আগে কৈলা সমর্পণ॥
সভে পরস্পর প্রেমাবেশে উল্লাসিত।
শ্রীমালা চন্দনে সভে হৈলা বিভূষিত॥
শ্রীবিগ্রহ ছয় করি একত্রে দর্শন।
জয় জয় ধ্বনি করিলেন সর্ব্বজন॥
বাজয়ে বিবিধ বাদ্য হৈল কোলাহল।
যেন জগতের দূরে গেল অমঙ্গল॥
এথা শ্রীঠাকুর মহাশয় সর্ব্বজন।
অনুমতি দিলা আরম্ভিতে সঙ্কীর্ত্তন॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবীদাসে॥
দেবীদাস গায়ক বাদকগণ লৈয়া।
আইসেন গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে হৃষ্ট হৈয়া॥
বল্লভ গৌরাঙ্গ গোকুলাদি প্রিয়গণ।
তাঁ সভার শোভা সভার হরে মন॥
এ সভা লইয়া ঠাকুর মহাশয়।
দাঁড়াইলা প্রাঙ্গণে পরম তেজোময়॥
পুলকে বেষ্টিত অঙ্গ লাবনী সুন্দর।
কনক কেতকী জিনি কান্তি মনোহর॥
উন্নত নাসিকা দীর্ঘ কমল নয়ন।
কন্দর্পের দর্প দূরে দেখি সে বদন॥
জিনিয়া কুঞ্জর কর মঞ্জু ভুজদ্বয়।
দেখি বুক্ষের শোভা কেবা ধৈর্য্য হয়॥
ঝলকে তিলক কিবা সুচারু কপালে।
ঝলমল করে কণ্ঠ তুলসীর মালে।
রুচির চরণ জানু মধ্য কি মধুর।
নিরখিতে নয়নের তাপ যায় দূর॥
পরম আশ্চর্য্য শোভা কহনে না যায়।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে কি উল্লাস হিয়ায়॥
গণসহ নিতাই অদ্বৈত গোরাচান্দে।
সঙরি উথলে প্রেম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
সর্ব্ব মহান্তের ভূমে পড়ি প্রণমিঞা।
করয়ে আলাপ করে করতাল লৈয়া॥
মন্দ মন্দ হাস্তে দন্তদ্যুতি মনোহর।
স্বেদাশ্রু পূর্ণিত অতি আনন্দ অন্তর॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাং।

সংকীর্ত্তনানন্দজ মন্দহাস্য, দন্তদ্যুতিদ্যো তিতদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধার স্নপিতায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়॥

দেবীদাসাদিকে পূর্ব্বে শক্তি সঞ্চারিলা।
এবে নিদেশিতে গীত বাদ্যে মত্ত হৈলা॥
করয়ে মর্দ্দল বাস্থ অতি রসায়ন।
করতালালাপ বাস্থে হৈল সম্মিলন॥
শ্রীরঘুনন্দন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
মত্ত সিংহপ্রায় গর্জ্জি গৌরাঙ্গ সঙরে॥
আচার্য্য আনিয়া দিতে শ্রীমালা চন্দন।
খোল করতাল স্পর্শাইলা সেইক্ষণ॥
শ্রীরঘুনন্দন আত্ম-বিস্মরিত প্রেমে।
স্বহস্তে চন্দন মাখায়েন নরোত্তমে॥
মালা পরাইয়া কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
ঐছে সবাকারে দিলা শ্রীমালাচন্দন॥
প্রণমিয়া সভে রঘুনন্দনের পায়।
আপনা মানয়ে ধন্য মনের ইচ্ছায়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস তালপাট আরম্ভয়ে।
প্রথমেই মন্দ মন্দ বাদ্য প্রকাশয়ে॥

তদুপরি নব্য নব্য বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে।
অমৃত অঙ্কুর যৈছে বাড়ে ঘনে ঘনে।।
অশ্রুত অদ্ভুত বাদ্য শুনি দেবগণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সহ ব্যাপিলা গগন।।
পুষ্পবৃষ্টি করে অতি অধৈর্য্য হইয়া।
অভিলাষ সাধয়ে মনুষ্যে মিশাইয়া।।
এথা সর্ব্বমহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে।।
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ।
এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিলুঁ।।
নরোত্তম কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাড়ে অনিবার।।
কি অদ্ভুত ভঙ্গী সব প্রকাশয়ে গানে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কি ইহার ভেদ জানে।।
নবদ্বীপচন্দ্র প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
এই হেতু পূর্ব্বে বুঝি কৈলা আকর্ষণ।।
হইয়া অধীন প্রভু নরোত্তম-প্রেমে।
গীতবাদ্য ভাণ্ডার সঁপিলা নরোত্তমে।।
এতকহি নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
উন্মত্ত হইয়া সবে করেন নর্ত্তন।।
কি অদ্ভুত আনন্দাশ্রু সভার নয়নে।
ঝলমল করে অঙ্গ শ্রীমালাচন্দনে।।
নরোত্তম মত্ত হৈয়া গৌর গুণগায়।
গণসহ অধৈর্য্য হইলা গৌররায়।।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
মুরারি স্বরূপ হরিদাস বক্রেশ্বর।।
জগদীশ গৌরীদাস আদি সভা লৈয়া।
হৈলা সর্ব্ব নয়ন গোচর হর্ষ হৈয়া।।
সভে আত্ম-বিস্মরিত হৈলা সেই কালে।
যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতূহলে।।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি করয়ে নর্ত্তন।
তাঁ সভা লইয়া নাচে শচীর নন্দন।।
নিত্যানন্দ প্রভু মহা মনের উল্লাসে।
করেন নর্ত্তন প্রিয় নরোত্তম পাশে।।
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নাচে মহামত্ত হৈয়া।
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি সভে লৈয়া।।
নাচয়ে পণ্ডিত গদাধর প্রেমোল্লাসে।
শ্রীনিবাস আচার্য্য লৈয়া প্রভু পাশে।।
ঐছে মহারঙ্গে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস।
শ্রীগুপ্তমুরারি শ্রীস্বরূপ হরিদাস।।
শ্রীমান পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
বাসুদেব দত্ত শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর।।
গদাধর দাস শ্রীমকুন্দ নরহরি।
গৌরীদাস পণ্ডিত নকুল ব্রহ্মচারী।।
জগদীশ সূর্য্যদাস আচার্য্য নন্দন।
শ্রীনাথ মহেশ যদু শ্রীমধুসূদন।।
গোবিন্দ মাধব বাসুরায় রামানন্দ।
শ্রীবিজয় ধনঞ্জয় দত্ত শ্রীমুকুন্দ।।
সনাতন রূপ রঘুনাথ কাশীশ্বর।
নাচয়ে অসংখ্য শ্রীপ্রভুর পরিকর।।
নৃত্যভঙ্গী ভুবন মাদকমোদ ভরে।
চরণ চালনে মহী টলমল করে।।

প্রকটাপ্রকট দুই হৈলা এক ঠাঞি।
কি অদ্ভুত নৃত্যাবেশে দেহ স্মৃতি নাই॥
পরম মাদক বাদ্যে উল্লাসয়ে হিয়া।
করয়ে হুঙ্কার সভে করতালি দিয়া॥
গীত-সুধাপানে কে ধরিতে পারে অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে নানা ভাবের তরঙ্গ॥
নবদ্বীপচন্দ্র চতুর্দ্দিকে করি দৃষ্টি।
দেবের দুর্ল্লভ প্রেমামৃত করে বৃষ্টি॥
মাতিল অসংখ্য লোক ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি চতুর্দ্দিকে কান্দে॥
প্রভু যে কহিলা নরোত্তমে স্বপ্নচ্ছলে।
তাহা প্রবেশিলা সভে হৈয়া কুতূহলে॥
কে বুঝে প্রভুর এই অলৌকিক লীলা।
যৈছে প্রকটিলা তৈছে অন্তর্দ্ধান হৈলা॥
প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈতে হৈল চমৎকার।
সে আবেশে অন্তর্দ্ধান হৈল সভাকার॥
যদ্যপি এসব বিজ্ঞ ভুলিলা সকল।
করয়ে বিলাপ হৈয়া বিচ্ছেদে বিহ্বল॥
হায় হায় কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ এখনি।
কোথা গেলা গৌর নিত্যানন্দ গুণমণি॥
কোথা গেলা অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
কোথা মুরারি হরিদাস বক্রেশ্বর॥
কোথা নরহরি গৌরীদাস প্রভুগণ।
ঐছে নাম লৈয়া সবে করেন ক্রন্দন॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধৈরজ নাহি বান্ধে।
দেখা দিয়া কোথা গেলা ইহা বলি কান্দে॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি যত প্রিয়গণ।
কান্দিয়া কহয়ে একি দেখিলুঁ স্বপন॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু অদর্শনে।
অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে সেইক্ষণে॥
হায় হায় কি হইল বলিয়া কান্দয়।
সে ক্রন্দন শুনি দারু পাষাণ গলয়॥
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি চারিভিতে।
কে ধরে ধৈর্য্য এ সভার ক্রন্দনেতে॥
কান্দে লক্ষ লক্ষ লোক লোচনের জলে।
নদীর প্রবাহ প্রায় ধারা মহীতলে॥
পরিহাস হেতু যে পাষণ্ডীগণ আইলা।
ফিরিল সভার মন কান্দি ব্যগ্র হৈলা॥
ছাড়িতে না পারে কেহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণ।
সে দশা সভার তাহা না হয় বর্ণন॥
বিপ্র বাণীনাথ আদি মূর্চ্ছাপন্ন ছিলা।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া স্থির হৈলা॥
ঐছে সভে স্থির হৈয়া প্রভু ইচ্ছামতে।
দেখি শ্রীনিবাসাচার্য্য লোটায় ভূমেতে॥
নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ।
শ্রীদাস শ্রীশ্যামানন্দ গোকুল গোবিন্দ॥
শ্রীরসিকানন্দ দেবীদাসাদি সকলে।
মূর্চ্ছাপন্ন হই পড়ি আছেন ভূতলে॥
সর্ব্ব মহান্তের চেষ্টামতে এ সভার।
হইল চেতন ধৈর্য্য নারে ধরিবার॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সম্বরি ক্রন্দন।
করে কত খেদ শ্রীআচার্য্য নরোত্তম॥

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মধুর মৃদুভাষে।
কহয়ে নির্জ্জনে নরোত্তম শ্রীনিবাসে॥
শুনিতে এ খেদ বিদরয়ে মোর হিয়া।
সম্বরহ খেদ প্রভু আজ্ঞা সঙরিয়া॥
ফাগুখেলা আরম্ভের এইত সময়।
শুনি স্মৃতি হৈতে হৈলা আনন্দ হৃদয়॥
প্রণমিঞা শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী চরণে।
সভাসহ গেলা সর্ব্ব মহান্তের স্থানে॥
গণসহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ে।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি সভে প্রবোধয়ে॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরগণের সহিতে।
তোমা সভাকার প্রেমাধীন সর্ব্বমতে॥
জন্মে জন্মে তোমরা সে প্রভুর কিঙ্কর।
সদা তোমাদের তেঁহো নয়ন গোচর॥
যে আনন্দ পাইলুঁ তোমা সভার কীর্ত্তনে।
জন্মে জন্মে মোর সভার রহে যেন মনে॥
ইহা বলি আলিঙ্গন করয়ে সভারে।
ভাসে নেত্রজলে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম আদি যত জন।
প্রেমাবেশে বন্দিলেন সভার চরণ॥
পরস্পর যে আনন্দ হৈল সে সময়।
তাহা একমুখে কি কহিতে সাধ্য হয়॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
সকল মহান্ত প্রতি যত্নে নিবেদয়॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ফাগু করি সমর্পণ।
ফাগুক্রীড়া করহ লইয়া সর্ব্বজন॥

শুনিতেই সভার হইল হর্ষ হিয়া।
হেনকালে শ্রীসন্তোষ আইলা ফাগু লৈয়া॥
বিবিধ প্রকার ফাগু সুগন্ধি সুন্দর।
পৃথক পৃথক পাত্রে শোভে মনোহর॥
আইল যতেক ফাগু লেখা নাহি তার।
ফাগুময় সর্ব্বত্র দেখিতে চমৎকার॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রে লৈয়া।
শ্রীঈশ্বরী আগে ফাগু দিলা সাজাইয়া॥
ফাগু লৈয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন ঈশ্বরী।
প্রভু অঙ্গে ফাগু দিয়া দেখে নেত্র ভরি॥
হইয়া অধৈর্য্য পুনঃ আসিয়া নির্জ্জনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ধারা দুনয়নে॥
এথা শ্রীঅচ্যুত রঘুনন্দন শ্রীনিধি।
কাশীনাথ হৃদয় চৈতন্য যদু আদি॥
সকল মহান্ত ফাগু লইয়া উল্লাসে।
গৌরাঙ্গ অঙ্গেতে দিয়া হাসে প্রেমাবেশে॥
কেহ রাধাকান্তে শ্রীবল্লবী কান্তে দিয়া।
ব্রজের বিলাস কহে মহাহর্ষ হৈয়া॥
কেহ রাধা সহ কৃষ্ণে ফাগু দেই রঙ্গে।
কেহ ফাগু দেন ব্রজমোহনের অঙ্গে॥
কেহ রাধারমণের অঙ্গে ফাগু দিতে।
হইলা অধৈর্য্য চারু শোভা নিরখিতে॥
এইরূপে ফাগু প্রভুগণে সমর্পিয়া।
পরস্পর খেলে ফাগু বিহ্বল হইয়া॥
কেহ হোলি যাত্রা পদ্য পড়য়ে উচ্ছায়।
কেহ নবদ্বীপ বৃন্দাবন লীলা গায়॥

কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে।
কেহ হস্তে লৈয়া ফাগু ধায় কার পাছে ॥
আত্ম বিস্মরিত সভে হৈয়া মত্ত প্রায়।
কেহ কারে ধরি ফাগু দেন সর্ব্ব গায় ॥
লক্ষ লক্ষ লোক ফাগু খেলে চারি পাশ।
উড়য়ে ঊর্দ্ধেতে ফাগু ঝাঁপায়ে আকাশ ॥
দেবতা মনুষ্যগণে হৈল এক মেলা।
জগতে উপমা নাই ঐছে ফাগু খেলা ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি মনের উল্লাসে।
ফাগুতে ভূষিত হৈয়া ফিরে চারি পাশে ॥
হইল অদ্ভুত ফাগু খেলা কতক্ষণ।
কাহার শকতি ইহা করিতে বর্ণন ॥
সকল মহান্ত স্থির হৈতে সন্ধ্যা হৈল।
প্রভুর আরতি দেখি নেত্র জুড়াইল ॥
কতক্ষণ মত্ত হৈয়া শ্রীনাম কীর্ত্তনে।
সভে পুনঃ বসিলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥
প্রভু জন্মতিথি অভিষেকাদি বিধান।
করিলেন আচার্য্য হইয়া সাবধান ॥
সকল মহান্ত অতি আনন্দ অন্তরে।
গৌরাঙ্গের জন্ম-গীত গায় মৃদুস্বরে ॥
বাজে ঝাঁজ মৃদঙ্গ পরম রসায়ন।
কেহ কেহ করে নৃত্য ভুবন-মোহন ॥
গীত নৃত্য বাদ্যের উপমা নাহি দিতে।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥
ঐছে প্রেমাবেশে সভে রাত্রি গোঙাইলা।
রজনী প্রভাতে সভে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ॥

এথা শ্রীজাহ্নবী দেবী অতি উষাকালে।
প্রাতঃক্রিয়া সারি স্নান কৈলা উষ্ণজলে ॥
করিয়া আহ্নিক ক্রিয়া মনের উল্লাসে।
গেলেন রন্ধন ঘরে লৈয়া শ্রীনিবাসে ॥
রন্ধন সামগ্রী সব প্রস্তুত দেখিয়া।
আচার্য্যের প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
কহিব তোমারে নানা দ্রব্য আনাইতে।
এ হেতু তোমারে লৈয়া আইলুঁ এথাতে ॥
এত শীঘ্র এথা সব প্রস্তুত করিলা।
করিব রন্ধন ঐছে কি রূপে জানিলা ॥
এত কহি পাদপীঠে বসিয়া ঈশ্বরী।
করয়ে রন্ধন সর্ব্বমতে যত্ন করি ॥
পরিচারকের চারু চাতুর্য্য দেখিয়া।
প্রশংসয়ে সভারে পরম হর্ষ হৈয়া ॥
ঈশ্বরীর পাকক্রিয়া অলৌকিক হয়।
লিখিতে নারয়ে কেহ কৈছে সমাধয় ॥
বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন শীঘ্র পাক কৈলা।
অপূর্ব্ব থালিতে অন্ন যত্নে নামাইলা ॥
নানা ব্যঞ্জনাদি বহু পাত্রে পূর্ণ করি।
ভোগ লাগাইতে ত্বরা হইলা ঈশ্বরী ॥
পৃথক পৃথক ভোগ শোভা নিরখিয়া।
প্রভুরে অর্পেণ ভোগ মহাহর্ষ হৈয়া ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীরাধামোহন।
রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহন ॥
বিবিধ কৌতুকে সভে ভুঞ্জে হর্ষ হৈয়া।
অপূর্ব্ব সুস্বাদু সব দ্রব্য প্রশংসিয়া ॥

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে কৌতুক দেখিতে।
হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে॥
লোকরীত প্রায় শীঘ্র আবরণ করি।
মন্দির হইতে বাহির হইলা ঈশ্বরী॥
ভোজন কৌতুক এথা সমাধান হৈতে।
লোকরীত প্রায় গেলা ভোগ সরাইতে॥
আচমন দিয়া কৈল তাম্বূল অর্পণ।
হৈল যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন॥
এথা সর্ব্ব মহান্ত স্নানাদি ক্রিয়া কৈলা।
প্রসাদি সামগ্রী লৈয়া আচার্য্য আইলা॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আদি অতি রসায়ন।
পরম আনন্দে ভুঞ্জিলেন সর্ব্বজন॥
আচার্য্য ঠাকুর সর্ব্বত্রেই নিবেদিল।
রাজভোগ আরতির সময় হইল॥
শুনি সভে চলিলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল পরমানন্দ আরতি দর্শনে॥
পূজারী আরতি করি আনন্দ অন্তরে।
দিলেন প্রসাদি মালা তুলসী সভারে॥
অপূর্ব্ব পুষ্পের মালা সভার গলায়।
দেখিয়া সকল লোক নয়ন জুড়ায়॥
এথা চারু শয্যা সজ্জ করি স্থানে স্থানে।
পূজারী শয়ন করাইলা প্রভুগণে॥
অপূর্ব্ব বসন যত্নে ওঢ়াইয়া গায়।
চাপিয়া চরণ চারু চামর ঢুলায়॥
ঐছে সেবা করি শীঘ্র বাহিরে আসিয়া।
প্রণমিলা ভুমিতে কপাট দ্বারে দিয়া॥

করিয়া প্রার্থনা কত চলিলা পূজারী।
সেবা পরিপাটি যৈছে বর্ণিতে না পারি॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য কহে সর্ব্বজনে।
করিব ভোজন এই প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
শ্রীনিবাস অঙ্গনের ধূলি নিবারিলা।
মণ্ডলী বন্ধনে সর্ব্ব মহান্ত বসিলা॥
কদলীর পত্র সভে কহে আনাইতে।
আইল অপূর্ব্ব পত্র সভার ইচ্ছাতে॥
কেহ পরিবেশে পত্র অতি যত্ন করি।
কেহ সুবাসিত জল দেন পাত্র ভরি॥
কেহ ঘৃত দধি দুগ্ধ পাত্র লৈয়া আইসে।
কেহ পত্র খণ্ডতে লবণ পরিবেশে॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে মণ্ডলী দেখিতে।
যে হইল মনে তাহা কে পারে কহিতে॥
শীঘ্র অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেন থরে থরে।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সৌগন্ধিতে চিত্ত হরে॥
শাকাদি ব্যঞ্জন ভাজা লেখা নাই তার।
সূপ অম্বলাদি ক্ষীর অনেক প্রকার॥
করয়ে ভোজন সভে উল্লাস হিয়ায়।
সে শোভা দেখিতে প্রাণ নয়ন জুড়ায়॥
ভুঞ্জিয়া আনন্দ সভে করি আচমন।
পরস্পর কহে হৈল অত্যন্ত ভোজন॥
অচ্যুতানন্দ আদি কহে ধীরি ধীরি।
কিরূপে ভুঞ্জিলুঁ এত বুঝিতে না পারি॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি বাণীনাথ আদি কয়।
ঈশ্বরী প্রভাবে এত ভুঞ্জিলুঁ নিশ্চয়॥

শ্রীরঘুনন্দন আদি কহে বারবার।
যে সুখে ভুঞ্জিলুঁ ঐছে না হইবে আর॥
এত কহিতেই সভে ভাসে নেত্রজলে।
অনেক যত্নেতে ধৈর্য্য করিলা সকলে॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ঈশ্বরী নিকটে গিয়া যত্নে নিবেদয়॥
হৈল বহু শ্রম এবে বসিয়া নির্জ্জনে।
ভুঞ্জেন প্রসাদ এই মো সভার মনে॥
ঈশ্বরী কহেন মোর বড় সাধ আছে।
তোমা সভা ভুঞ্জাই ভুঞ্জিব তব পাছে॥
সকলে লইয়া শীঘ্র প্রাঙ্গণে বৈসহ।
আমার শপথ ইথে যদি কিছু কহ॥
শুনিয়া আচার্য্য শীঘ্র লৈল সর্ব্বজনে।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
পূর্ব্বমত পত্রাদি দেখিয়া হর্ষচিতে।
ঈশ্বরী করেন পরিবেশন ক্রমেতে॥
ভুঞ্জায়েন সভারে পরম স্নেহ করি।
ভুঞ্জে সভে সুখে প্রভু চরিত্র সঙরি॥
পাইয়া পরম স্বাদু মনের উল্লাসে।
কেহ কার প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
দেবের দুর্ল্লভ এই শ্রীহস্তের পাক।
জনমিয়া কভু না খাইলুঁ ঐছে শাক॥
ঐছে নানা ব্যঞ্জন ভুঞ্জয়ে প্রসংশিয়া।
আপনা মানয়ে ধন্য মহাহর্ষ হৈয়া॥
এথা রঘুনন্দনাদি বিহ্বল স্নেহেতে।
দেখিয়া ভোজন শোভা গেলেন বাসাতে॥

ভোজন সমাধি উঠিলেন শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ উদাস॥
রামকৃষ্ণ কুমুদ গোকুলানন্দ ব্যাস।
শ্যামানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ দেবীদাস॥
ভগবান নৃসিংহ গোকুল কর্ণপুর।
কিশোর রসিকানন্দ গৌরাঙ্গ ঠাকুর॥
শ্রীগোপীরমণ আদি করি আচমন।
প্রসাদি তাম্বুল সভে করিলা ভক্ষণ॥
শ্রীঈশ্বরী সমীপে আচার্য্য শীঘ্র গিয়া।
নির্জ্জনে ভোজন স্থান কৈল যত্ন পাঞা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
লইয়া সকল দ্রব্য বসিলা ভোজনে॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দে লৈয়া।
ভুঞ্জায়েন অনেক লোকেরে যত্ন পাঞা॥
পূজারী শ্রীবলরাম আদি কত জন।
সর্ব্বশেষে এ সভার হইল ভোজন॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভোজন সমাধিয়া।
কৈলা উষ্ণজলে স্নান নিভৃতে আসিয়া॥
ঈশ্বরীর পরিচারিকা যে বিপ্র নারী।
সূক্ষ্ম বসনেতে অঙ্গ পোছে ধীরি ধীরি॥
প্রভু বিচ্ছেদাগ্নিতেই দগ্ধ নিরন্তর।
তাহে অতি ক্ষীণ সে হেমাব্জ কলেবর॥
ঐছে অঙ্গ পোছাইলা অতি সাবধানে।
পরিধেয় বস্ত্র আনি দিলা অন্য জনে॥
শুষ্কধৌত বস্ত্র পরি আসনে বসিয়া।
হরীতকী খণ্ড খাই মুখ প্রক্ষালিয়া॥

নরোত্তম প্রতি কহে সস্নেহ বচন।
এতদিনে হইল আজি সম্পূর্ণ ভোজন॥
নরোত্তম নিত্যানন্দ চৈতন্ত সঙরি।
দুই নেত্রে ধারা বহে রহে মৌন ধরি॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে প্রেমের আবেশে।
নরোত্তম স্থির কৈলা সুমধুর ভাষে।
শ্রীনিবাসাআচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দে লৈয়া।
শ্রীঈশ্বরী পাশে আইলা উল্লসিত হৈয়া॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
আচার্য্যের প্রতি কহে মধুর বচনে॥
বৃন্দাবন যাইতে বিলম্ব ভাল নয়।
কালি প্রাতে যাত্রা কর এই মনে হয়॥
আচার্য্য কহেন কিছু না পারি করিতে।
অন্তর বিদীর্ণ হয় একথা শুনিতে॥
যে ইচ্ছা হৈল তাহা অন্যথা না হয়।
বৃন্দাবন যাইতেই হইবে নিশ্চয়॥
গমনোপযুক্ত এথা সব সমাধিয়া।
এতশুনি রহিলেন ঈষৎ হাসিয়া॥
আচার্য্য কহেন পুনঃ করিয়া বিনয়।
কিছুকাল শয়ন করিলে ভাল হয়॥
শুনি সেই আসনেতে অঙ্গ গড়াইলা।
এথা তিনজনে শীঘ্র অন্যত্র আইলা॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিন জনে।
চলিলেন শ্রীঅচ্যুতানন্দের ভবনে॥
সকল মহান্ত বসি আছেন তথাতে।
হইয়া বিহ্বল কৃষ্ণকথা আলাপেতে॥
এ তিনের গমনে অধিক সুখ হৈল।
সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল॥
কতক্ষণ পরে সভে কহে আচার্য্যেরে।
বিদায় মাগিতে প্রাণ না জানি কি করে
সকল জানহ তুমি কহিব কি আর।
কালি প্রাতে গমনের ইচ্ছা সভাকার॥
আচার্য্য কহেন ইচ্ছা হইয়াছে যাহা।
কাহার শকতি অন্যমত করে তাহা॥
মো সভার মনে কালি অত্যন্ত সকাল।
নিজ নিজ বাসায় রন্ধন হৈল ভাল॥
স্নানাহ্নিক ক্রিয়া শীঘ্র করি সমাধান।
ভুঞ্জিবেন আনন্দে দেখি ভাগ্যবান॥
আচার্য্যের কথা শুনি কৌতুক সভার।
হাসিয়া কহেন সবে যে ইচ্ছা তোমার॥
ঐছে কহি তথাই রহিয়া কতক্ষণ।
নিজ নিজ বাসা সভে করিলা গমন॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ সহ আইলা প্রভুর আলয়॥
শ্রীসন্তোষ রায় আদি আইলেন তথা।
তাঁ সভারে আচার্য্য কহিল সর্ব্বকথা॥
এ সব প্রসঙ্গ শুনি যাহার উল্লাস।
অবশ্য তাহার পূর্ণ হয় অভিলাষ॥
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে সপ্তমোবিলাসঃ।

অষ্টম বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের সন্ধ্যা আরতি সময়ে।
সকল মহান্ত আইলা গৌরাঙ্গ আলয়ে॥
আরতি দেখিয়া সবে মহাহৃষ্ট হৈলা।
পূজারি তুলসী পত্র মালা সভে দিলা॥
সভে আরম্ভিলা কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
যাহার শ্রবণে তৃপ্ত হয় কর্ণ মন॥
নাম সংকীর্ত্তন সমাধিয়া কতক্ষণে।
পরম আনন্দে বাসা গেলা সর্ব্বজনে॥
এথা নানা সামগ্রী প্রভুরে ভোগ দিয়া।
ভোগ সরাইলেন পূজারি হর্ষ হৈয়া॥
সামগ্রী লইতে বহুজন সঙ্গে লৈয়া।
চলিলা আচার্য্য ঈশ্বরীর বাসা হৈয়া॥
সর্ব্বত্রেই পৃথক পৃথক করি দিলা।
দেখি সে সামগ্রী সৌগন্ধিতে হর্ষ হৈলা॥
ক্ষুধা মাত্র নাহি তথাপিহ প্রসংশিয়া।
ভক্ষণ করিতে প্রেমে উমড়য়ে হিয়া॥
প্রসাদ পাইয়া সভে সুস্থির হইতে।
নিবেদয়ে আচার্য্য সর্ব্বত্র যত্ন মতে॥
এই যে সন্তোষ রায় ভৃত্য সবাকার।
করিবেন পূর্ণ অভিলাষ যে ইহার॥
শুনি সভে কহয়ে করিয়া কত স্নেহ।
অভিলাষ পূর্ণ হইবে ইথে কি সন্দেহ॥
মহাহৃষ্ট হৈয়া শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
গণসহ আইলা শীঘ্র প্রভুর আলয়॥
পূজারি প্রভুর সব সেবা সমাধিয়া।
সভারে তুলসী মালা দিলা হর্ষ হৈয়া॥
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শ্যামানন্দ তিনে।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ কিছু লৈয়া সর্ব্ব জনে॥
শ্রীআচার্য্য পূর্ব্বে যারে যথা নিয়োজিলা।
তা সভারে সর্ব্ব মতে সাবধান কৈলা॥
সর্ব্ব সমাধিতে রাত্রি অনেক হইল।
সভে নিজ নিজ স্থানে শয়ন করিল॥
রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
করিলেক স্নানাদিক সভে শীঘ্র করি॥
এথা মহান্তের যত পাক কর্ত্তাদিক।
প্রথমেই স্নান করি করিলা আহ্নিক॥
শ্রীতুলসী পরিক্রমা প্রণামাদি কৈলা।
রন্ধনশালেতে সভে সুসজ্জ হইলা॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি গেলা তথা।
নিজ নিজ ভাণ্ডারে নিযুক্ত যথা যথা॥

সর্ব্বত্রেই ভাণ্ডারের পরিচারকেরে।
পাকের সামগ্রী সব দিলা তাঁ সভারে॥
যথা যে নিযুক্ত সে সকল দ্রব্য লৈয়া।
মহান্তগণের বাসা গেলা হৃষ্ট হৈয়া॥
যে যে মহান্তের যে যে পাক কর্ত্তাগণ।
সভাকারে সকল করিলা সমর্পণ॥
দেখি নানা সামগ্রী সকলে হৃষ্ট হৈলা।
রন্ধনের পরিচারকেরে সমর্পিলা॥
সে সভে করিলা সজ্জা শাকাদি ব্যঞ্জন।
পাককর্ত্তা শীঘ্র গেলা করিতে রন্ধন॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি স্থানে স্থানে।
রহিলেন নিযুক্ত অত্যন্ত সাবধানে॥
এথা শ্রীসন্তোষ রায় কৈলা আয়োজন।
তাম্বূলাদি সহ বাটা অতি বিলক্ষণ॥
থাল বাটী ঝারি আদি অপূর্ব্ব গঠন।
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পট্ট বস্ত্রাদি আসন॥
এ সকল প্রত্যেক দিবেন মহান্তেরে।
এই হেতু পৃথক পৃথক সজ্জা করে॥
শ্রীসন্তোষ রায় শ্রীঈশ্বরী পাশ গিয়া।
কহিলা সংবাদ আইলা অনুমতি লৈয়া॥
সকল মহান্ত সুখে যথা স্নান কৈলা।
এ সব লইয়া শ্রীসন্তোষ তথা গেলা॥
সর্ব্ব মহান্তেরে করিতেই সমর্পণ।
স্নেহাবেশে পট্টবস্ত্র পরে সেইক্ষণ॥
শ্রীসন্তোষে তুষিলেন মধুর বচনে।
আহ্নিক করিতে বসিলেন সে আসনে॥
মহান্তগণের সঙ্গে যত লোক ছিলা।
প্রত্যেকে অপূর্ব্ব বস্ত্র মুদ্রাদিক দিলা॥
সন্তোষের হৈল মহা আনন্দ হৃদয়।
আইলেন যথা শ্রীআচার্য্য মহাশয়॥
নিবেদি যেই সভে অনুগ্রহ কৈলা॥
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শুনি হর্ষ হৈলা॥
প্রভুর পূজারী কহে ভোগ সরাইলুঁ।
পৃথক পৃথক করি সব সাজাইলুঁ।
শুনি শ্রীআচার্য্য চলিলেন হর্ষ হৈয়া।
নবনীত ছেনা নানা মিষ্টান্নাদি লৈয়া॥
শ্রীঈশ্বরী পাশে গিয়া গেলা সর্ব্ব ঠাঞি।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ সভে মহাসুখ পাই॥
তথা সব মহান্তের পাক কর্ত্তাগণ।
দিলেন প্রভুরে ভোগ করিয়া রন্ধন॥
কতক্ষণ পরে সভে ভোগ সরাইলা।
ভোজন নিমিত্তে শ্রীমহান্তে নিবেদিলা॥
নিজ নিজ বাসায় সকল বিজ্ঞগণ।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে করিতে ভোজন॥
কেহ নব্য ঝারি ভরি বারি সুবাসিত।
দিলেন আনিয়া শীঘ্র হৈয়া উল্লসিত॥
করিয়া রন্ধন যেঁহ তেঁহ হর্ষ হৈয়া।
নব্য থালে দিলা অন্নাদিক সাজাইয়া॥
নব্য বাটি ভরি দুগ্ধাদিক যত্নে দিলা।
মহাসুখে সকলে ভোজন আরম্ভিলা॥
ঐছে ভোজনের পরিপাটী সব স্থানে।
শ্রীআচার্য্য আদি মহাহর্ষ সে দর্শনে॥

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর ভবন অঙ্গনে।
নাম মাত্র কহি যে যে বসিলা ভোজনে॥
কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য্য।
রঘুপতি উপাধ্যায় কৃষ্ণভক্ত বর্য্য॥
শ্রীমীনকেতন রামদাস মহীধর।
মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর॥
কমলাকর পিপলাই নৃসিংহ চৈতন্য।
শ্রীজীব পণ্ডিত যে পতিতে কৈলা ধন্য॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবন শ্রীশঙ্কর।
কানাঞি নকড়ি কৃষ্ণদাস দ্বিজবর॥
পরমেশ্বর দাস বলরাম দামোদর।
মুকুন্দাদি এ সভার শোভা মনোহর॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ যথা বসিলা ভোজনে।
নামমাত্র কহি যে বসিলা তাঁর সনে॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দের অনুজ শ্রীগোপাল।
প্রেমভক্তিময় যেঁহো পরম দয়াল॥
শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস নারায়ণ।
বনমালী দাস শ্রীঅনন্ত জনার্দ্দন॥
শ্রীমাধব লোকনাথ ভাগবতাচার্য্য।
এ সভার শোভা দেখি কেবা ধরে ধৈর্য্য॥
রঘুনাথাচার্য্য নিজ সঙ্গীগণ সনে।
করয়ে ভোজন মহা আনন্দিত মনে॥
শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস।
দ্বিজগণ লৈয়া ভুঞ্জে হইয়া উল্লাস॥
কিবা সে অপূর্ব্ব বাসা ঝলমল করে।
সে মণ্ডলী শোভা দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥

শ্রীহৃদয় চৈতন্য লইয়া সর্ব্বজন।
আপন বাসায় রঙ্গে করেন ভোজন॥
কিবা সে মণ্ডলী চারু অঙ্গন ঘেরিয়া।
জুড়ায় নয়ন প্রাণ সে শোভা হেরিয়া॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি কৃষ্ণদাস শ্রীসঞ্জয়।
কাশীনাথ মুকুন্দ পরমানন্দময়॥
শেখর পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর।
শুভানন্দ শ্রীগোপাল আচার্য্য উদার॥
কবিচন্দ্র কীর্ত্তনিয়া ষষ্ঠীবর আদি।
ভুঞ্জে এক বাসায় সে শোভার অবধি॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাস সঙ্গীসহ।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় সে আনন্দ বিগ্রহ।
বাণীনাথ শিবানন্দ বল্লভ চৈতন্য।
নর্ত্তক গোপাল যার নৃত্যে মহী ধন্য॥
ভাগবতাচার্য্য জিতামিশ্র রঘু আর।
শ্রীউদ্ধব কাশীনাথ পণ্ডিত উদার॥
শ্রীনয়ন মিশ্র শ্রীমঙ্গল এক ঠাঞি।
এ সভে ভুঞ্জয়ে সে শোভার সীমা নাই॥
শ্রীরঘুনন্দন সুলোচন আদি সঙ্গে।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় পরম প্রেমরঙ্গে॥
সে মণ্ডলী দেখিতে দেবের সাধ হয়।
কি দিব উপমা অতি অদ্ভুত শোভয়॥
গণসহ শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় সে আনন্দের মূর্ত্তি॥
গণসহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
দেখিতে ভোজন রঙ্গ সর্ব্বত্র ভ্রময়॥

আপনা মানিয়া ধন্য কহে বারবার।
এ হেন দর্শন কি হইবে পুনঃ আর॥
এথা সর্ব্ব মহান্ত ভোজন রঙ্গ সমাধিলা।
করি আচমন আদি আসনে বসিলা॥
প্রসাদি তাম্বুল নব্য বাটাতে হৈতে।
করিলা ভক্ষণ সভে উল্লাসিত চিতে॥
সর্ব্বত্র ভুঞ্জিতে পাছে ছিলা যত জন।
ক্রমে ক্রমে তা সভার হইল ভোজন॥
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি যে যথায়।
ভুঞ্জিলেন সভে সর্ব্ব মহান্ত আজ্ঞায়॥
আর যত বৈষ্ণব মণ্ডলী ঠাঞি ঠাঞি।
তথা যে ভুঞ্জিলা লোক তার অন্ত নাই॥
এথা প্রভু প্রসাদান্ন ভুবন-পাবন।
পরিবেশে পূজারী ভুঞ্জয়ে সর্ব্বজন॥
উল্লাসে অসংখ্য লোক ভোজন করিয়া।
জয় জয় ধ্বনি করে মহামত্ত হৈয়া॥
চণ্ডালাদি পাইলেন পরম সম্মান।
সর্ব্বমতে সর্ব্বত্রে হৈল সমাধান॥
আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় দুইজনে।
সর্ব্বশেষে ভুঞ্জিলা পরমানন্দ মনে॥
হৈল মহা-মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
সহস্র বদন হৈলে নারি বর্ণিবারে॥
এ হেন আনন্দ যে দেখিলা নেত্র ভরি।
জন্মে জন্মে তাঁহার বালাই লৈয়া মরি॥
স্থানে স্থানে লোক সব মনের উল্লাসে।
কেহ কার প্রতি কহে প্রেমের আবেশে॥
ওহে ভাই যে দেখি এ মহামহোৎসব।
দেবের দুর্ল্লভ একি মনুষ্যে সম্ভব॥
কেহ কহে মনুষ্য কহয়ে কোনজন।
দেবতার পূজ্য এই চৈতন্যের গণ॥
কে কহে কি আর কহিব ওহে ভাই।
শ্রীচৈতন্যগণের অসাধ্য কিছু নাই॥
কেহ কহে ওহে ভাই দেখিলুঁ সাক্ষাতে।
মাতাইলা পাষণ্ডীরে কৃষ্ণের কথাতে॥
কেহ কহে ওহে সেই পাষণ্ডী সকল।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খায় হইয়া বিহ্বল॥
কেহ কহে পাষণ্ডী কহয়ে ঠাঞি ঠাঞি।
অনুগ্রহ কর মোরে বৈষ্ণব গোসাঞি॥
কেহ কহে পাষণ্ডী সে ধূলায় লোটায়।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি ফিরে গোরা-গুণ গায়॥
কেহ কহে পাষণ্ডীর হৈল পরিত্রাণ।
এ সভার সম কেহ নাহি ভাগ্যবান্॥
কেহ কহে যে পাষণ্ডী না আইল এথা।
তা সভার কি হইবে ইথে পাই ব্যথা॥
কেহ কহে পাষণ্ডী না রহিবেক আর।
নরোত্তম কৃপালেশে হইবে উদ্ধার॥
কেহ কহে ওহে ভাই তখনি কহিল।
নরোত্তম হৈতে এই দেশ ধন্য হৈল॥
জয় জয় নরোত্তম অদ্ভুত বৈভব।
যে কৃপায় দেখিলুঁ এ মহামহোৎসব॥
ঐছে কত কহে লোক উল্লাস হৃদয়ে।
তাহা না বর্ণিয়ে গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে॥

এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য নির্জ্জনে আলয়ে।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি কহে মহাশয়ে॥
চলিবেন কালি সভে রজনী বিহান।
পদ্মাবতী পার হৈয়া করিবেন স্নান॥
প্রসাদ পক্কান্ন সঙ্গে গেলে ভাল হয়।
পদ্মাবতী তীরে যেন সকলে ভুঞ্জয়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শুনিয়া ত্বরিতে।
করাইলা বিবিধ পক্কান্ন যত্ন মতে॥
প্রভুকে সমর্পি তাহা পৃথক করিয়া।
সঙ্গে যে দিবেন তা রাখিল সাজাইয়া॥
শ্রীআচার্য্য পাশে আসি সব নিবেদিল।
এ কার্য্য সাধিতে সন্ধ্যা সময় হইল॥
এথা সর্ব্ব মহান্তের মন নহে স্থির।
নিজ নিজ বাসা হৈতে হইলা বাহির॥
প্রভুর আরতি পূর্ব্বে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
দাণ্ডাইলা সভে প্রভু প্রাঙ্গণে আসিয়া॥
পূজার তুলসী পুষ্প মালা সভে দিয়া।
প্রভুর আরতি করে উল্লাসিত হৈয়া॥
আরতি দর্শন করি সকল মহান্ত।
করে নাম কীর্ত্তন সুখের নাহি অন্ত॥
শুনিতে দ্রবয়ে দারু পাষাণ হৃদয়।
অমৃতের নদী যেন চতুর্দ্দিকে বয়॥
সকল মহান্ত প্রেম সমুদ্রে সাঁতারে।
ধূলায় লোটায় ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
একে সে সভার অঙ্গ অতি মনোহর।
তাহাতে হইল চারু ধূলায় ধূসর॥
যে দেখে সে শোভা তার তাপ যায় দূরে।
প্রেমভক্তি অনুগ্রহ করে তাঁ সভারে॥
ঐছে প্রহরেক করি নাম সংকীর্ত্তন।
শয়ন আরতি দেখিলেন সর্ব্বজন॥
পুনঃ মালা তুলসী পূজারী আনি দিলা।
বিদায় হইয়া সভে বাসায় চলিলা॥
আচার্য্য অধৈর্য্য বাহে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া।
নরোত্তমে কৈলা স্থির যত্নে প্রবোধিয়া॥
প্রসাদি পক্কান্ন সব লৈয়া থরে থরে।
অতি শীঘ্র গেলেন সভার বাসা ঘরে॥
সকল মহান্ত প্রতি কহে বারবার।
কালি এ খেতরি গ্রাম হৈবে অন্ধকার।
পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে।
করিবেন স্নান সভে প্রসন্ন অন্তরে॥
তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদি পক্কান্ন।
বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন॥
আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন।
সেই সঙ্গে পাককর্ত্তা করিবে গমন॥
রামচন্দ্রাদি এ সঙ্গে যাইবেন তথা।
বুধরি হইতে তাঁরা আসিবেন এথা॥
তবে শ্রীঈশ্বরী যাইবেন বৃন্দাবন।
ঐছে কত কহি পুনঃ করে নিবেদন॥
এই মহাপ্রসাদ ভুঞ্জহ এইক্ষণে।
এ তোমা সভার ভৃত্য দেখুক নয়নে॥
শ্রীনিবাস আগে সভে প্রসাদ ভুঞ্জয়।
হইবে বিচ্ছেদ এতে ব্যাকুল হৃদয়॥

শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা কৈলা সর্ব্বজন।
এ সভে করিলা নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥
সকল মহান্ত অতি অধৈর্য্য হইয়া।
রহিলেন মৌন অবলম্বন করিয়া॥
আচার্য্য ঠাকুর গিয়া ঈশ্বরীর পাশে।
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন মৃদুভাষে॥
শ্রীঈশ্বরী আচার্য্যেরে ব্যাকুল দেখিয়া।
করিলেন স্থির অতি যত্নে প্রবোধিয়া॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম বাৎসল্যেতে।
নিজ ভুক্ত শেষ দিলা আচার্য্যে ভুঞ্জিতে॥
ভুঞ্জিয়া আনন্দে কিছু লৈয়া চলিলা।
নরোত্তম আদি প্রিয়গণে ভুঞ্জাইলা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর প্রসাদ ভক্ষণে।
না জানয়ে কত বা আনন্দ হৈল মনে॥
আচার্য্য ঠাকুর সন্তোষের প্রতি কয়।
নৌকার সঙ্গতি যেন অতি শীঘ্র হয়॥
সন্তোষ কহয়ে পূর্ব্বে পাঠাইলুঁ দূত।
পদ্মাবতী তীরে নৌকা হইল প্রস্তুত॥
শুনি শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈয়া বাসা গেলা।
নিজ নিজ স্থানে সভে বিশ্রাম করিলা॥
হইতে কিঞ্চিৎ নিদ্রা রাত্রি শেষ হৈলা।
গাত্রোত্থান করি সভে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা॥
শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
একত্র হইল সর্ব্ব পাককর্ত্তাগণ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজন।
তাঁ সভারে লৈয়া শীঘ্র করিলা গমন॥
পদ্মাবতী পার হইলেন শীঘ্র করি।
করিলা স্নানাদি ক্রিয়া যাইয়া বুধরি॥
এথাতে মহান্তগণ রজনী প্রভাতে।
ঈশ্বরীর বাসা গেলা বিদায় হইতে॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কহে করিয়া ক্রন্দন।
পুনঃ না দেখিব ঐছে লয় মোর মন॥
শ্রীগোপাল আদি যত ব্যাকুল হইয়া।
কহিলেন যত তা শুনিলে দ্রবে হিয়া॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি কিছু নিবেদিতে।
হইলা অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে॥
বিপ্র বাণীনাথ আদি যত্নে নিবেদয়।
শুনিতে তা দ্রবে দারু পাষাণ হৃদয়॥
রঘুনাথ আচার্য্যাদি কাতর অন্তরে।
যাহা নিবেদিলা তাহা বর্ণিতে কে পারে॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্য করয়ে নিবেদন।
এই কর শীঘ্র যেন দেখি শ্রীচরণ॥
শ্রীচাঁদ হালদার মিতু হালদার সকলে।
নিবেদিতে নারে পড়ি কান্দে ভূমিতলে॥
শ্রীচৈতন্য দাসাদি কহিতে কিছু চায়।
মুখে না নিঃসরে বাক্য ব্যাকুল হিয়ায়॥
অতি ব্যাগ্র হৈয়া কহে শ্রীরঘুনন্দন।
অনুগ্রহ করি শীঘ্র দিবেন দর্শন॥
শ্রীযদুনন্দন কহে বৃন্দাবন হৈতে।
আসিবেন শীঘ্র এই পামরে শোধিতে॥
ঐছে মহাব্যাকুল মহান্ত জনে জনে।
বিদায় হইয়া গেলা প্রভুর প্রাঙ্গণে॥

শ্রীমীনকেতন রামদাস বৃন্দাবন।
কমলাকর পিপলাই আদি কথোজন॥
এ সভে ঈশ্বরী আজ্ঞা খড়দহ যাইতে।
হইয়া বিদায় কেহ নারে স্থির হৈতে॥
বিদায় হইয়া সভে করিতে গমন।
ঈশ্বরী হইলা যৈছে না হয় বর্ণন॥
সকলে একত্র হৈয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইলেন প্রেমে মত্ত প্রভুর দর্শনে॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ হইল সভার॥
আচার্য্যাদি মঙ্গল চিন্তয়ে প্রভু আগে।
সভে শ্রীআচার্য্য নরোত্তম সঙ্গ মাগে॥
সভে কহে ওহে প্রভু কমললোচন।
জন্মে জন্মে শুনি যেন ঐছে সংকীর্ত্তন॥
এইরূপ সভে কত প্রার্থনা করিয়া।
চলয়ে প্রভুর স্থানে বিদায় হইয়া॥
হৈয়া মহা-ব্যাকুল পূজারী সেইক্ষণে।
প্রভুর প্রসাদি বস্ত্র দিলা সর্ব্বজনে॥
লইয়া প্রসাদি বস্ত্র মস্তকে ধরিয়া।
চলিলেন সভে অতি অধৈর্য্য হইয়া॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্য আচার্য্যে কোলে করি।
প্রেমের আবাশে কিছু কহে ধীরি ধীরি॥
মধ্যে মধ্যে অম্বিকা যাইয়া দেখা দিবে।
শ্যামানন্দে আপনার করিয়া জানিবে॥
আচার্য্য কহেন শ্যামানন্দ মোর প্রাণ।
শ্যামানন্দ প্রতি মোর নাহি অন্য জ্ঞান'॥

নরোত্তম রামচন্দ্র আদি যত জন।
গণ সহ শ্যামানন্দ সভার জীবন॥
হৃদয় চৈতন্য অতি স্নেহের আবেশে।
শ্যামানন্দে সমর্পিয়া দিলা শ্রীনিবাসে॥
শ্রীহৃদয়-চৈতন্যের শ্যামানন্দ প্রতি।
যৈছে অনুগ্রহ তা বর্ণিতে কি শকতি॥
সকল মহান্ত নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
ঐছে কত কহিলেন সুমধুর ভাষে॥
খেতরি ছাড়িয়া সভে কথোদূর যাইতে।
উঠিল ক্রন্দন রোল খেতরি গ্রামেতে॥
কিবা বাল বৃদ্ধ সভে করে হায় হায়।
এমন করিয়া কহ কেবা কোথা যায়॥
সকল মহান্ত সে সভার কথা শুনি।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে কি জানি॥
পদ্মাবতী তীরে সভে আসি কতক্ষণে।
আচার্য্যাদি সভারে প্রবোধে জনে জনে॥
সভে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া সভায়।
রামচন্দ্রাদিক সহ চড়িলা নৌকায়॥
কর্ণধার শীঘ্র নৌকা দিলেন বাহিয়া।
আচার্য্যাদি কান্দে সভে ভূমে লোটাইয়া॥
এ সভার দশা দেখি মহান্ত সকল।
নিবারিতে নারে কেহ নয়নের জল॥
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হৈলা সর্ব্বজনে।
পদ্মাবতী পার হইলেন কতক্ষণে॥
পদ্মাবতী তীরে সভে স্নানাদি করিয়া।
চলিলা বুধরি গ্রামে প্রসাদ ভুঞ্জিয়া॥

এথা প্রভু ইচ্ছামতে সভে ধৈর্য্য ধরি।
পদ্মাবতী তীর হৈতে গেলেন খেতরি॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ আদি গেলা প্রভুর আলয়॥
আচার্য্য ঠাকুরে আসি কহেন পূজারী।
এই কতক্ষণে স্নান করিলা ঈশ্বরী॥
বিদায় হইয়া শ্রীমহান্তগণ গেলে।
নির্জ্জনে ছিলেন সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে॥
মাধব আচার্য্য আদি ধৈর্য্যাবলম্বিয়া।
এতক্ষণে কৈলা স্নান আইলুঁ দেখিয়া॥
শুনিয়া আচার্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
গেলেন ঈশ্বরী আগে ব্যাকুল অন্তরে॥
ঈশ্বরী হইয়া অতি অধৈর্য্য হৃদয়।
জিজ্ঞাসিতে আচার্য্য সংক্ষেপে নিবেদয়॥
পদ্মাপার হৈয়া সভে গেলেন বুধরি।
আইলুঁ আমরা পদ্মাবতী স্নান করি॥
শুনি সে ঈশ্বরী আচার্য্যের পানে চায়।
দেখয়ে আচার্য্য দেহ হৈল শুষ্ক প্রায়॥
এতেক বিচ্ছেদ দুঃখ না যায় সহন।
তাহে কালি হৈতে প্রায় নাহিক ভোজন॥
অন্ত এ সভার ভক্ষণের চেষ্টা নাই।
না জানি কি হয় পাছে ইথে ভয় পাই॥
আমি না ভুঞ্জাই তবে না হৈব ভোজন।
ঐছে মনে করি কহে মধুর বচন॥
স্নান করি আইলা অপরাহ্ণ হৈল আসি।
নাহিক ভোজন চেষ্টা ইথে দুঃখ বাসি॥
লইয়া সভারে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
আমার অঙ্গনে আজি করহ ভোজন॥
ইহা শুনি আচার্য্য কৃতার্থ হেন মানে।
আনাইলা নরোত্তম আদি সর্ব্বজনে॥
সভাকার চেষ্টা দেখি ব্যাকুল ঈশ্বরী।
কহিলা বাৎসল্যে যাহা কহিতে না পারি॥
নৃসিংহ চৈতন্যে কহে মধুর বচনে।
এ সভারে লৈয়া শীঘ্র বৈসহ অঙ্গনে॥
বসিলেন সভে চারু মণ্ডলীবন্ধনে।
পত্র পরিবেশন করিলা কোন জনে॥
কেহ আনি দিলা জল জলপাত্র ভরি।
বিবিধ পক্কান্ন সভে দিলেন ঈশ্বরী॥
ঈশ্বরীর আজ্ঞাতে ভুঞ্জয়ে সর্ব্বজন।
ঈশ্বরীর হৈল মহা উল্লাসিত মন॥
ছেনা পানা নবনীত আদি সুমধুর।
বারেবারে দেন সভে করিয়া প্রচুর॥
ভুঞ্জয়ে সকলে প্রেম উথলে হিয়ায়।
না জানে আনন্দে কিছু কেবা কত খায়॥
ভোজন করিয়া সভে কৈলা আচমন।
পত্র উঠাইলা আচার্য্যের ভৃত্যগণ॥
পত্রাদি লইয়া সভে গেলা অন্তস্থানে।
পত্র শেষ ভুঞ্জি তৃপ্ত হৈলা সর্ব্বজনে॥
আচার্য্যাদি সভে ঈশ্বরীর আজ্ঞা লৈয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে গেলা উল্লাসিত হৈয়া॥
প্রসাদি তাম্বূল কেহ যত্নে আনি দিলা।
করিয়া ভক্ষণ সভে অন্য গৃহে গেলা॥

তথাতে দেখিলা লোক অসংখ্য বসিয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জে উল্লাসিত হৈয়া॥
হইল সভার মহাপ্রসাদ সেবন।
হরিধ্বনি করি উঠিলেন সর্ব্বজন॥
ঐছে সভে প্রসাদ ভুঞ্জয়ে ঠাঞি ঠাঞি।
বৈষ্ণবমণ্ডলী যত তার অন্ত নাই॥
প্রভুগণ গমন বিচ্ছেদে ছিলা দুঃখী।
ঈশ্বরী ইচ্ছাতে সভে হৈলা মহাসুখী॥
ঈশ্বরীর ইচ্ছা কেবা বুঝিবারে পারে।
সেই সে বুঝয়ে অনুগ্রহ হয় যারে॥
ঐছে মহাসুখে হৈলা দিবা অবসান।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা প্রভু-মন্দিরে পয়ান॥
প্রভুরূপ মাধুর্য্য দেখিলা নেত্র ভরি।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন পূজারী॥
হৈল সন্ধ্যা সময় আরতি দরশনে।
আইলা অসংখ্য লোক প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
করিয়া প্রভুর চারু আরতি দর্শন।
সভে মেলি আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন॥
শ্রীনাম কীর্ত্তনধ্বনি ভুবন ব্যাপিল।
কিবা বাল-বৃদ্ধ সভে উন্মত্ত হইল॥
দেবতা মনুষ্যে মিশাইয়া নাম গায়।
সভেই মনের সাধে ধূলায় লোটায়॥
কেহ ঊর্দ্ধ বাহু করি করয়ে নর্ত্তন।
কেহ বীর দর্পে করে হুঙ্কার গর্জ্জন॥
লম্ফে লম্ফে ফিরে কেহ হাততালি দিয়া।
নেত্রজলে ভাসে কেহ কারে আলিঙ্গিয়া॥
ঐছে নানা ভাবের বিকার ক্ষণে ক্ষণে।
কে বর্ণিবে যৈছে সুখ শ্রীনামকীর্ত্তনে॥
শ্রীনামকীর্ত্তন-সুধা যে করিলা পান।
তার সম জগতে কে আছে ভাগ্যবান॥
হইল সভার ঐছে শ্রীনামে আবেশ।
কেহ বা জানিলা কৈছে রাত্রি হৈল শেষ
প্রভু ইচ্ছামতে সভে স্থগিত হইলা।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী উল্লাসে বাসা গেলা॥
রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
করিলেন স্নান উষ্ণ জলে শীঘ্র করি॥
নিজ নিয়মিত কর্ম্ম করি হর্ষচিতে।
রন্ধনের আয়োজন করিলা বাসাতে॥
এথা আচার্য্যাদি সভে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
নিয়মিত কর্ম্ম করিলেন স্নান করি॥
শ্রীমন্দিরে রাজভোগ আরতি দেখিয়া।
আইলা শ্রীঈশ্বরী-সমীপে হর্ষ হৈয়া॥
ঈশ্বরী করিয়া পাক সমর্পি প্রভুরে।
ভোগ সরাইয়া আসি বসিলা বাহিরে॥
আচার্য্যাদি প্রতি কহে মধুর বচন।
রামচন্দ্রাদিক না আইলা এতক্ষণ॥
এত কহি উদ্বেগে চাহয়ে চারিভিতে।
হেনকালে আইলা সভে বুধরি হইতে॥
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি প্রভু প্রণমিঞা।
জিজ্ঞাসিতে সংবাদ কহয়ে ব্যগ্র হৈয়া॥
পদ্মপার হৈয়া সভে স্নানাহ্নিক করি।
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ শীঘ্র গেলেন বুধরি॥

তথা পাককর্ত্তা শীঘ্র করিয়া রন্ধন।
যত্ন করি করিলা প্রভুরে সমর্পণ॥
প্রভুর ভোজন হৈলে ভোগ সরাইলা।
হেনকালে সকল মহান্ত তথা গেলা॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সর্ব্বজন।
এথাকার কথা সুখে করিলা ভোজন॥
ভক্ষণাদি সমাধিতে সন্ধ্যাকাল হৈল।
কতক্ষণ সভে নাম সংকীর্ত্তন কৈল॥
কিঞ্চিৎ প্রসাদ রাত্রে করিলা ভক্ষণ।
মনের উদ্বেগে সভে করিলা শয়ন॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাধিলা।
নিজ ভৃত্য জানি অতি অনুগ্রহ কৈলা॥
গমনের কালে যৈছে হৈল সভাকার।
তাহা নিবেদিতে মুখে না আইসে আমার॥
পাষাণ সমান এই মো সভার হিয়া।
স্বচ্ছন্দে আইলুঁ পদ্মাবতী পার হৈয়া॥
ঐছে কহি পুনঃ আর নারে কহিবারে।
ঈশ্বরী পরম স্নেহে প্রবোধে সভারে॥
সভে সিক্ত হৈলা ঈশ্বরী বাক্যামৃতে।
অকস্মাৎ আনন্দ উদয় হৈল চিতে॥
সভার হৃদয়ে হর্ষ প্রকাশি ঈশ্বরী।
ভুঞ্জাইলা অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত্ন করি॥
শ্রীঈশ্বরী ভুঞ্জিলে সে পত্র শেষ লৈয়া।
সভাসহ আচার্য্য চলিলা হর্ষ হৈয়া॥
দেখয়ে অনেক লোক প্রভুর প্রাঙ্গণে।
করয়ে ভোজন ঐছে ভুঞ্জে স্থানে স্থানে॥
করি সভা সন্মান আচার্য্য মহাশয়।
সন্তোষাদি সভারে প্রবোধ বাক্য কয়॥
ঈশ্বরী-কৃপায় সর্ব্ব হৈল সমাধান।
সর্ব্বত্রে ব্যাপিল যৈছে অনুগ্রহ তান॥
হইলেন উদ্বিগ্ন শ্রীবৃন্দাবন যাইতে।
এবে প্রৌঢ় করি এথা না পারি রাখিতে॥
বৃন্দাবন হৈতে যবে হৈব আগমন।
স্বচ্ছন্দে করিবে তবে শ্রীপাদ দর্শন॥
এখন এসব কিছু না করিহ চিতে।
ঈশ্বরীর যাত্রা কালি হইবে প্রভাতে॥
শুনিয়া সন্তোষ রায় কতক্ষণ পরে।
গেলেন ঈশ্বরী পাশে ব্যাকুল অন্তরে॥
সন্তোষের অন্তর জানিয়া ঈশ্বরী।
কহিলা প্রবোধ বাক্য অতি স্নেহ করি॥
শ্রীসন্তোষ কহে এই পতিত নিমিত্তে।
শীঘ্র আগমন করিবেন ব্রজে হৈতে॥
মনে যে উপজে তাহা কহিতে না পারি।
শুনি মৃদুবাক্যে সন্তোষিলেন ঈশ্বরী॥
শ্রীসন্তোষ রায় মহা সন্তোষ হইলা।
সঙ্গে যে দিবেন তাহা শীঘ্র আনাইলা॥
অতি সূক্ষ্ম পট্ট আদি বিচিত্র বসন।
নানা রত্ন জড়িত স্বর্ণাদি বিভূষণ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে।
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণে॥
রাধাদামোদরে দিতে সুসজ্জ করিয়া।
রাখিলেন ঈশ্বরী সম্মুখে যত্ন পাঞা॥

স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু বস্ত্র পুনঃ দিলা।
গমনোপযুক্ত কার্য্য সব সমাধিলা॥
শ্রীসন্তোষ রায়ের ভাগ্যের নাই পার।
লক্ষ্মী হৈয়া যার অর্থ কৈলা অঙ্গীকার॥
সকল প্রস্তুত কিছু অপেক্ষা না দেখি।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হইলা মহাসুখী॥
শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যা আরাত্রিক দরশনে।
চলিলেন ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে॥
করিয়া প্রভুর আরাত্রিক দরশন।
মনে যে হইল তাহা কৈলা নিবেদন॥
প্রভুর গলার মালা উছলি পড়িতে।
পূজারী আনিয়া দিলা ঈশ্বরীর হাতে॥
ঈশ্বরী সে মালা কৈলা মস্তকে ধারণ।
ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি বুঝে কোন জন॥
প্রভু আগে নাম কীর্ত্তনাদি হৈল তৈছে।
কি বলিব শ্রীঈশ্বরী বাসা গেলা যৈছে॥
করিলা শয়ন হৈল প্রভাত সময়।
সভে প্রাতঃক্রিয়া কৈল ব্যাকুল হৃদয়॥
শ্রীঈশ্বরী প্রভু আগে বিদায় হইলা।
পূজারী প্রসাদি মালা বহু আনি দিলা॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে যে করয়ে গমন।
তাঁ সভার নাম কিছু করিয়ে গণন॥
সূর্য্যদাসানুজ শ্রীপণ্ডিত কৃষ্ণদাস।
মাধব আচার্য্য যার অদ্ভুত বিলাস॥
মুরারি চৈতন্য কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
নৃসিংহ চৈতন্য বলরাম মহীধর॥
কানাঞি নকড়ি দাস গৌরাঙ্গ শঙ্কর।
শ্রীপরমেশ্বর দাস দাস দামোদর॥
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর।
জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি গুণের সাগর॥
এ সভার প্রভাব বর্ণিব কোন জনে।
পরম প্রবীণ দুষ্ট পাষণ্ডী দমনে॥
এই সব সঙ্গী আর ঈশ্বরী আজ্ঞাতে।
চলিলেন কথোজন খেতরি হইতে॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীরমণ ভগবান।
গোকুল নৃসিংহ বাসুদেবাদি প্রধান॥
এ সভা সহিত শ্রীজাহ্নবা শুভক্ষণে।
খেতরি হইতে যাত্রা করিলা বিহানে॥
শ্রীখেতরি গ্রামের লোকের ধৈর্য্য নাই।
ঈশ্বরী গমনে সভে কান্দে ঠাঞি ঠাঞি॥
শ্রীনরোত্তমাদি সহ আচার্য্য ঠাকুর।
কান্দিতে কান্দিতে সঙ্গে চলে কথোদূর॥
স্নেহ মূর্ত্তিমতী শ্রীজাহ্নবা এ সভারে।
করয়ে প্রবোধ বাহ্যে অধৈর্য্য অন্তরে॥
সুমধুর বাক্যে সভে করিয়া বিদায়।
চলিলেন অগ্রে শীঘ্র চড়িয়া দোলায়॥
কৃষ্ণদাস মাধব আচার্য্য আদি যত।
নিবারিতে নারে নেত্রধার অবিরত॥
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শ্যামানন্দ আদি।
এ সভার হৈল মহাদুঃখের অবধি॥
পরস্পর কহি কত হইলা বিদায়।
সে সব শুনিতে ধৈর্য্য কে ধরে হিয়ায়॥

শ্রীগোবিন্দ আদি সভে বিদায় হইতে।
আচার্য্য শ্রীনরোত্তম নারে স্থির হৈতে॥
করিলা বিদায় কত কহিয়া সকলে।
চলিলেন সভে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে॥
আচার্য্যাদি সভে সে গমন পথ চাঞা।
আইলা খেতরি গ্রামে ব্যাকুল হইয়া॥
খেতরি গ্রামের লোক হইয়া মৃত্যুপ্রায়।
বিরলে বসিয়া শ্রীজাহ্নবা-গুণ গায়॥
কেহ কার প্রতি কহে যত্নে ধর্য্য ধরি।
বৃন্দাবন হৈতে শীঘ্র আসিব ঈশ্বরী॥
কেহ কহে দেশে যাইবেন অন্যপথে।
কি কার্য্য আছয়ে পুনঃ আসিব এথাতে॥
কেহ কহে এই শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
ভক্তিবলে তাঁরে বশ করিলা নিশ্চয়॥
কেহ কহে তেঁহ এ সভার প্রেমাধীন।
দেখিবে সাক্ষাতে এই গেল কথোদিন॥
এছে পরস্পর কত কহি ধৈর্য্য ধরে।
অকস্মাৎ হৈল সুখ সভার অন্তরে॥
এথা শ্রীআচার্য্য শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ আদি আইলা প্রভুর আলয়॥
ধরিলেন ধৈর্য্য সভে ঈশ্বরী ইচ্ছায়।
আনন্দ উদয় হৈল সভার হিয়ায়॥
স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সুখে সারি সর্ব্বজন।
রাজভোগ আরাত্রিক করিলা দর্শন॥
স্থানে স্থানে বৈষ্ণবের বাসাঘর গিয়া।
আচার্য্য ঠাকুর সভে আইলা সম্বোধিয়া॥
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইয়া সর্ব্বজনে।
নিজগোষ্ঠী লৈয়া বসে প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
কিবা অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে সুন্দর।
প্রেমভক্তিময় সে সভার কলেবর॥
প্রভু পাককর্ত্তাগণ মনের উল্লাসে।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি অতি যত্নে পরিবেশে॥
আচার্য্য ঠাকুর রামচন্দ্র মহাশয়।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গুণের আলয়॥
শ্যামানন্দ ব্যাস রামকৃষ্ণাদি কৌতুকে।
ভুঞ্জে শাক স্বপাদি প্রশংসি মহাসুখে॥
করিয়া ভোজন সুখে করি আচমন।
প্রসাদি তাম্বুল যত্নে করিলা ভক্ষণ॥
সভা লৈয়া বসিলা আচার্য্য মহাশয়।
কৃষ্ণকথা-রসে মগ্ন সভার হৃদয়॥
ভাগ্যবন্ত জন তাহা করিলা শ্রবণ।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না হয় বর্ণন॥
দিবা অবসান সভে সারি নিজ ক্রিয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আইলা মহাহর্ষ হৈয়া॥
যে সকল বৈষ্ণব ছিলেন স্থানে স্থানে।
সভে আগমন কৈলা প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
তাঁ সভার মনোবৃত্তি বিদায় হৈতে।
বুঝিয়া আচার্য্য সভে কহেন নিভৃতে॥
তোমাদের স্থান এই কহিতে কি আর।
মধ্যে মধ্যে হয় যেন গমন সভার॥
অদ্য দেখ দিবস হৈল অবসান।
কালি প্রাতে নিজ গৃহে করিবে প্রয়াণ॥

সন্তোষ রায়ের মনে অভিলাষ যাহা।
আপনার জানিয়া করিবে পূর্ণ তাহা॥
আচার্য্যের বাক্যামৃতে সভে সিক্ত হৈলা।
উত্থাপন আরতি দেখিয়া বাসা আইলা॥
শ্রীসন্তোষ রায় গিয়া তাঁ সভার পাশে।
করিলা বিনয় বহু সুমধুর ভাষে॥
সন্তোষ রায়ের চেষ্টা দেখি সর্ব্বজন।
হইল সভার মহা আনন্দিত মন॥
শ্রীসন্তোষ তাঁ সভার অনুমতি মতে।
প্রত্যেকে দিলেন বস্ত্র মুদ্রাদি যত্নেতে॥
এথা সন্ধ্যা আরতির হইল সময়।
আইলেন সভে পুনঃ প্রভুর আলয়॥
করিলেন সন্ধ্যা আরাত্রিক দরশন।
হইল আরম্ভ চারু শ্রীনামকীর্ত্তন॥
নামামৃত পানে অতি উল্লাসিত হৈলা।
শয়ন আরতি দেখি সভে বাসা গেলা॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভুর প্রাঙ্গণে।
রহিলেন কতক্ষণ নিজ গোষ্ঠীসনে॥
প্রভুর প্রসঙ্গে কথো রাত্রি গোঙাইয়া।
শয়ন করিলা নিজ নিজ বাসা গিয়া॥
রজনী প্রভাতে আচার্য্যাদি সর্ব্বজনে।
আইলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দর্শনে॥
যে সব বৈষ্ণব দেশে করিব গমন।
তাহারাও আসি কৈলা আরতি দর্শন॥
স সভে প্রভুর আগে হইলা বিদায়।
পূজারী দিলেন মালা প্রসাদ সভায়॥

পরস্পর হৈল যৈছে বিদায় সময়।
তাহা দেখি দ্রব্যে কাষ্ঠ সমান হৃদয়॥
চলিলেন সভে মহা অধৈর্য্য হইয়া।
আচার্য্যাদি রহিলেন পথপানে চাঞা॥
ঐছে নানা দেশী লোক ব্যাকুল অন্তরে।
চলয়ে খেতরি হৈতে চলিতে না পারে॥
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ গেলা নিজঘরে।
মহোৎসব মহিমা কহিয়া পরস্পরে॥
আনন্দে বিদায় হইলেন বন্দীগণ।
কৈলা কত মহা মহোৎসবের বর্ণন॥
নানা বাদ্য বাদক গায়ক নর্ত্তকাদি।
হৈলা বিদায় হৈল সুখের অবধি॥
সহস্র সহস্র লোক যায় এক মেলে।
কহিতে কীর্ত্তনানন্দ ভাসে নেত্রজলে॥
দরিদ্র দুঃখিত সুখী হৈল সর্ব্বমতে।
মহামহোৎসব কীর্ত্তি ব্যাপিল জগতে॥
লোকযাত্রা দেখি কেহ কহে কার প্রতি।
লোকসংখ্যা করে ঐছে কাহার শকতি॥
কেহ কহে দেখিলুঁ লোকের অন্ত নাই।
খেতরি গ্রামেতে কৈছে হইল সামাই॥
হাসিয়া কহয়ে কেহ অসম্ভব নয়।
নরো[illegible]ভাবেতে কিবা নাহি হয়॥
কেহ কহে নরোত্তম-প্রভাব প্রমাণ।
নহিলে কি এ লোকের হয় সমাধান॥
ঐছে কত কহে লোক সুমধুর ভাষে।
নরোত্তম-গুণ গায় মনের উল্লাসে॥

এথা নরোত্তম শ্রীআচার্য্যে নিবেদিতে।
করিলেন স্নান নরোত্তমাদি সহিতে॥
নিজ নিজ নিয়মিত কর্ম্ম সভে সারি।
ভুঞ্জিলেন কিছু মিষ্টান্নাদি যত্ন করি॥
নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্য্য দুই জনে।
না জানি কি প্রসঙ্গেতে ছিলেন নির্জ্জনে॥
দোঁহে নি গু নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
করিলেন প্রভুর দর্শন সভা লৈয়া॥
রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
প্রভু প্রসাদান্ন আদি করিলা ভোজন॥
আচমন করি সভে বসিলা আসনে।
প্রসাদি তাম্বুল ভুঞ্জিলেন সর্ব্বজনে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কবিরাজ প্রতি।
কহেন আচার্য্য অতি যত্নে ধরি ধৃতি॥
শ্যামানন্দ সহ যাত্রা করিব প্রভাতে।
পদ্মাপার হৈয়া যাব বুধরি গ্রামেতে॥
জাজিগ্রাম গিয়া অতি শীঘ্র তথা হৈতে।
বন-বিষ্ণুপুরে হৈয়া আসিব ত্বরিতে॥
শ্যামানন্দ নবদ্বীপ অম্বিকা হইয়া।
রহিব ধাবেন্দ বাহাদুর পুর গিয়া॥
সে সকল দেশে করি ভক্তির প্রচার।
পত্রীদ্বারে শীঘ্র পাঠাবেন সমাচার॥
জাজিগ্রাম হৈতে সর্ব্ব সংবাদ লিখিয়া।
লোকদ্বারে শীঘ্র করি দিব পাঠাইয়া॥
এথা আসিবেন যবে শ্রীমতী ঈশ্বরী।
জাজিগ্রামে পত্রী পাঠাইবা শীঘ্রকরি॥
ঈশ্বরীর সেই পথে হইবে গমন।
এথা হৈতে সেই সঙ্গে যাবে সর্ব্বজন॥
ঈশ্বরীর গমন হইলে তথা হৈতে।
সকলে আসিব শীঘ্র খেতরি গ্রামেতে॥
ঐছে কত কহিলেন আচার্য্য ঠাকুর।
শুনিতেই সভার ধৈরয গেল দূর॥
তথাপিহ ধৈর্য্য করিলেন সর্ব্ব জন।
করিলেন সন্তোষ গমন আয়োজন॥
বুধরি গ্রামেতে শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা।
পদ্মাতীরে নৌকাদি প্রস্তুত করাইলা॥
শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গে যাইবেক যাহা।
শ্রীরসিকানন্দে সমর্পণ কৈল তাহা॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে যাহা চাই।
তাহা দিলা কর্ণপুর কবিরাজ ঠাঞি॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ সর্ব্বকার্য্য সমাধিলা।
ঠাকুরের আগে আসি সব নিবেদিলা॥
শুনিয়া আচার্য্য অতি প্রসন্ন অন্তরে।
সভা লৈয়া চলিলেন প্রভুর ভাণ্ডারে॥
দেখিলেন সকল সামগ্রী পূর্ণ তথা।
ঐছে দৃষ্টি করিলা ভাণ্ডার যথা যথা॥
বারবার কহয়ে সন্তোষ ভাগ্যবান।
করিল সামগ্রী ঐছে হৈল অফুরাণ॥
ঐছে কত কহি আইলা প্রভুর অঙ্গনে।
হইল আনন্দ সন্ধ্যা আরতি দর্শনে॥
পূজারী দিলেন মালাপ্রসাদ সভায়।
হইল অপূর্ব্ব শোভা সভার গলায়॥

প্রভুরূপ মাধুর্য্য দেখিতে সর্ব্বজন।
হইল নিমিখ হীন সভার নয়ন॥
আচার্য্য ঠাকুর ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
শ্রীনরোত্তমের পানে চায় বারে বারে॥
আচার্য্যের মনোবৃত্তি জানি মহাশয়।
আরম্ভয়ে সংকীর্ত্তন সুখের আলয়॥
গায়ক বাদকগণ প্রভুর প্রাঙ্গণে।
খোল করতাল লৈয়া আইলা তৎক্ষণে॥
দেবীবাস গোকুল গৌরাঙ্গ আদি যত।
খোল করতাল বায় পরম অদ্ভুত॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
আলাপয়ে গীত যে রচিলা বাসুঘোষে॥

তথাহি গীতম্।

"সখি হে ওই দেখ গোরা কলেবর।
কতচন্দ্র জিনি মুখ সুন্দর অধর॥
করীবর কর জিনি বাহু সুবলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরা নয়ন নাচনি॥
চন্দন তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানু লম্বিত বাহু বনমালা গলে॥
কম্বুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥
রাম রম্ভা জিনি উরু অরুণ বসন।
নখমণি জিনি পূর্ণ ইন্দু দরপণ॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল"॥
গীতের আলাপ যৈছে কহিলে না হয়।
বাজে মর্দ্দলাদি সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥
মৃদঙ্গের শব্দ-সুধা আলাপ মধুর।
শুনি প্রেমে মত্ত হৈলা আচার্য্য ঠাকুর॥
করিতে নর্ত্তন দাঁড়াইলা ভঙ্গী করি।
কে ধরে ধৈরয সে মধুর ভঙ্গী হেরি॥
কিবা সে পুলক অঙ্গে ঝলমল করে।
রূপে কত কনক-দর্পণ-দর্প হরে॥
কিবা চন্দ্র বদনে মিলিত মৃদুহাস।
অরুণ অধর কুন্দ দশন প্রকাশ॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত পদ্মনেত্র মনোরম।
ভুরু ভঙ্গ পাতি নাসা শুক চঞ্চু সম॥
শ্রবণযুগল গণ্ড ছটা মনোহর।
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর॥
সুমধুর নাভী মধ্য দেশ অনুপম।
সুগঠন জানুচারু চরণ ললাম॥
কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা ভাবের আবেশে
করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে চারি পাশে॥
যদ্যপি খেতরি হৈতে বহু লোক গেলা।
তথাপিহ অনেক বিশিষ্ট লোক ছিলা॥
খেতরি নিবাসী যত একত্র হইয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে সভে আইলা ধাইয়া॥
কত শত দীপ জ্বলে উজ্জ্বল অবনী।
মধ্যে মধ্যে লোক সব করে জয়ধ্বনি॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যের নৃত্য দরশনে।
আইলা দেবতাগণ চড়িয়া বিমানে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ পরস্পর কয়।
ঐছে নৃত্য মনুষ্যে সম্ভব কভু নয়॥
কেহ কহে ঐছে নৃত্য নাহি দেবপুরে।
এ নৃত্য সম্ভব মাত্র চৈতন্য কিঙ্করে॥
কেহ কহে নিরুপম গীত-বাদ্য যৈছে।
ভুবনমঙ্গল নিরুপম নৃত্য তৈছে॥
এইরূপ কহে কত অধৈর্য্য হইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত নৃত্য মনুষ্যে মিশাএগা॥
বিবিধ প্রকার নৃত্য ভঙ্গী নিরখিয়া।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে হৃষ্ট হৈয়া॥
গীত-নৃত্য বাদ্যের মহিমা সভে গায়।
ছাড়িয়া বিমান আসি মনুষ্যে মিশায়॥
দেবতা মনুষ্য কেহ নারে স্থির হৈতে।
সর্ব্ব চিত্ত হরে গীত-বাদ্য-নর্ত্তনেতে॥
নাচয়ে আচার্য্য আত্ম-বিস্মরিত হৈয়া।
নেত্রজলে ভাসে দেবীদাসে আলিঙ্গিয়া॥
দেবীদাস খোল বায় বিবিধ প্রকারে।
করে তাল পাট শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥
শ্রীগোকুল গায় বর্ণ-বিন্যাস মধুর।
হস্তাদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে করি কোলে।
বোল বোল বলিয়া ভাসয়ে নেত্রজলে॥
শ্যামানন্দ ভাবাবেশে অধৈর্য্য হিয়ায়।
হইলেন সিক্ত দুই নেত্রের ধারায়॥

রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রেমাবেশে।
সরধূলায় ধূসর হৈয়া ফিরে চারি পাশে॥
সংকীর্ত্তনে সুখের সমুদ্র উথলিল।
বর্ণিতে নারিয়ে যে যে চমৎকার হৈল॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি করি কীর্ত্তন আবেশে।
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হৈলা রাত্রি শেষে॥
সংকীর্ত্তন সমাধিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
ধূলায় লোটায় অশ্রু সভার নয়নে॥
পরস্পর করি সভে দৃঢ় আলিঙ্গন।
যথাযোগ্য প্রণময়ে সভে সর্ব্বজন॥
নিজ নিজ বাসায় সকলে শীঘ্র গিয়া।
করিয়া বিশ্রাম সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর লইয়া কথোজনে।
গমন সজ্জায় আইলা প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
শ্যামানন্দ গণসহ সুসজ্জ হইয়া।
আইলেন প্রভুর অঙ্গনে সভা লৈয়া॥
নরোত্তম রামচন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়।
সন্তোষাদি সহ আইলা প্রভুর আলয়॥
আচার্য্য গমন শুনি ব্যাকুল হইয়া।
খেতরি গ্রামের লোক আইলা ধাইয়া॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে ভিড় হৈল অতিশয়।
কি নারী পুরুষ সভে অধৈর্য্য হৃদয়॥
আচার্য্য ঠাকুর প্রভু পানেতে চাহিয়া।
হইতে বিদায় বিদরিয়া যায় হিয়া॥
শ্যামানন্দ ভূমে প্রণমিয়া প্রভু আগে।
হইলা বিদায় কত কহি অনুরাগে॥

পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদি বসন।
আচার্য্য ঠাকুর আগে কৈলা সমর্পণ॥
আচার্য্য দিলেন মালা বসন সভারে।
আপনে লইলা যত্নে মস্তক উপরে॥
বাহ্যে ধৈর্য্য প্রকাশি প্রবোধি সর্ব্বজনে।
খেতরি হইতে যাত্রা কৈলা শুভক্ষণে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় ব্যাকুল হইলা।
রামচন্দ্র কবিরাজ যত্নে প্রবোধিলা॥
পদ্মাবতী তীরে গিয়া আচার্য্য ঠাকুর।
নৌকায় চড়িলা শীঘ্র ধৈর্য্য গেল দূর॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ প্রতি।
কহিলা যতেক তাহা কহি কি শকতি॥
শ্যামানন্দ ভাসে দুটি নয়নের জলে।
নরোত্তম কান্দে শ্যামানন্দে করি কোলে॥
পরস্পর ঐছে সভে করয়ে ক্রন্দন।
সে ক্রন্দন শুনি ধৈর্য্য ধরে কে এমন॥
কতক্ষণে সভে প্রবোধিলা রামচন্দ্র।
গণ সহ নৌকায় চড়িলা শ্যামানন্দ॥
কর্ণধার নৌকা চালাইলা শীঘ্র করি।
পদ্মাপার হৈয়া শীঘ্র গেলেন বুধরি॥
এথা সভাসহ স্নান করি মহাশয়।
আইলা খেতরি অতি ব্যাকুল হৃদয়॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে সভে উপনীত হৈতে।
অকস্মাৎ আনন্দ উদয় হৈল চিতে॥
জয় জয় প্রেমানন্দময় শ্রীঅঙ্গন।
যথা গণ সহ নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
যে দেখিলা এ হেন অঙ্গন মনোহর।
যে হইলা অঙ্গনের ধূলায় ধূসর॥
যে জন করয়ে এই অঙ্গন ধেয়ান।
তাঁর সম জগতে নাহিক ভাগ্যবান॥
প্রভুর অঙ্গনে শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
পূজারী আসিয়া অতি যত্নে নিবেদয়ে॥
রাজভোগ আরাত্রিক হৈল অনেকক্ষণ।
সভা লৈয়া করুণ শ্রীপ্রসাদ সেবন॥
শুনি শ্রীঠাকুর মহাশয় হর্ষ হৈয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সভে লৈয়া॥
খেতরি গ্রামীয় লোক প্রসাদ ভক্ষণে।
না জানয়ে কত বা আনন্দ হৈল মনে॥
সে দিবস আইলা বহু পাষণ্ডীর গণ।
তাহারাও করিলেক প্রসাদ সেবন॥
প্রসাদ সেবনে হৈল ভক্তির উদয়।
অশ্রুযুক্ত হৈলা কেহ কার প্রতি কয়॥
ওহে ভাই মো সভার বিফল জীবন।
করিলুঁ কুক্রিয়া যত না হয় গণন॥
কেহ কহে এবে কি উপায় মো সভার।
যমদণ্ড হইতে কে করিব উদ্ধার॥
কেহ কহে এই যে ঠাকুর নরোত্তম।
করিব উদ্ধার দেখি পতিত অধম॥
কেহ কহে তাঁর আগে যাইতে অন্তর হালে।
কেহ কহে যাইয়া পড়িব পদতলে॥
ঐছে কত কহি সভে কান্দিয়া কান্দিয়া।
নরোত্তম আগে পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥

দয়ার সমুদ্র শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে তা সভার প্রতি কয়॥
সম্বরহ ক্রন্দন তোমরা সভে ধন্য।
তোমা সভা উদ্ধারিব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥
শ্রীমহাশয়ের বাক্য শুনিয়া উল্লাসে।
কর যোড় করি নিবেদয়ে মৃদুভাষে॥
ওহে প্রভু যতেক কুক্রিয়া লোকে কয়।
সে সব করিতে কিছু না করিলুঁ ভয়॥
দেশে না আছিলুঁ গিয়াছিলুঁ দেশান্তরে।
দস্যুকর্ম্ম করিয়া আইলুঁ কালি ঘরে॥
মো সভারে দেখি মো সভার সঙ্গীগণ।
কহিব কি তারা যত করিলা র্ভৎসন॥
মহা দুরাচার দুষ্ট ছিলেন সে সব।
প্রভুর করুণা হৈতে হইলা বৈষ্ণব॥
ওহে প্রভু করুণা করহ মো সভারে।
তোমার নির্ম্মল যশঃ ঘুষুক সংসারে॥
ঐছে বাক্য শুনি হৈল করুণা অশেষ।
তা সভারে ঠাকুর করেন উপদেশ॥
নিরন্তর সাধুসঙ্গ কর সর্ব্বজন।
অতি দীন হৈয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন॥
বৈষ্ণবের স্থানে সদা হৈবে সাবধান।
যেন কোনমতে কার নহে অসম্মান॥
ঐছে কত কহি পুনঃ কহে বারবার।
এই হরিনাম মন্ত্র কর সভে সার॥
এত কহি বাহু পসারিয়া প্রেমাবেশে।
আইস আইস কোলে করি কহে মৃদুভাষে॥
দেখিয়া করুণা সভে পড়ি ক্ষিতিতলে।
চরণ পরশি শিরে ভাসে নেত্রজলে॥
এ সভার ভাগ্য যৈছে কহিলে না হয়।
অনায়াসে হৈল প্রেমভক্তির উদয়॥
দেবের দুর্ল্লভ ধন পাঞা সে সকলে।
না ধরে ধৈরয হিয়া আনন্দে উথলে॥
ঐছে সব পাষণ্ডীর নাশয়ে দুষ্কৃতি।
ইহার শ্রবণে মিলে নির্ম্মল ভকতি॥
প্রেমভক্তি দাতা শ্রীঠাকুর মহাশয়।
আচার্য্য সংবাদ বিনা উদ্বিগ্ন হৃদয়॥
লোক পাঠাইতে রামচন্দ্র বাসা চলেঁ।
পরম মঙ্গল দৃষ্টি হৈল হেনকালে॥
আচার্য্যের পত্রী আইলা জাজিগ্রাম হৈতে
পত্রীপাঠে পরম আনন্দ হৈল চিতে॥
মহাশয় সমাচার পত্রী পাঠাইয়া।
রামচন্দ্র সহ বিলসয়ে হর্ষ হৈয়া॥
পরস্পর কহে আচার্য্যের গুণগণ।
যাহার শ্রবণে হয় দুঃখ বিমোচন॥
নিরন্তর এসব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে অষ্টমোবিলাসঃ।

নবম বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণসহ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী খেতরি গ্রাম হৈতে।
কৈলা অলৌকিক কার্য্য বৃন্দাবন যাইতে॥
তাহা কি কহিব দুষ্ট পাষণ্ডী যবন।
অনায়াসে পাইল দুর্ল্লভ ভক্তিধন॥
সে সব লোকের সঙ্গ করিলেন যাঁরা।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গুণে মত্ত হৈলা তাঁরা॥
সভাসহ ঈশ্বরীর গমন যে পথে।
সে সব দেশীয় লোক ধায় সাথে সাথে॥
যে গ্রামেতে গিয়া যে দিবস স্থিতি হয়।
সে গ্রামীয় লোকের আনন্দ অতিশয়॥
ঐছে কত জীবের কলুষ নাশ করি।
প্রয়াগ হইয়া শীঘ্র গেলা মধুপুরী॥
সভাসহ শ্রীবিশ্রামঘাটে করি স্নান।
শ্রীমাথুর ব্রাহ্মণের করিলা সম্মান॥
সে দিবস রহি নিশি প্রাতে স্নান করি।
তথা হৈতে চলিলেন উল্লাসে ঈশ্বরী॥
ঈশ্বরীর হৈল মথুরাতে আগমন।
একথা সর্ব্বত্র শুনিলেন সর্ব্বজন॥
গোস্বামী সকল শীঘ্র বৃন্দাবন হৈতে।
মনের উল্লাসে আইসে আগুসরি লৈতে॥
এথা দূর হৈতে সভা সহিত ঈশ্বরী।
বিহ্বল হইয়া দেখে বনের মাধুরী॥
নহে নিবারণ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
পদব্রজ চলে দোলা হইতে নামিয়া॥
ঈশ্বরীর আগে শ্রীপরমেশ্বর দাস।
ধীরে ধীরে কহে অতি সুমধুর ভাষ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ।
শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতাদি এক সাথ॥
এ সকলে আইলেন আগুসরি লৈতে।
এত কহি সভারে দেখান দূরে হৈতে॥
তা সভারে দেখিয়া শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি॥
গোস্বামী সকল ঈশ্বরীর দর্শনেতে।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নারে নিবারিতে॥
ভূমি পড়ি প্রণমিলা ঈশ্বরী চরণে।
কহিতে নারয়ে কিছু যত উঠে মনে॥
কৃষ্ণদাস সরখেল না[illegible]চার্য্যাদি।
সভাসহ মিলন হইল যথাবিধি॥
শ্রীপরমেশ্বর দাস গোবিন্দাদি লৈয়া।
মিলাইলা সকলের পরিচয় দিয়া॥

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্ব্বজন।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন গোস্বামী চরণ॥
সভে অতি অনুগ্রহ করি তা সভারে।
করিলেন আলিঙ্গন উল্লাস অন্তরে॥
পরস্পর মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈল বিস্তার॥
শ্রীজীব গোস্বামী কত কহি সাবধানে।
ঈশ্বরীরে চড়াইলা মনুষ্যের যানে॥
শীঘ্র সভা লৈয়া গেলা নিভৃত বাসায়।
ঈশ্বরী দর্শনে লোক চতুর্দ্দিগে ধায়॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
তথা হৈতে আইলা তাঁর পরিকরগণ॥
কেবা কি কর‍য়ে কার স্মৃতি নাহি মনে।
হইল কি অদ্ভুত আনন্দ বৃন্দাবনে॥
সভাসহ হৈল স্থির ঈশ্বরী বাসায়।
ভক্ষণ সামগ্রী সব আইল তথায়॥
নানা ভাতি প্রসাদি পক্কান্ন শীঘ্র করি।
ভুঞ্জাইয়া সভে কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি উল্লাস হিয়ায়।
নিজ নিজ বাসা গেলা হইয়া বিদায়॥
গোবিন্দের রাজভোগ আরতি দর্শনে।
শ্রীজীব গোস্বামী গেলা সর্ব্বজনে॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
হইলা অধৈর্য্য রাধা-গোবিন্দ দেখিয়া॥
শ্রীমাধবাচার্য্য আদি গোবিন্দ দর্শনে।
হইলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥

শ্রীগোবিন্দ আরাত্রিক করিলা দর্শন।
মহাহর্ষে কৈল মহাপ্রসাদ সেবন॥
তথা হৈতে আসি সভে বিশ্রাম করিলা।
শ্রীজীব গোস্বামী হর্ষে নিজ বাসা গেলা॥
অপরাহ্ন সময়ে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
সভাসহ স্নান করিলেন শীঘ্র করি॥
মদনমোহন গোপীনাথালয়ে গিয়া।
করিলা দর্শন প্রেমে বিহ্বল হইয়া॥
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণ।
রাধাদামোদরের করিলা দরশন॥
এসব দর্শনে যৈছে ভাবের বিকার।
তাহা একমুখে বর্ণিব মুঞি ছার॥
সঙ্গে যে আনিলা নানা বস্ত্র আভরণ।
সে সকল সর্ব্বত্রে করিলা সমর্পণ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে।
কি বলিব যে আনন্দ প্রসাদ সেবনে॥
লোকনাথ আদি আগে কহিলেন সব।
খেতরিতে হৈল যৈছে মহা মহোৎসব॥
যেরূপে আইলা পথে তাহা জানাইল।
শুনি সব গোস্বামীর আনন্দ হইল॥
গোস্বামী সকলে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
নিজ নিজ বৃত্তান্ত করিলা নিবেদন॥
শুনিয়া ঈশ্বরী অতি ব্যাকুল অন্তরে।
মাধবাচার্য্যাদি ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে সর্ব্বজন।
গোবিন্দের কাবা কিছু করহ শ্রবণ॥

শুনি গোবিন্দের কাব্য প্রশংসিলা কত।
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সভার সম্মত॥
শ্রীঈশ্বরী তাঁ সভার অনুমতি লৈয়া।
চলিলেন শ্রীকুণ্ডে বহুলা বন হৈয়া॥
আসিয়াছিলেন যাঁরা শ্রীকুণ্ড হইতে।
চলিলেন তাঁরা সভে ঈশ্বরীর সাথে॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড করিয়া দর্শন।
দেখিলেন শ্রীমানসগঙ্গা গোবর্দ্ধন॥
বৃষভানু পুর হৈয়া গেলা নন্দীশ্বর।
দেখিলেন শ্রীজাবট গ্রাম মনোহর॥
বলরাম রাসলীলা কৈলা যেইখানে।
তাহা দেখি পুনঃ আইলেন বৃন্দাবনে॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
শ্রীরাধা-বিনোদ আর শ্রীরাধারমণ।
রাধা-দামোদর এ সভারে যত্ন করি।
ভুঞ্জাইলা ক্রমে পাক করিয়া ঈশ্বরী॥
গোস্বামী সভার সেই প্রসাদ সেবনে।
না জানি কি আনন্দ উদয় হৈল মনে॥
ঐছে শ্রীজাহ্নবা কত দিবস রহিলা।
শ্রীজীব গোস্বামী কিছু গ্রন্থ শুনাইলা॥
পুনঃ শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে লৈয়া সর্ব্বজন।
ক্রমেতে দ্বাদশ বন করিলা ভ্রমণ॥
যথা যে দিবস যৈছে আনন্দ হইল।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাহা না বর্ণিল॥
গৌড়দেশে গমনের উদ্যোগ করিলা।
গোস্বামী সকল ইথে অনুমতি দিলা॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
রাধাদামোদর আর শ্রীরাধারমণ।
শ্রীরাধাবিনোদ এই সভার স্থানেতে।
হৈলা বিদায় কহি যে ছিল মনেতে॥
বিদায়ের কালে যৈছে হৈলা ঈশ্বরী।
সহস্র বদন হৈলে বর্ণিতে না পারি॥
মাধব আচার্য্য আদি যত্নে স্থির হৈলা।
সে দিবস সভে বৃন্দাবনে স্থিতি কৈলা॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম।
বড় গঙ্গাদাস নাম গুণে অনুপম॥
পূর্ব্বে তেঁহ আসিয়াছিলেন বৃন্দাবনে।
কভু স্থির নহে সদা রহয়ে ভ্রমণে॥
তাঁরে অনুগ্রহ করি ঈশ্বরী আপনে।
আজ্ঞা কৈলা গৌড়দেশ যাবে মোর সনে
ঐছে আজ্ঞা পাঞা তেঁহো প্রস্তুত হইলা
এথা গোবিন্দ গোস্বামীর বাসা গেলা॥
শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথের চরণে।
প্রণমিয়া নিবেদিলা যে আছিলা মনে॥
শ্রীভট্ট শ্রীলোকনাথ অতি হৃষ্ট হৈলা।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
এ সভার মাথে করি চরণ অর্পণ।
পুনঃ যে কহিলা তাহা না হয় বর্ণন॥
তথা হৈতে ভুগর্ভ গোস্বামী বাসা গেলা।
তেঁহ এ সভারে অতি অনুগ্রহ কৈলা॥
তথা হৈতে গেলা জীব গোস্বামীর স্থানে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি সেইখানে॥

একত্রে হৈল অনেকের দরশন ;
ভূমে পড়ি বন্দিলেন সভার চরণ ॥
সভে অতি অনুগ্রহ কৈলা এ সভারে।
শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহে কহে গোবিন্দেরে।
তথাকার সংবাদ আচার্য্যে জানাইবা।
নিজকৃত গীতামৃত পাঠাইয়া দিবা ॥
অতি অল্পদিনে এই গ্রন্থ সমাধিব।
লোকদ্বারে পত্রীসহ গ্রন্থ পাঠাইব ॥
এত কহি গোপাল বিরুদাবলি দিলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি প্রশংসিলা ॥
ঐছে সর্ব্বত্রেই সভে দর্শন করিয়া।
করিলা বিশ্রাম শীঘ্র বাসায় আসিয়া ॥
ঈশ্বরী অনেক রাত্রে করিলা শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিলেন দর্শন ॥
আপন গলার মালা দিলা জাহ্নবারে।
লহু লহু হাসিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥
মোর প্রিয়া দেখি মনে করিয়াছ যাহা।
গৌড়দেশ গিয়া পাঠাইব শীঘ্র তাহা ॥
তেঁহ বামে রহিবেন এই দক্ষিণেতে।
হইব যে শোভা তাহা পাইব দেখিতে ॥
ঐছে কত কহি করে মন্দিরে গমন।
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে তাহা করিলা দর্শন ॥
শ্রীগোপীনাথের মালা রাখি সঙ্গোপনে।
চলিলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দর্শনে ॥
আরাত্রিক দেখি কত প্রার্থনা করিয়া।
আইলেন বাসা অতি উল্লাস হইয়া ॥
রজনী প্রভাতকালে অতি সুভক্ষণ।
শ্রীঈশ্বরী বাসা হৈতে করিলা গমন ॥
গোস্বামী সকল আইলেন সেই ঠাঞি।
যে কিছু কহিলা তা বর্ণিতে সাধ্য নাই ॥
কথোদূর গিয়া সভে ঈশ্বরী আজ্ঞায়।
বিদায় হইয়া ভাসে নেত্রের ধারায় ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হইতে নারে স্থির।
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে বহে নীর ॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত শ্রীমাধব আচার্য্য।
মুরারি চৈতন্য আদি হইল অধৈর্য্য ॥
এ সভে কান্দয়ে আর কান্দে ব্রজবাসী।
হইলেন স্থির সভে কথোদূর আসি ॥
ব্রজবাসিগণ নিজ বাসায় চলিলা।
সভাসহ শ্রীঈশ্বরী মথুরা আইলা ॥
সে দিবস স্থিতি করিলেন মথুরাতে।
মাথুর ব্রাহ্মণ ভুঞ্জাইলা যত্নমতে ॥
তথা হৈতে গমন করিলা গৌড়দেশে।
খেতরি গ্রামেতে আইলা কথোক দিবসে ॥
ঈশ্বরীর আগমন শুনি লোকমুখে।
নরোত্তম আত্ম-বিস্মরিত হৈলা সুখে ॥
রামচন্দ্র ডাকিয়া কহিলা সমাচার।
শুনি আগমন হৈল আনন্দ সভার ॥
চলিলেন আগুসরি গোষ্ঠীর সহিতে।
খেতরি গ্রামের লোক [illegible] চারিভিতে ॥
কথোদূর গিয়া দেখে অপূর্ব্ব গমন।
পরস্পর হৈল মহা আনন্দে মিলন ॥

ভূমে লোটাইয়া পড়ে ঈশ্বরী চরণে।
ঈশ্বরী হৈলা হর্ষ দেখি সর্ব্বজনে॥
খেতরি গ্রামের লোক কৃপাদৃষ্টি কৈলা।
সভাসহ খেতরি গ্রামেতে প্রবেশিলা॥
উত্তরিলা শ্রীঈশ্বরী পূর্ব্বের বাসায়।
হইলা অনেক লোক নিযুক্ত সেবায়॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি হৃষ্টমনে।
উত্তরিলা পূর্ব্বের বাসায় সর্ব্বজনে॥
বড়ু গঙ্গাদাস আদি যত বিজ্ঞগণ।
উত্তরিলা দেখি অতি অপূর্ব্ব নির্জ্জন॥
রামচন্দ্র কবিরাজ অতি সাবধানে।
লৈয়া গেলা বিবিধ সামগ্রী স্থানে স্থানে॥
ঈশ্বরী সমীপে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নান করিবারে পুনঃ পুনঃ নিবেদয়॥
উষ্ণ জলে শীঘ্র স্নানাদিক ক্রিয়া সারি।
প্রসাদি মিষ্টান্ন কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী॥
শীঘ্র পাক করি কৈলা প্রভুরে অর্পণ।
ভুঞ্জিলেন যাতে হর্ষ হৈলা সর্ব্বজন॥
ঐছে সর্ব্ব মহান্তের স্নানাদি হইল।
শ্রীসন্তোষ সভে নব্য বস্ত্র পরাইল॥
মিষ্টান্ন প্রসাদ সভে করিলা ভক্ষণ।
তথা একস্থানে শীঘ্র হইল রন্ধন॥
কৃষ্ণে সমর্পিয়া ভোগ পাককর্ত্তা গণে।
সকল মহান্তে ভুঞ্জাইলা হর্ষমনে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্ব্বজন।
পাককর্ত্তাগণ সহ করিলা ভোজন॥
প্রসাদি তাম্বুল সভে করিয়া ভক্ষণ।
নিজ নিজ স্থানে শুইলেন অল্পক্ষণ॥
বড়ু গঙ্গাদাস আদি নিজ স্থানে গিয়া।
কিছুকাল বিশ্রাম করিলা হর্ষ হৈয়া॥
শ্রীঈশ্বরী কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া।
শীঘ্র সারিলেন পুনঃ স্নানাদিক ক্রিয়া॥
নরোত্তম রামচন্দ্র সন্তোষাদি সনে।
শ্রীঈশ্বরী পাশে আইলা উল্লসিত মনে॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় সভে আসনে বসিলা।
নরোত্তম কিছু জিজ্ঞাসিতে মনে কৈলা॥
জানিয়া মনের কথা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
বৃন্দাবন গমনাদি কহিলা বিবরি॥
গোস্বামী সভার চেষ্টা মনে বিচারিতে।
হৈল অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সভা প্রবোধিলা।
শ্রীগোপীনাথের আজ্ঞা ভঙ্গীতে কহিলা॥
যাইতে হইব শীঘ্র ইহা জানাইতে।
রামচন্দ্র কবিরাজ কহে যোড়হাতে॥
এথা কথোদিন রহিবেন মনে ছিল।
মো সভার অভিলাষ বিফল হইল॥
ঈশ্বরী কহেন কিছু কহিতে না পারি।
বিচারিয়া কহ যে উচিত তাহা করি॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় ধীরে ধীরে কহে।
দুই চারিদিনে যাত্রা হৈব খড়দহে॥
সাক্ষাতেই নির্ম্মাণ হইলে ভাল হয়।
এসকল কার্য্যেতে বিলম্ব কিছু নয়॥

পথে যাইতে কিছুদিন বিলম্ব হইব।
কালি প্রাতে খড়দহে লোক পাঠাইব॥
ঐছে কহি শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সাক্ষাতে।
পত্রী লেখাইয়া দিলা সন্তোষের হাতে॥
আচার্য্য ঠাকুরে এক পত্রিকা লিখিলা।
দুই পুত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা॥
হইল সময় সন্ধ্যা আরতি দর্শনে।
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে গেলা প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
শ্রীমাধব আচার্য্যাদি সভে শীঘ্র আইলা।
প্রভুর আরতি হর্ষে দর্শন করিলা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
করিলেন দর্শন ভঙ্গীতে কিবা কৈয়া॥
কতক্ষণ করিলেন কীর্ত্তন শ্রবণ।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা নিজ বাসায় গমন॥
মাধব আচার্য্য আদি সভে বাসা গেলা।
প্রভুর প্রাঙ্গণে রামচন্দ্রাদি রহিলা॥
প্রভুর প্রসাদি পক্কান্নাদি শীঘ্র লৈয়া।
ভুঞ্জাইলা সভারে পরম যত্ন পাঞা॥
পথশ্রমেতে সভে করিলা শয়ন।
শ্রীসন্তোষ আদি কৈল চরণ সেবন॥
রামচন্দ্র ঈশ্বরী সমীপে শীঘ্র গেলা।
কিঞ্চিৎ প্রসাদি দুগ্ধ পান করাইলা॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গেতে যত ছিলা বিপ্র নারী।
তা সভারে কিছু ভুঞ্জাইলা যত্ন করি॥
শ্রীঈশ্বরী শয়ন করিলে মহাশয়।
রামচন্দ্র সহ আইলা প্রভুর আলয়॥

রামচন্দ্র গোবিন্দাদি সভারে লইয়া।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ মহাশয় হর্ষ হৈয়া॥
অবসর পাইয়া ঠাকুর মহাশয়ে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যত্নে নিবেদয়ে॥
গোস্বামী সকল যে কহিতে আজ্ঞা কৈলা।
তাহা কহি গোপাল বিরুদাবলি দিলা॥
শুনিয়া মহাশয় রহিলেন মৌন ধরি।
হইলা অধৈর্য্য যৈছে কহিতে না পারি॥
কতক্ষণে আপনা প্রবোধি স্থির হৈলা।
গোপাল বিরুদাবলি রামচন্দ্রে দিলা॥
তথাপি ব্যাকুল হৈয়া করিলা শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে লোকনাথ দিলা দরশন॥
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামী পদতলে।
পাদপদ্ম সিক্ত কৈলা নয়নের জলে॥
নরোত্তমে গোস্বামী করিয়া আলিঙ্গন।
কহিলা অমৃতময় প্রবোধ বচন॥
নরোত্তমে মহামোদ করিয়া প্রদান।
মন্দ মন্দ হাসিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মহাহর্ষ হৈলা।
শ্রীনাম গ্রহণে রাত্রি প্রভাত করিলা॥
সভে প্রাতঃক্রিয়া করি নরোত্তমে লৈয়া।
মগ্ন হৈলা শ্রীবৃন্দাবনের কথা কৈয়া॥
ঐছে মহানন্দে গোঙাইলা দিন চারি।
পূর্ব্ব মত পাক আদি করিলা ঈশ্বরী॥
যে আনন্দ প্রকাশ করিলা চারি দিনে।
কে বর্ণিতে পারে তা দেখিলে ভাগ্যবানে॥

রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
দোঁহে স্থির করিলেন গমন সময়॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজনে।
পাঠাইলা বুধরি পরমানন্দ মনে॥
শ্রীসন্তোষে কহে কালি প্রভাতে গমন।
শীঘ্র করি কর গমনের আয়োজন॥
পূজারী সকলে কহে পরম যতনে।
সাবধান হবে প্রভু বৈষ্ণব সেবনে॥
ঐছে সভে সর্ব্ব কার্য্যে সাবধান কৈলা।
শ্রীঈশ্বরী সমীপে এ সব নিবেদিলা॥
এথা শ্রীসন্তোষ রায় আদি কতজন।
করিলেন শীঘ্র গমনের আয়োজন॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গেতে দিবার যোগ্য যাহা।
শ্রীপরমেশ্বর দাসে সমর্পিলা তাহা॥

রজনী প্রভাতকালে প্রভুর অঙ্গনে।
বিদায় হৈতে আইলেন সর্ব্বজনে॥
করিয়া দর্শন সভে মনের উল্লাসে।
করিলেক কতেক প্রার্থনা মৃদুভাষে॥
পূজারী প্রসাদি মালা বস্ত্র সভে দিলা।
ভূমে পড়ি প্রণমি বিদায় সভে লৈলা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী অধৈর্য্য দরশনে।
বিদায় হইলা কিবা কহি মনে মনে॥
করিয়া প্রণাম মালা বস্ত্র ধরি মাথে।
চলিলেন সভাসহ প্রাঙ্গণ হইতে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় বিদায় হইলা।
নিজকৃত শ্লোক পড়ি প্রণাম করিলা॥

তথাহি॥

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

যে যে সঙ্গে যাইবেন তাঁ সভারে লৈয়া।
রামচন্দ্র বিদায় ব্যাকুল হৈল হিয়া॥
খেতরি গ্রামের লোক হইয়া অস্থির।
চলিলেন সঙ্গে সভে পদ্মাবতী তীর॥
শ্রীঈশ্বরী সকল লোকেরে প্রবোধিয়া।
চড়িলা নৌকায় অতি অধৈর্য্য হইয়া॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহে কর্ণধারে।
শীঘ্র নৌকা লইয়া চলহ পদ্মাপারে॥

কর্ণধার নৌকা লৈয়া পদ্মাপার আইলা।
এথা লোক ব্যাকুল হইয়া গ্রামে গেলা॥
পদ্মাবতী তীরে সভা সহিত ঈশ্বরী।
স্নানাদি করিয়া শীঘ্র আইল বুধরি।
তথা যে যে নিকটে গ্রামের লোকগণ।
ধাইয়া আইলা সভে করিতে দর্শন।
সকল মহান্তে করি দর্শন সকলে।
ধরিতে নারয়ে হিয়া ভাসে নেত্রজলে॥

ঐছে চেষ্টা দেখি বিজ্ঞগণ হর্ষ হৈলা।
তাঁ সভারে সুমধুর বাক্যে সম্বোধিলা॥
সভাসহ শ্রীঈশ্বরী উল্লাস অন্তরে।
উত্তরিলা অপূর্ব্ব নির্জ্জন বাসাঘরে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ পাককর্ত্তাগণে।
করিলেন নিবেদন যাইতে রন্ধনে॥
সে সকলে শীঘ্র পাক করি হর্ষ হৈলা।
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া ভোগ সরাইলা॥
শ্রীঈশ্বরী করি অতি সংক্ষেপে রন্ধন।
দুগ্ধাদি সহিতে কৃষ্ণে কৈল সমর্পণ॥
ভোগ সরাইয়া সুখে ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী।
বসিলা আসনে আসি পুনঃ স্নান করি॥
এথা অতি যত্ন করি পাককর্ত্তাগণ।
সর্ব্ব মহান্তেরে করাইলেন ভোজন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আদি সর্ব্বজনে।
করিল ভোজন পাককর্ত্তাগণ সনে॥
সে দিবস ঈশ্বরীর কি আনন্দ হইল।
বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ স্থির কৈল॥
বিরক্তের শিরোমণি বড়ু গঙ্গাদাস।
স্বপ্নেও নাহিক যাঁর কোন অভিলাষ॥
বড়ু গঙ্গাদাস অতি সঙ্কোচিত হৈলা।
ঈশ্বরীর ইচ্ছামতে বিবাহ করিলা।
দিলেন বিবাহ যৈছে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে বর্ণিতে না পারি।
শ্যামরাজ নামে ঐ বিগ্রহ মনোহর।
কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা সে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
তেঁহ স্বপ্নচ্ছলে কহে ঈশ্বরীর পাশে।
এবে মোরে সমর্পহ বড়ু গঙ্গাদাসে॥
স্বপ্নাদেশে ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
বড়ু গঙ্গাদাসে দিলা যেবা সমর্পিয়া॥
ভোগের নির্ব্বন্ধ করিলেন সেইক্ষণে।
মহামহোৎসব হৈল তার পরদিনে।
বড়ু গঙ্গাদাস প্রতি নিভৃতে ঈশ্বরী।
কহিলেন কি তাহা বুঝিতে না পারি॥
বড়ু গঙ্গাদাসে রাখি বুধরি গ্রামেতে।
সভাসহ আইলা কণ্টকনগরেতে॥
শ্রীযদুনন্দন আদি আনন্দ হৃদয়ে।
আগুসরি আনিলেন প্রভুর আলয়ে॥
ভোজন করিয়া প্রভু করিবে শয়ন।
হেনকালে অঙ্গনে প্রবেশে সর্ব্বজন॥
দেখি গৌরচন্দ্রে অতি আনন্দ হিয়ায়।
সভাসহ উত্তরিলা পূর্ব্বের বাসায়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আদি সর্ব্বজনে।
দিলেন অপূর্ব্ব বাসা পরম নির্জ্জনে॥
গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন সর্ব্বজন।
এথা সব সামগ্রীর হৈল আয়োজন॥
জাজিগ্রামে শীঘ্র এক লোক পাঠাইলা।
সভা সহ শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আইলা॥
এথা স্নানাদিক ক্রিয়া করি সর্ব্বজন।
প্রসাদি মিষ্টান্ন কিছু করিলা ভক্ষণ॥
হেনকালে আচার্য্য হইলা উপনীত।
দেখিয়া সকলে হইলেন উল্লাসিত॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য সভারে প্রণময়ে।
সভে প্রণমিয়া শ্রীনিবাসে আলিঙ্গয়ে॥
স্নেহে জিজ্ঞাসিলা শ্রীনিবাসেরে কুশল।
শ্রীনিবাস কহে এই দর্শনে মঙ্গল।
শ্রীনিবাস সঙ্গেতে ছিলেন যত জন।
সভে বন্দিলেন সর্ব্ব মহান্ত চরণ॥
সকল মহান্ত যথাযোগ্য ক্রিয়া কৈল।
স্নেহাবেশে যৈছে তা বর্ণিতে না পারিল॥
এথা পাক কর্ত্তাগণ রন্ধন করিলা।
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া ভোগ সরাইলা॥
শ্রীঈশ্বরী করি শীঘ্র পাক সংক্ষেপেতে।
ভুঞ্জাইয়া প্রভুকে ভুঞ্জিলা যত মতে॥
পুনঃ স্নান করিয়া কহয়ে সর্ব্বজনে।
বেলা অবসান হৈল বৈসহ ভোজনে॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সভারে লইয়া।
সকল মহান্ত ভুঞ্জিলেন হর্ষ হৈয়া॥
আচমন করি সভে বসিলা আসনে।
আচার্য্য গেলেন ঈশ্বরীর দরশনে॥
ভূমে পড়ি ঈশ্বরী চরণে প্রণমিলা।
স্নেহাবেশে ঈশ্বরী কুশল জিজ্ঞাসিলা॥
শ্রীনিবাস কহে এই চরণ দর্শনে।
সব অকুশল দূরে গেল এতদিনে॥
শ্রীঈশ্বরী পুনঃ অতি সুমধুর ভাষে।
আদ্যোপান্ত সকল কহিলা শ্রীনিবাসে॥
শ্রীনিবাস শুনিলেন উল্লাস হিয়ায়।
আইলেন প্রিয় নরোত্তমের বাসায়॥

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কহিলেন তাহা।
কহিতে কহিলা শ্রীগোস্বামী সব যাহা॥
শুনিয়া আচার্য্য মনে করয়ে বিচার।
প্রভুপাদপদ্ম কি দেখিতে পাব আর॥
রামচন্দ্র কবিরাজ কতক্ষণ পরে।
গোপাল বিরুদাবলি দিলা আচার্য্যেরে॥
আচার্য্য লইয়া তাহা মস্তকে ধরিলা।
সন্ধ্যা আরাত্রিক শীঘ্র দেখিতে চলিলা॥
সকল মহান্ত মিলি আইলা প্রাঙ্গণে।
হইল পরমানন্দ আরতি দর্শনে॥
কতক্ষণ করিলেন নাম সংকীর্ত্তন।
যে আনন্দ হৈল তাহা না হয় বর্ণন॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী প্রভুর মন্দিরেতে।
হইলেন অধৈর্য্য প্রভুর দর্শনেতে॥
যত্নে স্থির হৈয়া কৈলা বাসায় গমন।
কতক্ষণে গৌরাঙ্গের হইল শয়ন॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যে লৈয়া মহান্ত সকল।
গেলেন বাসায় হৈয়া আনন্দে বিহ্বল॥
শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহি কতক্ষণ।
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গেলেন বাসায়।
আচার্য্য শয়ন কৈলা ব্যাকুল হিয়ায়॥
কিছু নিদ্রা হৈলে নিশি অবসান কালে।
শ্রীগোপাল ভট্ট দেখা দিলা স্বপ্ন ছলে॥
শ্রীনিবাস লোটাইয়া ভূমিতে পড়িলা।
নয়নের জলে পাদপদ্ম প্রক্ষালিলা॥

শ্রীভট্ট গোস্বামী করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন॥
তোমার নিকটে আমি আছি নিরন্তর।
জন্মে জন্মে তুমি মোর প্রধান কিঙ্কর॥
ঐছে কত কহি মাথে ধরিয়া চরণ।
অদর্শন হইতেই হইল চেতন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট পাদপদ্ম ধ্যান করি।
উঠিয়া বসিলা কৃষ্ণচৈতন্য সঙরি॥
হইল প্রভাত সভে করি প্রাতঃক্রিয়া।
সুরধুনী স্নানাদি করিলা হর্ষ হৈয়া॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দেখি দেখে ভারতীর স্থান।
বিদায় হইতে হৈল ব্যাকুল পরাণ॥
শ্রীযদুনন্দনে কত কহি স্থির কৈলা।
সভাসহ শ্রীঈশ্বরী জাজিগ্রামে আইলা॥
আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে লোক পাঠাইলা।
শুনিয়া সংবাদ খণ্ডবাসী হর্ষ হৈলা॥
জাজিগ্রামে আইলেন শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীরে করিলা দর্শন॥
সভাসহ মিলনে যে উল্লাস হইল।
তাহা বিস্তরিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥
কতক্ষণ জাজিগ্রামে অবস্থি কৈলা।
শুনিয়া ব্রজের কথা অধৈর্য্য হইলা॥
পুনঃ সঙ্গে লৈয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে।
ঈশ্বরী সমীপে নিবেদয়ে মৃদু ভাষে॥
শুনিলুঁ সকল ইথে বিলম্ব না সহে।
শীঘ্র করি যাইতে হইবে খড়দহে॥
কালি প্রাতে করিবেন খণ্ডে আগমন।
আমারে যাইতে তথা হইবে এখন॥
এত কহি প্রণমিয়া শ্রীখণ্ডে চলিলা।
প্রত্যেকে সকল মহান্তেরে নিবেদিলা॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সভে সম্বোধিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন খণ্ডে আইলা হর্ষ হৈয়া॥
করাইলা সকল সামগ্রী আয়োজন।
বাসা পরিষ্কার করাইলা সেইক্ষণ॥
হইল প্রস্তুত সব দেখে স্থানে স্থানে।
খণ্ডবাসী লোক অতি উৎকণ্ঠা দর্শনে॥
এথা জাজিগ্রামে সভা সহিত ঈশ্বরী।
ভক্ষণাদি ক্রিয়া সারিলেন শীঘ্র করি॥
আচার্য্য করিলা গ্রন্থ পাঠক ততক্ষণ।
তার পর হইল অদ্ভুত সংকীর্ত্তন॥
জাজিগ্রামে সে দিন সুখের নাহি অন্ত।
তাহা কি বর্ণিব দেখিলেন ভাগ্যবন্ত॥
রজনী প্রভাত কালে প্রাতঃক্রিয়া করি।
সভাসহ শ্রীখণ্ডেতে আইলা ঈশ্বরী॥
খণ্ডবাসী লোক হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
দেখিয়া শ্রীজাহ্নবার চরণ যুগল॥
যে আনন্দ হৈল সর্ব্বমহান্ত দর্শনে।
তাহা কি বর্ণিব যে দেখিল সেই জানে॥
সভাসহ প্রভুর প্রাঙ্গণে শীঘ্র গিয়া।
প্রভুর দর্শনে উল্লাসিত হৈল হিয়া॥
নিত্যানন্দ প্রভু যথা নর্ত্তন করিলা।
প্রেমের আবেশে যথা মধু পান কৈলা॥

যথা নরহরি নৃত্য দেখিলা নিতাই।
ধূলায় ধূসর হইলেন যে ঠাঞি॥
সে সকল স্থান দেখি উল্লাস হিয়ায়।
উত্তরিলা সভে অতি অপূর্ব্ব বাসায়॥
সে দিবস পাক ক্রিয়া অল্পে সমাধিলা।
প্রভুরে সমর্পি শীঘ্র সকলে ভুঞ্জিলা॥
ঈশ্বরীর মন জানি শ্রীরঘুনন্দন।
আরম্ভিলা ভুবন মঙ্গল সংকীর্ত্তন।
হইল অদ্ভুত প্রেমবন্যা-সংকীর্ত্তনে॥
সভে সাঁতারয়ে কার ধৈর্য্য নাহি মনে॥
আত্ম-বিস্মরিত হইলেন সর্ব্বজন।
কেহ কার পায়ে ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
লুঠয়ে ধরণী তলে বিহ্বল অন্তর।
হইল সভার অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
যৈছে গীত বাদ্য তৈছে করয়ে নর্ত্তন।
ইথে দ্রবে পাষাণ সমান যার মন॥
কেহ কার প্রতি কহে রহি এক ভীতে।
গীত নৃত্য বাদ্যের উপমা নাই দিতে॥
কেহ কহে ওহে ভাই মনে এই করি।
নৃত্য গীত বাদ্যের বালাই লৈয়া মরি॥
কেহ কহে গীত নৃত্য বাদ্যের পাথারে।
সেই সে ডুবয়ে এ সভার কৃপা যারে॥
ঐছে কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায়।
চারি পাশে ফিরে সবে মত্তহস্তী প্রায়॥
কি মধুর কীর্ত্তনে অদ্ভুত ভাবাবেশে।
কিছু স্মৃতি নাই রাত্রি হৈল অবশেষে॥

প্রভু ইচ্ছামতে কতক্ষণে স্থির হৈয়া।
করিলা বিশ্রাম সভে বাসায় আসিয়া॥
কিছু নিদ্রা হৈয়া রাত্রি প্রভাত হইল।
প্রাতঃক্রিয়া আদি সভে শীঘ্র সমাধিল॥
স্নানাহ্নিক ক্রিয়া শীঘ্র করিয়া ঈশ্বরী।
ভুঞ্জাইল প্রভুরে অপূর্ব্ব পাক করি॥
মাধবাচার্য্যাদি লৈয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
ঈশ্বরী আজ্ঞায় সভে বসিলা ভোজনে॥
ঈশ্বরী আপনে পরিবেশন করিলা।
না জানি সকলে কত আনন্দে ভুঞ্জিলা॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সভারে ভুঞ্জাইয়া।
করিলা ভোজন সর্ব্বশেষে প্রীত পাঞা॥
ঈশ্বরীর স্নেহাবেশে শ্রীরঘুনন্দন।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ॥
শ্রীখণ্ড গ্রামের লোক ঈশ্বরীর গুণে।
হইলা বিহ্বল সুখ বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
শ্রীঈশ্বরী করি পুনঃ স্নান হর্ষ হৈয়া।
বসিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি লৈয়া॥
সুমধুর বাক্যে কহে অতি স্নেহ করি।
এথা হৈতে সভে শীঘ্র যাইবা খেতরি॥
খড়দহে যাত্রা কালি করিব প্রভাতে।
শীঘ্র সমাচার পাঠাইব তথা হৈতে॥
ঐছে কত কহি আইলা প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল আনন্দ সন্ধ্যা আরতি দর্শনে॥
কতক্ষণ করি নাম কীর্ত্তন শ্রবণ।
বিদায় হইয়া বাসা করিলা গমন॥

শ্রীরঘুনন্দন আদি ঈশ্বরীর পাশে।
নিবেদন করে কিছু সুমধুর ভাষে॥
শুনিলাম কালি প্রাতে হইবে গমন।
প্রৌঢ় করি রাখিতেও নারিবে এখন।
আপনি স্বতন্ত্র নিবেদিতে পাই ভয়।
মধ্যে মধ্যে গমন হইলে ভাল হয়॥
মোর সম নির্লজ্জ নাহিক কোন জন।
ঐছে বিচ্ছেদাগ্নি দাহে আছয়ে জীবন॥
রঘুনন্দনের ঐছে বচন শ্রবণে।
ঈশ্বরী অধৈর্য্য ধারা বহে দুনয়নে॥
কতক্ষণে শ্রীরঘুনন্দন স্থির হৈয়া।
আইলেন বিনয় পূর্ব্বক কত কৈয়া॥
গৌরাঙ্গের প্রসাদি সামগ্রী সভে দিলা।
যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা তথাপি ভুঞ্জিলা॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে দিবেন সেইক্ষণ।
শ্রীমাধব আচার্য্যে করিলা সমর্পণ॥
হইল অনেক রাত্রি শয়ন করিলা।
রজনী প্রভাতে সভে বিদায় হইলা॥
সে সময় যৈছে চিত্ত ব্যাকুল সভার।
যৈছে নেত্র ধারা বর্ণিতে শক্তি কার॥
শ্রীমতী ঈশ্বরী পূর্ব্বে যে পথে আইলা।
সভে দেখি সেইপথে খড়দহে গেলা॥
ঈশ্বরী গমন যৈছে লোক গতাগতি।
সে সকল বর্ণিতে কি আমার শকতি।
এথা শ্রীঠাকুর রঘুনন্দন খণ্ডেতে।
আচার্য্যাদি সহ মহা বিহ্বল প্রেমেতে॥
সে দিবস আচার্য্যাদি তথাই রহিলা।
প্রভাতে বিদায় হৈয়া জাজিগ্রামে আইলা
জাজিগ্রামে দুই চারি দিবস রহিয়া।
দুইজন সঙ্গে শীঘ্র গেলেন নদীয়া॥
নবদ্বীপে ভ্রমণ করিলা যে প্রকারে।
তাহা বিস্তারিত গ্রন্থ ভক্তি রত্নাকরে॥
তথা হৈতে শ্রীআচার্য্য জাজিগ্রামে আসি
সে দিবস সংকীর্ত্তনে গোঙাইল নিশি॥
তার পরদিন যাত্রা করিলা প্রভাতে।
চারি পাঁচদিনে আইল বুধরি গ্রামেতে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথো জনে।
তথা রাখি খেতরি আইল পরদিনে॥
শুনিয়া গমন লোক ধায় চারিপাশে।
করয়ে দর্শন অতি মনের উল্লাসে॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে তা সভারে সন্তোষয়॥
সভাসহ গৌরাঙ্গণে অতি শীঘ্র গিয়া।
করিলা দর্শন অতি অধৈর্য্য হৈয়া॥
হেনকালে খড়দহ হৈতে পত্রী আইল।
সকল মঙ্গল পত্রী পাঠে জ্ঞাত হৈল॥
পরম মঙ্গল পত্রী লিখি সেইক্ষণে।
খড়দহ পাঠাইলা অতি হৃষ্ট মনে॥
কতক্ষণ রহি তথা আইলা বাসাতে।
দিবানিশি মত্ত কৃষ্ণকথা আলাপেতে॥
প্রতিদিন মহামহোৎসব যৈছে হয়।
তাহা বর্ণিবারে নারি বাহুল্যের ভয়॥

আচার্য্য শ্রীমহাশয় রামচন্দ্র তিনে।
না জানি প্রসঙ্গ কিবা করিলা নির্জ্জনে॥
শ্রীআচার্য্য পঞ্চদশ দিবস রহিয়া।
কাঞ্চন গড়িয়া গেলা বুধরি হইয়া॥
তথা পঞ্চদিবস পরমানন্দে ছিলা।
বহু শিষ্য সঙ্গে করি জাজিগ্রামে আইলা॥
নিরন্তর ভক্তিশাস্ত্র পড়ান সভারে।
হেন সাধ নাহি কার বাদকল্প করে॥
সভামধ্যে গর্জ্জে মহা মত্তসিংহ প্রায়।
শুনিয়া তার্কিক আদি দূরেতে পলায়॥
নানা দেশ হৈতে লোক পড়িতে আইসে।
ভক্তিগ্রন্থে অধ্যাপক হৈয়া যায় দেশে॥
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি মহাধন।
শ্রীচৈতন্য ইচ্ছা মতে করে বিতরণ॥
পাপিয়া পাষণ্ডিগণ আচার্য্য কৃপায়।
অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গুণগায়॥
হেন আচার্য্যের অভিন্ন কলেবর।
শ্রীঠাকুর নরোত্তম গুণের সাগর॥
প্রাণের অধিক প্রিয় শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গে।
শ্রীখেতরি গ্রামে বিলসয়ে প্রেমরঙ্গে॥
শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
নিরন্তর শিষ্যেরে করান অধ্যয়ন॥
ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা শুনি কর্ম্মী জ্ঞানিগণে।
হইয়া বৈষ্ণব সে নিন্দয়ে কর্ম্মজ্ঞানে॥
অন্যদেশে আসি বিপ্র বৈষ্ণব একত্রে।
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়ি পড়ান সর্ব্বত্রে॥
ঐছে ভক্তি-গ্রন্থরত্ন করে বিতরণ।
ভাগ্যবন্ত জন ইহা করয়ে শ্রবণ॥
একদিন নরোত্তম রামচন্দ্র সনে।
বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে॥
হেনকালে আইলা এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।
মহাশয় প্রতি কহে করিয়া ক্রন্দন॥
মোর পাঠ শিষ্যগণ আগে দর্প করি।
করিলুঁ যতেক তাহা কহিতে না পারি॥
যে দিবস তোমারে করিলুঁ শূদ্র বুদ্ধি।
সেইদিন হইতে মোর হৈল কুষ্ঠব্যাধি॥
রোগ শান্তি হেতু কৈলুঁ ঔষধ অনেক।
শিব স্বস্ত্যয়ন আদি ক্রিয়া বা কতেক॥
রোগ শান্তি হৈবে কি বাড়িল মহাক্লেশ।
মনে কৈলুঁ গঙ্গায় করিব পরবেশ॥
স্বপ্নে মোরে বিমুখী হইয়া ভগবতী।
ক্রোধাবেশে কহে হৈবে বিশেষ দুর্গতি॥
নরোত্তমে শূদ্র বুদ্ধি কৈলি অহঙ্কারে।
পড়িয়া শুনিয়া বুদ্ধি গেল ছারেখারে॥
নরোত্তমে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি যার।
সে পাপীর কোনকালে নাহিক নিস্তার॥
যদি তেঁহ তোর ভাগ্য হয়েন সদয়।
তবে সে হইবে রক্ষা জানিহ নিশ্চয়॥
ঐছে কহি তেঁহ হইলেন অদর্শন।
প্রাতঃকাল হৈল এথা করিলুঁ গমন॥
আসিতে তোমার আগে মনে হৈল ভয়।
পথে এক বিজ্ঞ কহে তেঁহ কৃপাময়॥

দূরে হৈতে তোমারে করিয়া দরশন।
যূড়াইল নেত্র যেন পাইলুঁ জীবন॥
মোর অপরাধ ক্ষমা কর এইবার।
লইলুঁ শরণ এই চরণে তোমার॥
এত কহি ভাসে দুই নয়নের জলে।
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র পড়ে মহীতলে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহে বারবার।
মোর স্থানে অপরাধ নাহিক তোমার॥
বিপ্র কহে মোর মাথে ধরহ চরণ।
তবে সে প্রফুল্ল হয় এ পাপীর মন॥
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙরিয়া।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
বিপ্র মহাহর্ষে লৈয়া চরণের ধূলি।
করয়ে নর্ত্তন দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি॥
কতক্ষণ পরে বিপ্র হইলেন স্থির।
দূরে গেল ব্যাধি হৈল নির্ম্মল শরীর॥
বিপ্রচিত্তে হৈল প্রেমভক্তির উদয়।
ব্যাধি ভাল হৈল ইথে মনে বিচারয়॥
ব্যাধি দেহে থাকিলে হইত উপকার।
না জানিয়ে পাছে বা জন্ময়ে অহঙ্কার॥
ঐছে মনে করে বিপ্র ভক্তি প্রভাবেতে।
হইয়া বৈষ্ণব নিজ গোষ্ঠীর সহিতে॥
এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্রে প্রচার।
ব্রাহ্মণগণের ভয় বাড়িল অপার॥
কেহ কার প্রতি কহে হও সাবধান।
শ্রীনরোত্তমেরে না করিও শূদ্রজ্ঞান॥
কেহ কহে মত্ত হৈয়া বিপ্র অহঙ্কারে।
নরোত্তম হেন রত্ন নারি চিনিবারে॥
কেহ কহে নরোত্তম কৃপার আলয়।
নিজগুণে কৃপা করি নাশে ভবভয়॥
কেহ কহে নরোত্তমের গুণগানে।
অধম উত্তম হৈল দেখিলুঁ নয়নে॥
নরোত্তম গুণের সমুদ্র কেহ কহে।
এত গুণ মনুষ্যে সম্ভব কভু নহে॥
কেহ কহে এ কেবল মনুষ্য আকার।
জীব উদ্ধারিতে ঈশ্বরাংশ অবতার॥
ঐছে বহু কহি বৃদ্ধ বিপ্র গুণবান।
নিজ নিজ গোষ্ঠীগণে কৈলা সাবধান॥
শ্রীনরোত্তমের গুণ গায় অবিরত।
নরোত্তম চেষ্টা যৈছে কি কহিব কত।
মধ্যে মধ্যে জাজিগ্রাম গিয়া মহাশয়।
আচার্য্যের সহ যৈছে সুখে বিলসয়।
যৈছে বীর হাম্বীরের সহিতে মিলন।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে হইল বর্ণন॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে নবমোবিলাসঃ।

দশম বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
আচার্য্যের শিষ্য রাম শ্রীরঘুনন্দন।
বৃন্দাবন হইতে আইলা দুইজন ॥
ব্রজের মঙ্গল মহাশয়ে নিবেদিয়া।
পুনঃ নিবেদয়ে অতি উল্লাস হইয়া ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী প্রেরিত ঠাকুরাণী।
কি অপূর্ব্ব শোভা তাঁর কহিতে কি জানি
গোস্বামী সকল গোপীনাথের আদেশে।
বসাইলা শ্রীগোপীনাথের বামপাশে ॥
হৈল মহামহোৎসব দেখিলুঁ সাক্ষাতে।
ব্রজবাসী বৈষ্ণব উল্লাস মহাপ্রীতে ॥
শুনি এ প্রসঙ্গ সব সবে হর্ষ হৈলা।
রামচন্দ্র দোঁহে শীঘ্র স্নানে পাঠাইলা ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সনে।
প্রেমাবেশে চলে দোঁহে পদ্মাবতী স্নানে ॥
সেই পথে আইসে দুই ব্রাহ্মণ কুমার।
ছাগ মেষ মহিষ শাবক সঙ্গে তার ॥

তাহা দেখি রামচন্দ্রে কহে মহাশয়।
কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য এই বিপ্রদ্বয় ॥
রামচন্দ্র সেই বিপ্রে লক্ষ করি।
নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গে চলয়ে ধীরি ধীরি ॥
কিছুদূরে সেই দুই বিপ্র বিদ্যমান।
শুনি শাস্ত্র প্রমাণ নির্ম্মল হৈল জ্ঞান ॥
দোঁহে দেখি মনের উল্লাসে দোঁহে কয়।
এই কবিরাজ শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥
লোকমুখে শুনিলুঁ মহিমা দূরে হতে।
আজি সুপ্রভাত হৈল দেখিলুঁ সাক্ষাতে ॥
এত কহি ছাগাদিক দূরে রাখাইলা।
মহাসশঙ্কিত হৈয়া নিকটে আইলা ॥
সুমধুর বাক্যে দোঁহে কহে মহাশয়।
কি নাম কাহার পুত্র দেহ পরিচয় ॥
শুনি বিপ্র কহে মোর নাম হরিরাম।
আমার কনিষ্ঠ এই বালকৃষ্ণ নাম ॥
শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সভে জানে।
বহু অর্থ ব্যয় তাঁর ভবানী পূজনে ॥
বলরাম কবিরাজ বৈদ্য ভালমতে।
ছাগাদি লইতে আইলুঁ পিতার আজ্ঞাতে

জীবহিংসা করিতে তাঁহার নাহি ভয়।
এ কর্ম্ম করিলে স্বর্গ ভোগ সে জানয়॥
এত কহি নিজ লোকে কহে ডাক দিয়া।
পদ্মাপার যাহ সভে ছাগাদি ছাড়িয়া॥
হরিরাম আচার্য্যের বচন প্রমাণে।
ছাগাদিক ছাড়িয়া দিলেন সেইখানে॥
গেলেন সকল লোক পদ্মাবতী পার।
এ দোঁহার আগে দোঁহে করে পরিহার॥
ছাগাদি কিনিতে এথা আইলুঁ শুভক্ষণে।
ঘুচিল অজ্ঞানতম এ পদ দর্শনে॥
এবে এই বিপ্রধামে কর অঙ্গীকার।
ঘুচুক জগতে যশ তোমা দোঁহাকার।
এত কহি মহীতলে পড়ি প্রণমিলা।
নয়নের জলে অতিশয় সিক্ত হৈলা॥
দেখিয়া ব্যাকুল দোঁহে করুণা বাড়িল।
হুঁহু দোঁহে আলিঙ্গন করি স্থির কৈল॥
পদ্মাবতী স্নান করি দোঁহে দোঁহা লৈয়া।
প্রভুর আলয়ে গেলা উল্লসিত হৈয়া॥
সর্ব্ব সুমঙ্গল সে দিবস শাস্ত্রমতে।
বিষয়ে প্রবল অনুরাগ বৃদ্ধ চিত্তে॥
হরিরাম আচার্য্য শ্রীকবিরাজ স্থানে।
করিলেন মন্ত্রদীক্ষা অতি সাবধানে॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্যে ঠাকুর মহাশয়।
দিলা মন্ত্রদীক্ষা হৈল উল্লাস হৃদয়॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ অতি ভাগ্যবান।
রামচন্দ্র নরোত্তমে হৈল এক জ্ঞান॥
লোটাইয়া পড়ে দোঁহে দোঁহার চরণে।
দোঁহে মহাশক্তি সঞ্চারিলা দুইজনে॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে সমর্পিয়া।
জানাইল শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত হর্ষ হৈয়া॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ দুই সহোদর।
প্রেমভক্তি রসে মত্ত হৈলা নিরন্তর॥
বিজয়া দশমী পর একাদশী দিনে।
হইলা বিদায় গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
দুঁহে নিজ ইষ্টপদ ধূলি লৈয়া মাথে।
খেতরি হইতে আইলা গোয়াস গ্রামেতে॥
বলরাম কবিরাজ সহ দেখা হৈল।
তাঁর ঘরে গিয়া সেই রাত্রি বাস কৈল॥
আপন বৃত্তান্ত তাঁরে সকল জানাই।
শুনিলেন সকল বৃত্তান্ত তাঁর ঠাঞি॥
পিতাসহ সাক্ষাৎ হইল প্রাতঃকালে।
শিবাই দেখিয়া পুত্র অগ্নি হেন জলে॥
তথা লোক সঙ্ঘট্ট সভারে শুনাইয়া।
পুত্র প্রতি কহে মহাক্রোধে পূর্ণ হৈয়া।
ওরে মূর্খ কহ দেখি কোন শাস্ত্রে কয়।
ব্রাহ্মণ হইতে কি বৈষ্ণব বড় হয়॥
ভগবতী নিগ্রহ করিলা এতদিনে।
বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে॥
বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব।
পণ্ডিতের সমাজে করায় পরাভব॥
করিব উচিত শাস্তি দুর্গায় কৃপায়।
যেন হেন কার্য্য কভু না করে এথায়॥

শুনি ক্রোধে হরিরাম কহে বারবার।
আনহ পণ্ডিত দেখি কৈছে শক্তি কার॥
আগে মোর পরাভব করিলে সে জানি।
নহিলে এ ভেক কোলাহল প্রায় বাণী॥
শুনি পুত্রবাক্য ক্রোধে অধৈর্য্য হইল।
পণ্ডিত সমাজে শীঘ্র পুত্রে বোলাইল॥
হরিরাম সিংহ প্রায় মহাদর্প করি।
সর্ব্বমত খণ্ডি কৈলা ভক্তি সর্ব্বোপরি॥
বেদাদি প্রমাণে সর্ব্ব আরাধ্য বৈষ্ণব।
শুনিতে সে সভ সভে হৈল পরাভব॥
সকল লোকেতে হরিরাম পানে চায়।
কেহ কহে এত বিদ্যা পড়িল কোথায়॥
কেহ কহে বৈষ্ণবের অনুগ্রহ হৈতে।
অনায়াসে স্ফুরে বিদ্যা না হয় পড়িতে॥
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে যৈছে হন।
শুনিয়া থাকিবে সে দোঁহার গুণগণ॥
সে দোঁহার কৃপাপাত্র এই দুই ভাই।
কোনখানে এ দোঁহার পরাজয় নাই॥
ঐছে কত কহে দেখি পণ্ডিত সমাজ।
পরাজয় হৈয়া সভে পাইলা বড় লাজ॥
বৈষ্ণব প্রভাব বড় এতেক কহিয়া।
নিজ নিজ বাসা সভে গেলা নম্র হৈয়া॥
মহাক্রোধে শিবাই আনিল মুরারিরে।
তেঁহ দিগ্বিজয়ী বাস মিথিলা নগরে॥
বহু লোক সঙ্গে বিপ্র মহাবিদ্যাবান।
অহঙ্কারে মত্ত অন্যে করে তৃণ জ্ঞান॥

বলরাম কবিরাজ আসিয়া তাঁর পাশে।
তাঁর বাক্যে তাঁরে হারাইলা অনায়াসে॥
পরভাব হৈয়া দিগ্বিজয়ী সভে কয়।
বৈষ্ণব মহিমা কহি মোর সাধ্য নয়॥
এত কহি দ্রব্য সব কৈলা বিতরণ।
লজ্জা হেতু দেশে পুনঃ না কৈল গমন॥
ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিলা সেই ক্ষণে।
মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা কহে সর্ব্বজনে॥
শিবাই পাইয়া লজ্জা মৃতপ্রায় হৈল।
করিয়া বৈষ্ণব দ্বেষ মহাদুঃখ পাইল॥
ভগবতী তার দণ্ড দিলা যথোচিত।
বৈষ্ণবধর্ম্মেতে লোক হৈলা সাবহিত॥
এ সব প্রসঙ্গ সর্ব্বদেশেতে ব্যাপিল।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দ পাইল॥
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য দুইজন।
মহানন্দে করে সদা নাম সংকীর্ত্তন॥
পরম দুর্ল্লভ ভক্তিপথে অনুরক্ত।
রহিয়া সংসার মাঝে পরম বিরক্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে মত্ত দিবা রাতি।
বলরাম কবিরাজ সঙ্গে সদা স্থিতি॥
একদিনে দোঁহে নিজ প্রয়োজন মতে।
সুরধুনী তীর আইলা গাম্ভীলা গ্রামেতে॥
তথা বিদ্যাবন্ত বহু তাহাতে প্রধান।
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গুণগান॥
সাত্ত্বিক স্বভাব অতি রত সুক্রিয়াতে।
মহাজিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞ বিদ্যা প্রদানেতে॥

তেঁহ অলক্ষিতে দাণ্ডাইয়া নিজালয়ে।
হরিনাম রামকৃষ্ণাচার্য্যে নিরীক্ষয়ে॥
দেখি দিব্য তেজ মনে করয়ে বিচার।
পূর্ব্বেও দেখিলুঁ এবে দেখি চমৎকার।
কবিরাজ আর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
এ দোঁহে করিলা কৃপা হইয়া সদয়॥
হইয়া বৈষ্ণব চিত্তাকর্ষয়ে শোভাতে।
স্ফুরিল সকল শাস্ত্র সেহুঁহু কৃপাতে॥
করিলেন পরাজয় অনেক পণ্ডিতে।
দিগ্বিজয়ী ভিক্ষুক হইলেন লজ্জামতে॥
এ দুঁহু প্রভাব হেতু সে কৃপার বল।
দুঁহু মহাভাগ্যবন্ত জনম সফল॥
এ দুঁহু সম্বন্ধে মহাশয়ে যে নিন্দিল।
ভগবতী ক্রমে সে পাষণ্ডে দণ্ড দিল।
মুঞি বিপ্র প্রধান তুচ্ছ বিদ্যা অহঙ্কারে।
না বুঝি আজ্ঞা কৈলুঁ সে মহাশয়েরে॥
যদি মোরে অনুগ্রহ করে মহাশয়।
তবে মোর নরক হৈতে ত্রাণ হয়॥
মো পাপীরে অবশ্য করিব অঙ্গীকার।
শুনিয়াছি এমন দয়ালুঁ নাহি আর॥
ঐছে মনে বিচারিলা গঙ্গানারায়ণ।
আপনা মানয়ে দীন করয়ে ক্রন্দন॥
করিতে ক্রন্দন হৈল ভক্তির উদয়।
করি কত খেদ পুনঃ ফুকারিয়া কয়॥
বৈষ্ণব ধর্ম্মের পর ধর্ম্ম নাহি আর।
এ হেন ধর্ম্মেতে মন না হৈল আমার॥
ধিক ধিক কিবা ফল এছার জীবনে।
গোঙাইলুঁ জন্ম বৃথা কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
ওহে নরোত্তম প্রভু দেহ ভক্তিধন।
তুয়া পাদপদ্মে মুঞি লইলুঁ শরণ॥
ঐছে কত খেদে দিবারাত্রি গোঙাইল।
শেষ রাত্রি হৈতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥
স্বপ্নে দেখা দিলেন ঠাকুর মহাশয়।
করুণা নির্ম্মিত মূর্ত্তি মহাতেজোময়॥
মন্দ মন্দ হাসি কহে গঙ্গানারায়ণে।
তুমি মোর কিঙ্কর করহ খেদ কেনে॥
সব মনোরথ সিদ্ধি হইব তোমার।
কালি গঙ্গাস্নানে দেখা পাইবা আমার॥
খেতরি হৈতে আমি আইলাম এথা।
স্নানকালে তোমারে কহিব সব কথা॥
এত কহি অদর্শন হৈলা মহাশয়।
স্বপ্নভঙ্গে চক্রবর্ত্তী ব্যাকুল হৃদয়॥
হইল প্রভাত শীঘ্র প্রাতঃক্রিয়া করি।
গঙ্গাতীর গিয়া বসিলেন ধ্যান ধরি॥
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য আইলা তথি।
দোঁহে মহাসমাদর কৈলা চক্রবর্ত্তী॥
অতি দীন প্রায় হৈয়া কহে মৃদুভাষে।
কিছুকাল এথাতে রহিবা মোর পাশে॥
যদি মোর ভাগ্যে প্রভু দেন দরশন।
তবে তাঁরে জানাবা তোমরা দুইজন॥
পরস্পর ঐছে বহু কহে হেনকালে।
সভাসহ মহাশয় আইলা গঙ্গাকূলে॥

হরিরামাচার্য্য কহে দেখ বিদ্যমানে।
অকস্মাৎ প্রভুর গমন গঙ্গাস্নানে॥
গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দিত হৈলা।
যৈছে স্বপ্নে দেখে তৈছে সাক্ষাতে দেখিলা
চক্রবর্ত্তী কহে হরিরাম আচার্য্যেরে।
কি নাম কাহার মোরে চিনাহ সভারে॥
দূরে হইতে হরিরাম সভে জানাইয়া।
চক্রবর্ত্তী প্রসঙ্গ কহিলা আগে গিয়া॥
হাসিয়া কহয়ে মহাশয় মৃদুভাষে।
গঙ্গানারায়ণে শীঘ্র আন মোর পাশে।
হরিরাম গঙ্গানারায়ণে লৈয়া আইলা।
গঙ্গারাম ভূমে পড়ি পদে প্রণমিলা॥
প্রেমাবেশে মহাশয় করি আলিঙ্গন।
চক্রবর্ত্তী প্রতি কহে মধুর বচন।
ওহে বাপু তোমার এ সব আচরণে।
এথা বিপ্র বর্গ কিবা করিবেক মনে॥
চক্রবর্ত্তী কহে প্রভু কৃপা কর যারে।
সে কি হেন ভক্তিহীন বিপ্রে ভয় করে॥
এত কহি রামচন্দ্র চরণ বন্দিল।
সভাসহ যথাযোগ্য মিলন হইল॥
গঙ্গানারায়ণ চেষ্টা দেখি কোনজন।
কহে কার প্রতি অতি করি সঙ্গোপন॥
এই গাম্ভীলায় দেখিলাম কতবার।
এরূপ স্বভাব কভু না দেখি ইঁহার॥
কেহ কহে বিদ্যাদি মত্তেতে মত্ত যেহ।
অতি দীন প্রায় কৈছে হইলেন তেঁহ॥
কেহ কহে ইঁহার সম্ভব কভু নয়।
কিরূপ হইল ঐছে ভক্তির উদয়॥
কেহ কহে ওহে ভাই বিচারিলুঁ মনে।
সকল সম্ভব মহাশয়ের দর্শনে॥
কেহ কহে যাঁরে কৃপা করে মহাশয়।
অনায়াসে তাঁহার সকল সিদ্ধি হয়॥
ধন্য ধন্য গঙ্গানারায়ণ বিপ্রবংশে।
হইলা বৈষ্ণব ঐছে কহিয়া প্রশংসে॥
চক্রবর্ত্তী কিছু নিবেদিতে মনে করে।
বুঝিয়া ঠাকুর মহাশয় কহে তাঁরে॥
এখন ওসব কিছু না করিহ মনে।
স্নান করি বুধরি যাইব এইক্ষণে॥
খেতরি যাইব কালি প্রভাত সময়ে।
আছয়ে বিশেষ কার্য্য গৌরাঙ্গ আলয়ে॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ দোঁহার সহিতে।
রহিবে যাইয়া কালি বুধরি গ্রামেতে॥
কর্ণপূর আদি তথা একত্র হইয়া।
খেতরি যাইবে শীঘ্র প্রভাতে উঠিয়া॥
এত কহি স্নানাদিক ক্রিয়া শীঘ্র করি।
সভাসহ মহাশয় আইলা বুধরি॥
গঙ্গানারায়ণ গঙ্গাস্নান শীঘ্র কৈলা।
হরিরাম রামকৃষ্ণে গৃহে লৈয়া আইলা॥
সে দিবস গাম্ভীলাতে রহি তিনজন।
অতি প্রাতঃকালে তিনে করিলা গমন॥
বুধরি যাইয়া শীঘ্র উল্লাস অন্তরে।
রহিলেন শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঘরে॥

দিব্য সিংহ কবিরাজ গোবিন্দ তনয়।
তাঁর ভক্তিরীতি দেখি হইল বিস্ময়॥
তথা কর্ণপূর কবিরাজ আদি ছিলা।
প্রাতঃকালে সভে শীঘ্র খেতরি আইলা॥
সভে গিয়া করিলা গৌরাঙ্গ দরশন।
হইল সভার মহা আনন্দিত মন।
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভু আগে।
নিজ মনোরথ সিদ্ধি এই মাত্র মাগে॥

সে দিবস সংকীর্ত্তনানন্দে গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে সভে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা॥
অতি সুমঙ্গল দিন বিচারিয়া মনে।
মহাশয় শিষ্য কৈলা গঙ্গানারায়ণে॥
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া মহাশয় হর্ষ হৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মে সমর্পিলা॥
নরোত্তম মহাশয় ভক্তি অবতার।
গঙ্গানারায়ণে কৈলা স্বশক্তি সঞ্চার॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাং।

নরোত্তমো ভক্ত্যবতার এব যস্মিন্ স্বশক্তিং বিদধে মুদৈব।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাঃ সগঙ্গা, নারায়ণং প্রেমরসাম্বুধির্মম॥

গঙ্গানারায়ণ হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥
ভূমে লোটাইয়া পড়ে পাদপদ্ম তলে।
দয়ার সমুদ্র নরোত্তম কৈলা কোলে॥
রামচন্দ্র কবিরাজে কৈলা সমর্পণ।
তেঁহ বন্দিলেন রামচন্দ্রের চরণ।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সে সকলে।
প্রণমিতে প্রণমি করিলা সভে কোলে॥
সকল বৈষ্ণব মনে আনন্দ হইল।
গঙ্গানারায়ণে কৃপা সর্ব্বত্রে ব্যাপিল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ গঙ্গানারায়ণ।
গোস্বামীগণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন।
নিরবধি সংকীর্ত্তন সুখের পাথারে।
গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দে সাঁতারে॥

প্রেমভক্তি ধনে ধনী হৈলা চক্রবর্ত্তী।
পূর্ব্বে হৈতে হৈল মহা তেজোময় মূর্ত্তি॥
গঙ্গানারায়ণ কৃষ্ণে হইলা অনন্য।
ঐছে মহাশয়ে বিপ্রাদিকে করে ধন্য।
জগন্নাথ আচার্য্য নামেতে বিপ্রবর।
ভগবতী পূজাতে সে পরম তৎপর॥
তারে দেবী আজ্ঞা দিলা প্রসন্ন হইয়া।
নরোত্তমপাদ পদাশ্রয় কর গিয়া॥
তবে সে ঘুচিবে তব এ ভব বন্ধন।
পাইবে মো সভার দুর্ল্লভ ভক্তিধন॥
হইবে অনন্য সেই প্রভুর চরণে।
কৃষ্ণের ভজন বিনা বিফল জীবনে॥
ঐছে আজ্ঞা পাইয়া বিপ্র রজনী প্রভাতে।
আইলা ব্যাকুল হৈয়া খেতরি গ্রামেতে॥

বসিয়া আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয়।
তাঁর আগে আসি ভূমে পড়ি প্রণময়॥
অশ্রুযুক্ত হৈয়া বিপ্র ব্যাকুল অন্তরে।
কর যোড় করিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে॥
ভগবতী আজ্ঞা কৈলা আইলুঁ তুয়া আগে।
মোর ভাল মন্দ প্রভু তোমারে সে লাগে॥
দীক্ষা মন্ত্র দিয়া মোরে করহ উদ্ধার।
মো পপীর সর্ব্বস্ব এ চরণে তোমার॥
মোর অল্প বুদ্ধি কিছু না জানি কহিতে।
শুনি বিপ্রবাক্য দয়া উপজিল চিতে॥
বিপ্র শিষ্য করিলা ঠাকুর নরোত্তম।
ভক্তিবলে হৈলা তেঁহ পরম উত্তম॥
ঐছে বহুজনে শিষ্য করে মহাশয়।
কেহ শুনে সুখে কার শুনি দুঃখ হয়॥
নরসিংহ নামে রাজা রহে দূরদেশে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে তাঁর পাশে॥
ক্রোধে বিপ্র রাজা প্রতি কহে বার বার।
ধর্ম্ম লোপ হৈল কেহ না করে বিচার॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণব মত কৈল সর্ব্বনাস॥
না জানিয়ে কিবা বা কুহক সেই জানে।
অনায়াসে বিপ্র শিষ্য হয় তার স্থানে।
যদি কহ তার আছে শাস্ত্রে অধিকার॥
সে কেবল মূর্খ প্রতি মিথ্যা অহঙ্কার॥
মো সভার আগে কি তাহার বাক্যস্ফুরে।
করহ গমন শীঘ্র লৈয়া মো সভারে॥
দেখিবে কৌতুক একা আমার ত্রাসেতে।
ভাব কালি লৈয়া সে পালাবে সেথা হৈতে
সকল দেশেতে হৈবে তোমার সুখ্যাতি।
তোমা দ্বারে রহিবেক ব্রাহ্মণের জাতি॥
রাজা দণ্ডকর্ত্তা যাতে ঈশ্বরের অংশ।
নহিলে হইবে বহু বিপ্রজাতি ধ্বংস।
শুনি রাজা নরসিংহ করিলা গমন।
চলিলা রাজার সঙ্গে রূপনারায়ণ॥
অধ্যাপকগণ বহু পুস্তক লইয়া।
মহাদর্প করি চলে উল্লাসিত হৈয়া॥
খেতরি নিকট গ্রাম কুমরপুরেতে।
তথা আইলেন রাজা বহু লোক সাতে॥
এথা রাজা গমন শুনিয়া মহাশয়।
রামচন্দ্র প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়॥
করিতে হইবে চর্চ্চা অধ্যাপক সনে।
হইব ভজন-বাদ বিচারিলুঁ মনে॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে বচন শুনিয়া।
রামচন্দ্র কবিরাজ কহেন হাসিয়া॥
অনায়াসে দর্পচূর্ণ হবে তা সভার।
পশ্চাৎ পড়িব আসি চরণে তোমার॥
এত কহি রামচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ।
চলয়ে কুমরপুর গ্রামে দুই জন॥
কুমার বারুই দোঁহে হইলেন পথে।
কেহ পান কেহ হাঁড়ী লইলেন মাথে॥
কুমরপুরেতে প্রবেশিয়া বিক্রী স্থানে।
দোকান পাতিয়া বসিলেন দুই জনে॥

এথা এক পড়ুয়া আইল পান লৈতে।
তেঁহ মূল্য পুছে গ্রিঁহ কহে সংস্কৃতে॥
পড়ুয়া করিয়া দর্প সংস্কৃত কয়।
দুই চারি বাক্যেই হইল পরাজয়॥
বারুই কহয়ে মূর্খ তুমি কিবা জান।
যদি লজ্জা হয় তবে অধ্যাপকে আন॥
পড়ুয়া যাইয়া অধ্যাপক প্রতি কয়।
বারুই কুমার স্থানে হৈলুঁ পরাজয়॥
খেতরি গ্রামেতে নরোত্তম রহে যথা।
বারুই কুমার পান হাঁড়ী দেয় তথা॥
কি বলিব এ দোঁহার বিদ্যা অতিশয়।
বুঝি এই দোঁহে বা করয়ে পরাজয়॥
যদি জিনিবারে পার বারুই কুমারে।
তবে যাবে খেতরি নহিলে চল ঘরে॥
শুনি অগ্নিমূর্ত্তি হৈয়া কহে বারবার।
দেখাহ আছয়ে কোথা বারুই কুমার॥
এত কহি অধ্যাপক যাইয়া ত্বরিত।
নানা শাস্ত্রচর্চ্চা করে বারুই সহিত।
ক্রমে ক্রমে তথা আইলা অধ্যাপকগণ।
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ॥
চতুর্দ্দিকে লোক ভীড় হৈল অতিশয়।
পরস্পর কি অদ্ভুত শাস্ত্রযুদ্ধ হয়॥
বারুই কুমার অতি মনের উল্লাসে।
করয়ে খণ্ডন ব্যাখ্যা সুমধুর ভাষে॥
মহাক্রোধে পূর্ণ হয় অধ্যাপক গণ।
অলৌকিক ব্যাখ্যা নারে করিতে স্থাপন॥
এ সব প্রসঙ্গ অল্পে না হয় বর্ণন।
পরাভব হৈলা শীঘ্র অধ্যাপকগণ॥
অধ্যাপক সহ রাজা গেলেন বাসায়।
কেহ কার প্রতি হাসি কহেন তথায়॥
আইলেন অধ্যাপক সিংহের সমান।
পরাভব হৈয়া যেন হইলেন শ্বান॥
শ্রীমহাশয়েরে মূর্খ না পারে জানিতে।
পার্ব্বতীর আজ্ঞা বিপ্রে যার শিষ্য হৈতে॥
ঐছে মহাশয়ের মহিমা সভে কয়।
লোকমুখে শুনিয়া রাজার হৈল ভয়॥
রূপনারায়ণ প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
এবে কি উপায় ভাই বোলহ আমারে॥
রূপনারায়ণ কহে সকলের সার।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম পর ধর্ম্ম নাহি আর॥
বৈষ্ণবের নিন্দা সদা হইল শ্রবণ।
ইহাতে অবশ্য হয় নরকে গমন॥
চল গিয়া করি তাঁর চরণ আশ্রয়।
তবে সে হইব রক্ষা কহিল নিশ্চয়॥
নরসিংহ কহে এই হইল মোর মনে।
বিলম্বের কার্য্য নাহি চল এইক্ষণে॥
রূপনারায়ণ কহে অদ্য এথা রহ।
কালি প্রাতে গমন করিবা গণ সহ॥
এই কথা সর্ব্বত্র হইল সেইক্ষণে।
কালি রাজা খেতরি যাইব গণ সনে॥
অধ্যাপকগণের হইল মহাদায়।
রাজার সম্মুখ হৈতে না পারে লজ্জায়॥

মৃতপ্রায় হইয়া আছয়ে নিজ স্থানে।
পরস্পর কহে কালি কি হবে বিহানে॥
এথা অধ্যাপকগণে পরাজয় করি।
বারুই কুমার দোঁহে চলয়ে খেতরি॥
রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিয়া দিলা পান।
গঙ্গানারায়ণ হাঁড়ী করিলা প্রদান॥
পরম কৌতুকে দোঁহে খেতরি আইলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সব নিবেদিলা॥
এথা রাজা নরসিংহ চিত্তে মনে মনে।
অনুগ্রহ করিব কি এ হেন দুর্জ্জনে॥
করি কত খেদ কহে রূপনারায়ণ।
তাঁর অনুগ্রহ বিনা বিফল জীবন॥
অকস্মাৎ দূরে থাকি কহে এক জনে।
তেঁহ অনুগ্রহ করিবেন নিজ গুণে॥
অতি উৎকণ্ঠিত হৈলা একথা শ্রবণে।
মনে এই রজনী পোহাবে কতক্ষণে॥
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন।
মনে মনে ভাবে এথা অধ্যাপকগণ॥
সভা মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় গর্ব্ব যার।
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা হৈল তার।
দেখয়ে স্বপনে দেবী হাতে খড়্গ লৈয়া।
সম্মুখে কহয়ে মহাক্রোধ যুক্তা হৈয়া॥
বৃথা অধ্যয়ন কৈলি ওরে দুষ্টমতি।
বৈষ্ণব নিন্দিল তোর হবে অধোগতি॥
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান।
তবে সে মনের দুঃখ হয় সমাধান॥
ওরে দুষ্ট অসুর কি দিব তোরে দীক্ষা।
নরোত্তম অনুগ্রহ হৈলে তোর রক্ষা॥
ঐছে কত কহি রক্তলোচনে চাহিয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেবী ক্ষণেক রহিয়া॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল অধ্যাপক কাঁপে ডরে।
করি মহাঘোর শব্দ জাগায় সভারে॥
ক্রন্দন করিয়া বিপ্র কহে সভাপ্রতি।
ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা মুঞি পাইলুঁ সম্প্রতি॥
নরোত্তমে হেয় বুদ্ধি কৈলুঁ এ নিমিত্তে।
মোরে সংহারিতে দেবী আইলা খড়্গ হাতে
যদি অনুগ্রহ করে সেই মহাশয়।
তবে ঘোর নরক হইতে রক্ষা হয়॥
ঐছে করিতেই হৈল রজনী প্রভাত।
কহিল এ সব গিয়া রাজার সাক্ষাত॥
রাজা কহে পূর্ব্বে নিষেধিলুঁ না মানিলা।
মহাশয়ে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি কৈলা॥
যে কার্য্য সে করে একি মনুষ্যের সাধ্য।
শ্রীঠাকুর মহাশয় পরম আরাধ্য॥
ঐছে কত কহি অধ্যাপকে স্থির কৈলা।
প্রাতঃকালে স্নানাদিক করি সজ্জা হৈলা॥
বিনা যানে রাজা অধ্যাপক আদি সনে।
গেলেন খেতরি শীঘ্র গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে॥
গৌরাঙ্গ দর্শনে অতি দীন প্রায় হৈয়া।
করয়ে প্রণাম মহীতলে লোটাইয়া॥
মহা বিজ্ঞ রামচন্দ্র গোবিন্দাদি তথি।
কৈলা সমাদর সভে হৈলা হৃষ্ট অতি॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় আছেন নিভৃতে।
সকলে ব্যাকুল তাঁর দর্শন নিমিত্তে॥
হেনকালে নিবন্ধ সমাধি মহাশয়।
আইসেন দূরে সভে শোভা নিরীখয়॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
প্রাঙ্গণ হইতে আগে করিলা গমন॥
রামচন্দ্র মহাশয়ে করি নিবেদন।
রাজা নরসিংহ এই রূপনারায়ণ।
দোঁহে কহে প্রভু কিবা দিব পরিচয়।
বিষয়ী অধম অপরাধী অতিশয়॥
লইলুঁ শরণ নিবেদিতে পাই ত্রাস।
দীক্ষামন্ত্র দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ॥
ঐছে কত কহি দোঁহে পড়ি ভূমিতলে।
প্রণময়ে বারবার ভাসে নেত্রজলে॥
দোঁহে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
করি কত প্রবোধ দোঁহারে আলিঙ্গয়॥
ভূমে পড়ি নরসিংহ রূপনারায়ণ।
লইলা মস্তকে মহাশয়ের চরণ॥
দূরে গেল দুঃখ হৈল আনন্দ হৃদয়ে।
অধ্যাপকে আনি নিবেদয়ে মহাশয়ে॥
যত অধ্যাপক তাহে ঞিহ সে প্রধান।
দূরে গেল দর্প এবে কর পরিত্রাণ॥
মহাশয় আগে অধ্যাপক দাণ্ডাইয়া।
কহিলা দেবীর কথা কাতর হইয়া॥
পুনঃ কহে অপরাধ ক্ষমহ আমার।
শরণ লইলুঁ মুঞি অতি দুরাচার॥
ইহা বলি ভূমে লোটাইয়া বিপ্র কান্দে।
করয়ে যতন কত ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় করুণা বিগ্রহ।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা করি অনুগ্রহ॥
পাইয়া পরশ বিপ্র হরষ হিয়ায়।
লইয়া চরণধূলি ধূলায় লোটায়॥
রামচন্দ্র স্থির করিলেন অধ্যাপকে।
অধ্যাপক ধন্য করি মানি আপনাকে॥
সভে হৈলা কৃষ্ণ চৈতন্যের ভক্তিপাত্র।
এ সকল কথা ব্যক্ত হইল সর্ব্বত্র॥
মহাশয় সুখে সন্তোষিয়া সর্ব্বজনে।
সভাসহ আইলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
হইল সভার মহা আনন্দিত মন॥
সভে সমাদর করি শ্রীসন্তোষ রায়।
লইয়া গেলেন অতি অপূর্ব্ব বাসায়॥
বিবিধ সামগ্রী তথা শীঘ্র আনাইলা।
পাকের নিমিত্তে অতি যত্নে নিবেদিলা॥
রাজা নরসিংহ আদি অধ্যাপকগণ।
সভে কহে শ্রীপ্রসাদ করিবু সেবন॥
ইহা শুনি সন্তোষ সঙ্গের লোকগণে।
প্রৌঢ় করি ভক্ষ্য দ্রব্য দিলেন যতনে॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
অধ্যাপক আদি শিষ্ট লোক কথোজন॥
সভে মিলি উল্লাসে গমন কৈলা তথা।
গোষ্ঠীসহ শ্রীঠাকুর মহাশয় যথা॥

ভোজন আনন্দ তথা হৈল যে প্রকারে।
বর্ণিতে নারি এ গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে॥
রূপনারায়ণ আদি প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
দিবারাত্রি পরম আনন্দে গোঙাইলা॥
তার পরদিন অতি অপূর্ব্ব সময়।
হইলেন শিষ্য মহা আনন্দ হৃদয়॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম বহু কৃপা কৈলা।
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া প্রভু পদে সমর্পিলা॥
কথোদিনে তথাই রহিলা সর্ব্বজন।
গোস্বামীগণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন॥
দিনে যে আনন্দ কহিতে না পারি।
হইলেন সভে প্রেমভক্তি অধিকারী॥
সংকীর্ত্তন বিনা স্থির নহে কার মন।
সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হৈলা সর্ব্বজন॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নির্ম্মিত শ্রীগীত।
তাহা আস্বাদয়ে সদা করি কত প্রীত॥
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীমুখে।
শ্রীমদ্ভাগবত সভে শুনে মহাসুখে॥
দিবারাত্রি কাহার নাহিক অবসর।
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে সকলে তৎপর॥
যে বারেক আইসয়ে খেতরি গ্রামেতে।
হেন আনন্দ ছাড়ি না পারে যাইতে॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
দেশে গিয়া শীঘ্র আইলেন দুইজন॥
রাজা নরসিংহের ঘরণী রূপমালা।
অতি পতিব্রতা লজ্জাবতী সে সুশীলা॥
তার ভক্তিরীতি দেখি আনন্দ হৃদয়।
করিলেন শ্রীমন্ত্র প্রদান মহাশয়॥
রূপমালা মনে বহু বাঢ়িল আনন্দ।
করিলেন লক্ষ নাম গ্রহণ নির্ব্বন্ধ॥
গণসহ রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে।
হৈল মহা গাঢ় রতি বাড়ে দিনে দিনে॥
ঐছে শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজগুণে।
করয়ে করুণাগুণ গান সর্ব্বজনে॥
হরিচন্দ্র রায় নামে দস্যু একজন।
গুণ শুনি লৈলা মহাশয়ের শরণ॥
দীক্ষামন্ত্র দিয়া তাঁরে করিলা উদ্ধার।
শেষে হরিদাস নাম হইল তাঁহার॥
হইলেন দুর্ল্লভ ভক্তির অধিকারী।
ত্যাগ কৈল্লা সে জলাপন্থের জমীদারী॥
দস্যে অনুগ্রহ দেখি হইয়া বিস্ময়।
নির্জ্জনে বসিয়া কেহ কার প্রতি কয়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণের নিধান।
অনায়াসে করিলা দস্যুর পরিত্রাণ॥
কেহ কহে দস্যের প্রধান চান্দরায়।
ইহার ভয়েতে লোক কাঁপয়ে সদায়॥
যদি এ অধমে দয়াকরে মহাশয়।
তবে সর্ব্বমতে এ দেশের রক্ষা হয়॥
কেহ কহে ওহে ভাই চিন্তা না করহ।
চান্দরায়ে অবশ্য হইব অনুগ্রহ॥
অনুগ্রহে এ সব দুর্ব্বুদ্ধি দূরে যাবে।
গোষ্ঠীসহ চান্দরায় বৈষ্ণব হইবে॥

কেহ কহে সর্ব্বশেষ এই দুরাচার।
মনে হেন লয় শীঘ্র হইব উদ্ধার॥
হেনকালে হর্ষে এক বিপ্র আসি কয়।
চান্দরায়ে অনুগ্রহ কৈলা মহাশয়॥
শ্রীনরোত্তমের পাদপদ্ম করি সার।
সংসার সঙ্কট হৈতে হইল উদ্ধার॥
পূর্ব্বে তারে দেখিলে হইত মহাভয়।
এবে দৃষ্টিমাত্রে হয় আনন্দ উদয়॥
কি বলিব পূর্ব্বের দুর্ব্বুদ্ধি এ সব।
হইলা সুশান্ত কিবা অপূর্ব্ব বৈষ্ণব॥
দেখিয়া আইলুঁ মুঞি প্রভুর প্রাঙ্গণে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নাচে সংকীর্ত্তনে॥
শুনি এ সকল কথা অতি হৃষ্ট হইয়া।
চান্দরায়ে দেখিতে চলয়ে লোক ধাঞা॥
দূরে হৈতে দেখে চান্দরায় প্রেমাবেশে।
পড়িয়া ধরণীতলে নেত্রজলে ভাসে॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কম্প হয় বারবার।
দেখি সর্ব্বলোকের হইল চমৎকার॥
কেহ কহে এতদিনে গেল দস্যুভয়।
সর্ব্বমতে রক্ষা করিলেন মহাশয়॥
ঐছে কত কহি অতি আনন্দ অন্তরে।
শ্রীচান্দরায়ের ভাগ্য-শ্লাঘা সভা করে॥
হেনই সময়ে তথা আইলা কতজন।
নানা অস্ত্রধারী সভে দূরদেশী হ'ন॥
অজানত রূপে জিজ্ঞাসয়ে এ সভারে।
চান্দরায় বৈষ্ণব কেমন কি প্রকারে॥
ইহা শুনি সভা প্রতি কহে সংক্ষেপেতে।
চান্দরায় দেবীভক্ত গোষ্ঠীর সহিতে॥
মহাবলবান চান্দরায় জমীদার।
দস্যুর প্রধান অতিশয় দুষ্টাচার॥
অতি ক্রোধযুক্তা দেবী দেখিয়া দুর্নীত।
ব্রহ্মদৈত্য দ্বারে দুঃখ দিলা যথোচিত॥
পুনঃ সেই দেবী দেখি জীবন সংশয়।
আজ্ঞা কৈলা কর নরোত্তম পদাশ্রয়॥
নরোত্তম মহাশয় অতি দয়াবান।
নরক হইতে তোরে করিবেক ত্রাণ॥
ঐছে স্বপ্নাদেশে চান্দরায় সেইক্ষণে।
লইলা শরণ মহাশয়ের চরণে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেখি মহাক্লেশ।
নিজগুণে করিলা শ্রীমন্ত্র উপদেশ॥
ঘুচিল দুর্বুদ্ধি দীন মানে আপনায়।
বলে লৈয়া দিল দণ্ড যবন রাজায়॥
সে সকল দুঃখ চান্দরায় নাহি গণে।
কেবল একান্ত মন প্রভুর চরণে॥
যবন আনিল হস্তী চান্দেরে মারিতে।
পলাইল হস্তী চান্দরায়ের ডরেতে॥
অতি ব্যস্ত হৈয়া রাজা কহয়ে সভারে।
অতি সাবধানেতে রাখহ কারাগারে॥
মনে বিচারয়ে চান্দ হৈয়া উল্লসিত।
করিলুঁ কুক্রিয়া তার দণ্ড এ উচিত॥
কেহ কহে দেবীমন্ত্রে দুঃখ ঘুচাইব।
চান্দরায় কহে অন্য মন্ত্র না স্পর্শিব॥

ঐছে নিষ্ঠা দেখি প্রভু হইলা সদয়।
অকস্মাৎ যবনের হৈল মহাভয়॥
করিয়া প্রার্থনা রায়ে বিদায় করিলা।
এ দুই চারিদিনে এথায় আইলা॥
শুনিয়া এ সব পুনঃ জিজ্ঞাসে সভায়।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আছেন কোথায়॥
কেহ কহে ওই দেখ বৃক্ষের তলাতে।
বসিয়া আছেন নিজ প্রিয়গণ সাথে॥
দূরে হৈতে মহাশয়ে করিতে দর্শন।
ভক্তিদেবী অনুগ্রহ কৈলা সেইক্ষণ॥
খড়্গাদিক অস্ত্র সব দূরে ফেলাইয়া।
মহাশয় আগে পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥
সভে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে কহে দেহ পরিচয়॥
কোথা হৈতে আইলা এথা কিবা প্রয়োজন
শুনি অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে সর্ব্বজন॥
বঙ্গদেশী দস্যু মোরা বিপ্র দুরাচার।
প্রায় চান্দরায় কর্ত্তা হ'ন মো সভার॥
নৌকাপথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে।
আইলুঁ রায়ের স্থানে পরামর্শ লৈতে॥
লোকমুখে শুনিলুঁ রায়ের বিবরণ।
শুনিতেই মো সভার ফিরি গেল মন॥
দূরে রহি পাদপদ্ম দর্শন করিতে।
না বুঝিলুঁ কিবা কৈল মো সভার চিতে॥
মো সভার সমান অধম নাহি আর।
লইলুঁ শরণ এবে করহ উদ্ধার॥
এত কহি কান্দে সভে ব্যাকুল হইয়া।
মহাশয় স্থির কৈলা সভে প্রবোধিয়া॥
হেনকালে চান্দরায় আইলা সেইখানে।
সভে মহাহর্ষ হৈলা তাহার দর্শনে॥
চান্দরায় এ সভারে দেখি দীন প্রায়।
হইয়া পরম হর্ষ প্রশংসে সভায়॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কিছুদিন পরে।
কৃপা করি শিষ্য করিলেন সে সভারে॥
হইলেন সভে মহাভক্তি অধিকারী।
পরম অদ্ভুত চেষ্টা বিস্তারিতে নারি॥
এ সব প্রসঙ্গ যার কর্ণে প্রবেশয়।
ঘুচে তার দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীভক্তি লভ্য হয়॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে দশমোবিলাসঃ।

একাদশ বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখিরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
কবিরাজ ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
লিখিলেন সকল সংবাদ পত্রীদ্বয় ॥
শ্রীগোবিন্দ কৃত গীত পত্রিকা সহিতে।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা পরম যত্নেতে ॥
তথাকার মঙ্গল শুনিয়া হর্ষ হৈলা।
এ সব সংবাদ জাজিগ্রামে পাঠাইলা ॥
জাজিগ্রামে আচার্য্য লইয়া নিজ গণ।
ভক্তিশাস্ত্র আলাপে উল্লাস অনুক্ষণ ॥
শ্রীনরোত্তমের ভক্তি দান দীনহীনে।
দস্যু পাষণ্ডীরে উদ্ধারয়ে নিজগুণে ॥
এ সব প্রসঙ্গ শুনি আচার্য্য অন্তরে।
যে আনন্দ বাড়ে তাহা কে কহিতে পারে
খেতরি যাইব শীঘ্র করিতেই মনে।
বিবিধ মঙ্গল দৃষ্টি হইল সেইক্ষণে ॥
কেহ আসি কহে বীরভদ্র আইল এথা।
আচার্য্য আনন্দ শুনি আগমন কথা ॥
দেখে গিয়া গ্রামের নিকটে উপনীত।
দর্শন করিয়া সভে মহা উল্লাসিত ॥

প্রভু বীরচন্দ্র দেখি আচার্য্য ঠাকুরে।
মনুষ্যের যানে হৈতে নামিলা সত্বরে ॥
গণসহ আচার্য্য ভূমিতে প্রণময়ে।
বীরচন্দ্র প্রভু মহাযত্নে আলিঙ্গয়ে ॥
জিজ্ঞাসিল কুশল অতি আনন্দ অন্তরে।
আচার্য্যের করে ধরি চলে ধীরে ধীরে ॥
মহাযত্নে আচর্য্য করয়ে নিবেদন।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে হৈল আগমন ॥
প্রভু কহে খড়দহে বিচারিলুঁ চিতে।
জাজিগ্রাম হৈয়া যাব খেতরি গ্রামেতে ॥
গণসহ নদীয়াদি ভ্রমণ করিলুঁ।
শ্রীখণ্ড হইয়া শীঘ্র এথায় আইলুঁ ॥
ঐছে কহি ভুবন ভিতরে নিজস্থানে।
বসিলেন প্রভু বীরচন্দ্র নিজাসনে ॥
প্রভুর আগমনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
ঘরেতে আইলা যেন ঘরের ঠাকুর ॥
দ্রৌপদী ঈশ্বরী আর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া।
আচার্য্যের ভার্য্যা দোঁহে প্রণমিলা গিয়া ॥
সুশীতল জল আনি উল্লাস হৃদয়ে।
প্রভু বীরচন্দ্রের চরণ পাখালয়ে ॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি বিচক্ষণ।
শ্রীজীব গোস্বামী দত্ত নাম বৃন্দাবন ॥

রাধাকৃষ্ণ শ্রীগতি গোবিন্দ এই তিনে।
পড়িলেন প্রভু বীরচন্দ্রের চরণে॥
এ তিন বালকে প্রভু আশীর্ব্বাদ কৈলা।
এ তিনের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিলা॥
আচার্য্যের কন্যা তিন ভক্তি প্রেমরতা।
হেমলতা কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীকাঞ্চন লতা॥
তিনে প্রণমিলা প্রভু বীরচন্দ্র-পায়।
প্রভু আশীর্ব্বাদ কৈলা বাৎসল্য হিয়ায়॥
গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ আইলা দর্শনে।
সভে প্রণমিলা বীরচন্দ্রের চরণে॥
প্রত্যেকে সভারে প্রভু কুশল জিজ্ঞাসে।
সভে আত্মনিবেদন কৈলা মৃদুভাষে॥
ঐছে কতক্ষণ প্রভু রহি সেইখানে।
গণ সহ পরম আনন্দে গেলা স্নানে॥
এথা শীঘ্র স্নান করি আচার্য্য ঘরণী।
করয়ে রন্ধন যৈছে কহিতে না জানি॥
শাকাদি ব্যঞ্জন কৈলা সিদ্ধ পক্ক আর।
ক্ষীর সর ননী আদি অনেক প্রকার॥
সুগন্ধি তণ্ডুল পাক করিয়া যত্নেতে।
সদ্য ঘৃত সিক্ত করি ধরিলা থালেতে॥
আচার্য্যের সিক্ত এক অতি বিচক্ষণ।
শালগ্রামচন্দ্রে ভোগ কৈলা সমর্পণ॥
প্রভু নিত্যানন্দ দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
প্রভু বীরচন্দ্র সেবে সঙ্গে তেঁহ ছিলা॥
তাঁহারেও ভোগ সমর্পণ কৈলা রঙ্গে।
ভুঞ্জয়ে পরম প্রীতে দোঁহে এক সঙ্গে॥
ভোগ সাজাইয়া দিলা দুই ঠাকুরাণী।
কি অপূর্ব্ব শোভা হৈল কহিতে না জানি॥
গোবর্দ্ধন শিলা আর শ্রীবংশীবদন।
ভুঞ্জিলেন পূজারী দিলেন আচমন॥
তাম্বুল ভক্ষণ করাইয়া যত্ন মতে।
করাইলা শয়ন সে অপূর্ব্ব শয্যাতে॥
এথা স্নানাহ্নিক সারি সভে প্রভুসনে।
ভোজনে বসিলা গিয়া অপূর্ব্ব প্রাঙ্গণে॥
প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীআচার্য্য প্রতি ক'ন॥
ভোজনে বৈসহ সঙ্গে লৈয়া সর্ব্বজন॥
আচার্য্য ঠাকুর কহে ইথে পাই ভীত।
সর্ব্বশেষে ভুঞ্জি আমি এই সে উচিত॥
শুনি প্রভু আচার্য্যের করে ধরি হাসে।
কহয়ে উচিত এই বৈস মোর পাশে।
আচার্য্য ঠাকুর আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে।
সভাসহ বসিলা প্রভুর আজ্ঞামতে॥
প্রভু বীরভদ্র সঙ্গী মহাবিজ্ঞগণ।
হইল সভার মহা উল্লাসিত মন॥
কি অপূর্ব্ব বৈষ্ণবমণ্ডলী-শোভা করে।
প্রভু বীরচন্দ্রে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে।
অপূর্ব্ব কদলীপত্র সকলে লইয়া।
প্রভু পরিবেশন করিতে আজ্ঞা দিলা॥
ভক্তিমূর্ত্তি পতিব্রতাচার্য্য ভার্য্যাদ্বয়।
করে পরিবেশন আনন্দ অতিশয়॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস এ তিনেতে।
সাজাইলা নানা দ্রব্য অপূর্ব্ব পাত্রেতে॥

চিনিপানা পক্কান্নাদি দিয়া থরে থরে।
বসিলেন গিয়া শ্রীপ্রসাদ ভুঞ্জিবারে॥
বীরচন্দ্র তাহা কিছু প্রথমে ভুঞ্জিয়া।
আজি এ ব্রজের মত কহয়ে হাসিয়া॥
তদুপরি ভুঞ্জে সিদ্ধ পক্ক সুমধুর।
শাকাদি ব্যঞ্জন ভুঞ্জি আনন্দ প্রচুর॥
পরম কৌতুকে সভে করিলা ভোজন।
আচমন করি কৈলা তাম্বুল ভক্ষণ।
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি আনন্দ আবেশে।
দিবারাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রসে॥
প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্য সহিতে।
করিলেন যাত্রা অতি উল্লাসিত চিতে॥
প্রভু বীরচন্দ্রের যতেক প্রিয়গণ।
মনের উল্লাসে সভে করিলা গমন॥
আচার্য্যের শিষ্যগণ আনন্দ হিয়ায়।
কেহ সঙ্গে চলে কেহ আগে চলি যায়॥
কণ্টকনগর হৈয়া আইল বুধরি।
পূর্ব্বে গোবিন্দাদি শুনি আছে আগুসরি॥
পথে সভাসহ হৈল অদ্ভুত মিলন।
গোবিন্দ আনন্দে লৈয়া আইলা ভবন॥
প্রভু বীরচন্দ্র অতি আনন্দিত মনে।
অপুর্ব্ব বাসায় উত্তরিলা গণসনে॥
আচার্য্য ঠাকুরগণ সহ সেই ঠাঞি।
পরস্পর সভার সুখের সীমা নাই॥
ভোজন-কৌতুক আদি যেরূপ হইল।
তাহা বাহুল্যের ভয়ে বর্ণিতে নারিল॥
দুই দিন বুধরি গ্রামেতে স্থিতি কৈলা।
তথাতে আসিয়া বহু বৈষ্ণব মিলিলা॥
সভাসহ পদ্মাপার হৈলা স্নান করি।
মনের উল্লাসে প্রভু চলয়ে খেতরি॥
গমন সংবাদ পূর্ব্বে শুনি মহাশয়।
করাইলা বিবিধ সামগ্রী সূপাদয়॥
দধি দুগ্ধ ছেনা আদি আম্রাদিক ফল।
আম্রাদি আচার সজ্জ হইল সকল॥
বাসা পরিষ্কার করাইয়া মহাশয়।
গণসহ আসি দূরে পথ নিরীখয়॥
তাপ তম নাশিতে উদয় চন্দ্রগণ।
ঐছে দূরে হৈতে দেখি জুড়ায় নয়ন॥
নিকটে যাইয়া অতি উল্লসিত মনে।
প্রণমিলা প্রভু বীরচন্দ্রের চরণে॥
প্রভু বীরচন্দ্র নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া।
হইলেন অধৈর্য্য ধরিতে নারে হিয়া॥
নরোত্তম সিক্ত হইয়া নয়নের জলে।
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়া পড়ে পদতলে॥
যৈছে পরস্পর হইল সভার মিলন।
একমুখে তার লেশ না হয় বর্ণন॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
প্রভুরে লইয়া আইলা গৌরাঙ্গ আলয়॥
গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ॥
বীরচন্দ্র দর্শন করিয়া এ সভার।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার॥

ভূমেতে পড়িয়া বারবার প্রণময়ে।
মনে উপজয়ে যাহা তাহা কে জানয়ে॥
ধৈর্য্যাবলম্বন প্রভু কৈলা কতক্ষণে।
শ্রীমালাপ্রসাদ দিলা পূজারী যতনে॥
আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় যত্ন করি।
লইয়া গেলেন বাসায় যথা ছিলেন ঈশ্বরী॥
এথাতে বৈষ্ণব সব অধৈর্য্য দর্শনে।
নেত্রাম্বু নিবারি স্থির হৈল সর্ব্বজনে॥
পূজারী দিলেন মালা প্রসাদ সভারে।
প্রভুর নিকটে গেলা উল্লাস অন্তরে॥
শ্রীখেতরি আদি গ্রামবাসী লোকগণ।
চতুর্দ্দিকে ধায় সভে করিতে দর্শন॥
দর্শন করিয়া সভে চলে নিজবাসে।
কেহ কার প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
ভুবনমোহন নিত্যানন্দ বলরাম।
তাঁর পুত্র প্রভু বীরভদ্র গুণধাম॥
ভুবনমোহন মূর্ত্তি রসের আলয়।
দেখিতে আখেরি তৃষ্ণা বাঢ়ে অতিশয়॥
কেহ কহে মো সভার ধন্য এ জীবন।
অনায়াসে পাইলুঁ দুর্ল্লভ দরশন॥
কেহ কহে শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈতে।
মনোরথ পূর্ণ হৈল খেতরি গ্রামেতে॥
ঐছে কত কহে লোক আনন্দ আবেশে।
বীরচন্দ্র গমন ব্যাপিল সর্ব্বদেশে॥
এথা বীরচন্দ্র প্রভু অপূর্ব্ব বাসায়।
সভাসহ বসিলেন আনন্দ হিয়ায়॥
বীরচন্দ্র প্রভু প্রতি আচার্য্য ঠাকুর।
মন্দ মন্দ হাসি কহে বচন মধুর॥
আজি করিবেন এথা পকান্ন ভোজন।
হইল প্রস্তুত পূর্ব্বে শুনি আগমন॥
প্রভু বীরচন্দ্র নিজ সম্পুট হইতে।
গোবর্দ্ধন শিলা দিলা ভোগ লাগাইতে॥
তাঁরে নানা সামগ্রী যত্নেতে আনি দিলা।
ভোগ সরাইয়া শিলা সম্পুটে রাখিলা॥
শ্রীমন্দির হৈতে নানা প্রসাদ আনিলা।
হইল প্রস্তুত সব যত্নে নিবেদিলা॥
আচার্য্যের বাক্য শুনি কহেন গোসাঞী।
হইয়াছে ক্ষুধা বিলম্বের কাজ নাই॥
এত কহি সভা লৈয়া বসিলা প্রাঙ্গণে।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভাগ্যবন্ত জনে॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কথোজন॥
বিবিধ পক্কান্ন সব লইয়া যত্নেতে।
করে পরিবেশন পরমানন্দ চিতে॥
আম্র পনস দাড়িম্বাদি নানা ফল।
দধি দুগ্ধ ছেনা চিনি পানাদি সকল॥
ক্রমে ক্রমে দিয়া শোভা দেখয়ে কৌতুকে
আচার্য্যাদি সভা সহ ভুঞ্জে প্রভু সুখে॥
পূপলডড়ুকাদি অতি মনোহর।
স্বাদে স্বাদে ভোজন হইল গুরুতর॥
করি আচমন প্রভু বসিলা আসনে।
প্রসাদি তাম্বূল খাইলেন হর্ষমনে॥

শেষে ভুঞ্জে লোক যত লেখা নাই তার।
এ সকল বিস্তারি নারি যে বর্ণিবার॥
গণসহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আনন্দে ভাসয়॥
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিত্র সুধাপানে।
কত সুখে গেল দিবা রাত্রি কেবা জানে॥
প্রাতে সভে প্রাতঃক্রিয়া স্নানাদি করিলা
শ্রীসন্তোষ প্রভু বীরচন্দ্র আগে আইলা॥
পরাইয়া অতিসূক্ষ্ম নবীন বসন।
দেখিয়া প্রভুর শোভা জুড়ায় নয়ন॥
সঙ্গের বৈষ্ণবগণে করিয়া বিনয়।
পরাইয়া নব্য বস্ত্র আনন্দ হৃদয়॥
অপূর্ব্ব আসন প্রভু আগে সাজাইলা।
তাহে বসি গোবর্দ্ধনশিলা সেবা কৈলা॥
ভূষিত করিয়া পুষ্প তুলসী চন্দনে।
বিবিধ সামগ্রী ভোগ দিলা সেইক্ষণে॥
ভোগ সরাইয়া বহু প্রণাম করিলা।
প্রসাদি সামগ্রী সব জনে বাঁটি দিলা॥
প্রভু বীরচন্দ্রের যে পাককর্ত্তাগণ।
অতি শীঘ্র করিলেন অপূর্ব্ব রন্ধন॥
গোবর্দ্ধনশিলায় সে ভোগ সমর্পিলা।
ভোগ সরাইয়া স্বর্ণ সংপুটে রাখিলা॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের করি আরতি দর্শন।
সভা সহ কৈল প্রভু আনন্দে ভোজন॥
তাম্বূল ভক্ষণ করি বিশ্রাম করিলা।
কতক্ষণ পরে সভা লইয়া বসিলা॥
আচার্য্যের প্রতি প্রভু বীরচন্দ্র কয়।
সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে সাধ হয়॥
আচার্য্য কহয়ে সর্ব্ব সাধ-কর্ত্তা তুমি।
মো সভার সাধ পূর্ণ হবে এই জানি॥
মনের উল্লাসে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য সভা প্রতি কয়॥
শ্রীসন্তোষ রায় সব সজ্জ করাইলা।
সংকীর্ত্তনারম্ভ কথা সকলে শুনিলা॥
ধাইলা সকল লোক চতুর্দ্দিক হৈতে।
আসিয়া বেড়িল প্রাঙ্গণের চারিভিতে॥
অপরাহ্ন কালে বীরচন্দ্র সভা সনে।
বাসা হৈতে আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে॥
করিলেন উত্থাপন আরতি দর্শন।
পূজারী দিলেন আনি শ্রীমালাচন্দন॥
আচার্য্যের হৈল অতি উল্লাস অন্তর।
করিলা চন্দন চিত্র অতি মনোহর॥
নানা পুষ্পমালা পরাইয়া প্রভু-গলে।
দেখিয়া অপূর্ব্ব শোভা ভাসে নেত্রজলে॥
মহাশয় গায়ক বাদকগণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করয়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
গোকুল বরিষে সুধা রাগ আলাপনে।
দেবীদাস রায় খোল বিচিত্র বাজানে॥
খোল করতাল ধ্বনি আলাপ প্রকার।
ভেদয়ে গগণ দেবলোকে চমৎকার॥
শ্রীমহাশয়ের কণ্ঠধ্বনি সুমঙ্গলে।
উথলে আনন্দসিন্ধু অধৈর্য্য সকলে॥

চারিদিকে বৈষ্ণবমণ্ডলী মনোহর।
মধ্যে প্রভু বীরচন্দ্র শোভয়ে সুন্দর ॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ ঝলমল করে।
সুমধুর ভঙ্গীতে মদন মদ হরে ॥
করয়ে নর্ত্তন মহাপ্রেমের আবেশে।
তুলিয়া আজানু বাহু ফিরে চারিপাশে ॥
পরিসর বক্ষে দোলে নানা পুষ্পহার।
অবিরল বিপুল পুলক অনিবার।
সুচারু বদনে হরি হরিবোল বলে।
ভাসয়ে দীঘল দু'টি নয়নের জলে ॥
চঞ্চল নয়ন চারু চরণ কমল।
অভিনব পরশে হরষ মহীতল ॥
ভুবনমোহন নৃত্য করয়ে কীর্ত্তনে ॥
হরিষে কুসুম বরিষয়ে দেবগণে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যের বেশ ধরি।
অনিমিখ নেত্রে দেখে নৃত্যের মাধুরী ॥
প্রভু বীরচন্দ্র ইচ্ছা সভার সহিতে।
করিব নর্ত্তন তেঞি চাহে চারিভিতে ॥
হেনই সময়ে শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
গণসহ করে নৃত্য প্রেমানন্দ ময়।
কিবা সে অদ্ভুত নৃত্য ভুবনমঙ্গল।
পদভরে ধরণী করয়ে টলমল ॥
গীত নৃত্য বাদ্য নব্য নব্য ক্ষণে ক্ষণে।
উপমা দিবার ঠাঞি নাই ত্রিভুবনে ॥

হইলেন আত্ম-বিস্মরিত সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিকে করে মহাহুঙ্কার গর্জ্জন ॥
বীরদর্প করে কেহ কেহ দেই লম্ফ।
বিদ্যুতের প্রায় কার দেহে হয় কম্প ॥
কেহ বীরচন্দ্রের চরণে পড়ি কান্দে।
ধরণী লোটায় কেহ ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥
প্রভু বীরচন্দ্র হৈলা পরম বিহ্বল।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ করে টলমল ॥
মহাসিংহনাদ প্রভু করে বারেবারে।
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে।
শ্রীদেবীদাসের কর লৈয়া ধরে বক্ষে।
কি অপূর্ব্ব বাদ্য কহি ধারা বহে চক্ষে ॥
গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
কহিলা কতেক তাঁরে অধৈর্য্য হইয়া ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি কর ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি ॥
তুমি সে জানহ নিত্যানন্দের মহিমা।
আচার্য্যের অনুগ্রহ তার এই সীমা ॥
এত কহি গোকুলে কহয়ে বারবার।
গাও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার ॥
শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লসিত।
কিবা সে অপূর্ব্ব কবিরাজ-কৃত গীত ॥

তথাহি গীতম্।

জয় জগতারণ-কারণ ধাম।
আনন্দ কন্দ নত্যানন্দ নাম।

ডগমগ লোচন, কমল ঢুলায়ত,
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি, ঘর ঘন ফুকরই,
গৌর প্রেমের ভরে চলই না পার॥
বিচিত্র বন্ধানে শ্রীগোকুল দাস গায়।
ভাসিলা সকল লোক প্রেমের বন্যায়॥
সংকীর্ত্তন মধ্যে যে যে হৈল চমৎকার।
তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবারে শক্তি কার॥
চতুর্দ্দিকে হরি হরি ধ্বনি কোলাহল।
ভেদয়ে গগন মহী ব্যাপিল সকল॥
কত শত দীপ জ্বলে দেখিতে সুন্দর।
সংকীর্ত্তনে হৈল রাত্রি তৃতীয় প্রহর॥
স্থির হৈয়া বৈসে সভে প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল প্রভাত কৃষ্ণ কথা আলাপনে॥
প্রাতঃক্রিয়া করি সভে স্নানাদি করিলা।
প্রভু বীরচন্দ্রের বাসায় সভে আইলা॥
গোবর্দ্ধন শিলা সেবা করি প্রভু বীর।
সে আনন্দ আবেশে হইতে নারে স্থির॥
রামচন্দ্র প্রতি প্রভু কহে বারে বারে।
শ্রীরাস-বিলাস কিছু শুনাহ আমারে॥
রামচন্দ্র কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
ভাগবত পদ্য অথ কৈলা চমৎকার॥

শুনি বীরচন্দ্রের আনন্দ অতিশয়।
রামচন্দ্রে ধরি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয়॥
প্রভু বীরচন্দ্র ধৈর্য্য ধরি কতক্ষণে।
আচার্য্যের প্রতি কহে মধুর বচনে॥
এ হেন দুর্ল্লভ সঙ্গ হইব কি আর।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
আচার্য্যাদি সভে ভাসে নয়নের জলে।
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হইলা সকলে॥
শ্রীরূপ ঘটক আর গঙ্গানারায়ণ।
শ্যামদাস গোবিন্দাদি ভাগবতগণ॥
অপূর্ব্ব পক্কান্ন আম্র পনসাদি যত।
শীঘ্র সজ্জ কৈলা প্রভু আজ্ঞা অভিমত॥
গোবর্দ্ধনশিলা আগে ধরিলা যতনে।
প্রভু বীরচন্দ্র ভোগ দিলেন আপনে॥
সময় জানিয়া প্রভু ভোগ সরাইলা।
তাম্বূল সমর্পি শিলা সম্পূটে রাখিলা॥
গৌরাঙ্গ দর্শন করি সভারে লইয়া।
ভুঞ্জিলেন প্রসাদ পরম যত্ন পাঞা॥
প্রসাদি তাম্বূল সুখে করিয়া ভক্ষণ।
সভা সহ বিশ্রাম করিলা কতক্ষণ॥
ঐছে প্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্রের তনয়।
প্রিয়বর্গ সঙ্গে মহারঙ্গে বিলসয়॥

একদিন আচার্য্যের প্রতি প্রভু কহে।
একচক্রা হইয়া যাইব খড়দহে॥
কালি প্রাতে গমন করিব কৈলুঁ মনে।
কথোদূর পর্য্যন্ত যাইব তুয়া সনে॥
আচার্য্য কহেন মনে হৈল যে তোমার।
ইহা কে অন্যথা করে ঐছে শক্তি কার॥
প্রভু বীরচন্দ্র হাসি কহে ধীরি ধীরি।
তোমা সভাকার বাক্য লঙ্ঘিতে না পারি
কহিলাম মনে যাহা হইল উদয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেই ইচ্ছা হয়॥
নরোত্তমে কহে গিয়া আচার্য্য ঠাকুর।
আমা সহ হৈবে কালি গমন প্রভুর।
শুনি মহাশয় অতি ব্যাকুল হইলা।
আচার্য্য ঠাকুর কত যত্নে প্রবোধিলা॥
আর যে প্রসঙ্গ দোঁহে করিলা নির্জ্জনে।
সে সকল বুঝিবারে নারে অন্যজনে॥
কতক্ষণে রহি তথা প্রভু পাশ আইলা।
গমনের আয়োজন সন্তোষ করিলা॥
প্রভু বীরচন্দ্রের সঙ্গেতে যাবে যাহা।
ঠাকুর কানাঞি ঠাঞি সমর্পিলা তাহা॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে যাহা চাই।
তাহা সমর্পিলা রূপ ঘটকের ঠাঞি॥
বুধরি গ্রামেতে শীঘ্র লোক পাঠাইলা।
পদ্মাবতী তীরে বহু নৌকা রাখাইলা॥
হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি খেতরি হইতে।
যাত্রা করিলেন প্রভু রজনী প্রভাতে॥
কেহ কার প্রতি কত কহে ঠাঞি ২।
দিবা রাত্রি লোক গতায়াত অন্ত নাই॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া বীরচন্দ্র রায়।
গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে গিয়া হইল বিদায়॥
বাসায় আসিয়া বসিলেন কতক্ষণ।
তথাতে একত্র হইলেন সর্ব্বজন॥
গমন করিলা শীঘ্র পদ্মাবতী তীরে।
কেহ কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
দীনপ্রায় শ্রীমহাশয়ের শিষ্যগণ।
বন্দিলেন প্রভু বীরচন্দ্রের চরণ॥
করিলা প্রণাম বহু আচার্য্য চরণে॥
এ দোঁহে করিলা অনুগ্রহ সর্ব্বজনে॥
শ্রীমহাশয়েরে রামচন্দ্র কহি কত।
হইলা বিদায় কথো দিবসের মত॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ॥
বলরাম কবিরাজ আদি কথোজনে।
আচার্য্য রাখিলা মহাশয় সন্নিধানে॥
খেতরি গ্রামেতে হৈতে আইলা যত জন।
সভারে কহিলা নানা প্রবোধ বচন।
প্রভু বীরচন্দ্র লৈয়া আচার্য্য ঠাকুর।
চড়িলা নৌকায় সব ধৈর্য্য গেল দূর॥
রামচন্দ্র আদি সভে চড়িলা নৌকায়।
কর্ণধার নৌকা ছাড়ি দিলেন ত্বরায়॥
উঠিল ক্রন্দনধ্বনি পদ্মাবতী তীরে।
যাহার শ্রবণে দারু-পাষাণ বিদরে॥

গণসহ আচার্য্য শ্রীবীরচন্দ্রে লৈয়া।
গেলেন বুধরি গ্রামে গঙ্গাপার হৈয়া॥
এথা অতি অধৈর্য্য হইয়া মহাশয়।
সভা সহ আইলেন গৌরাঙ্গ আলয়॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ শ্রীরাধারমণ॥
দর্শনে সভার হৈল উল্লসিত হিয়া।
অতি শীঘ্র করিলেন স্নানাদিক ক্রিয়া॥
সভা লইয়া মহাশয় প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
কৃষ্ণকথা-রসে দিবা রাত্রি গোঙাইলা॥
সেই দিন হৈতে ঐছে হৈলা মহাশয়।
ক্ষণে অতি স্থির ক্ষণে ব্যাকুল হৃদয়॥
এইরূপ কথোক দিবস গোঙাইতে।
রামচন্দ্র আইলেন জাজিগ্রাম হৈতে॥
রামচন্দ্র গমনাগমন আদি করি।
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিলুঁ বিস্তারি॥
রামচন্দ্রাগমনে আনন্দ মহাশয়।
সভার হইল অতি প্রসন্ন হৃদয়॥
গোবিন্দাদি লৈয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে।
দিবা-নিশি মত্ত মহাশয় সংকীর্ত্তনে॥
রাজা নরসিংহ চান্দরায় আদি যত।
সভে সংকীর্ত্তন রসে হইল উন্মত্ত॥
কিছুদিন পরে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি সভে কয়॥
বহু দিন হৈল গৃহে না কৈলা গমন।
শীঘ্র করি একবার যাহ সর্ব্বজন॥
যদ্যপি যাইতে কার মন নাহি হয়।
তথাপিহ গেলা আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ।
হরিরাম রামকৃষ্ণ শ্রীগোপীরমণ॥
বলরাম কবিরাজ আদি এ সভার।
গমন হইল যৈছে নারি বর্ণিবার॥
রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কথোদিন পরম আনন্দে বিলসয়॥
একদিন দোঁহে বসি পরম নির্জ্জনে।
না জানি কি পরামর্শ কৈলা দুই জনে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ কিছু দিন পরে।
জাজিগ্রামে গেলা অতি ব্যাকুল অন্তরে॥
তথা হৈতে সংবাদ আইলা কথোদিনে।
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর গেলেন বৃন্দাবনে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সঙ্গে নিরন্তর।
কে বুঝিতে পারে এই দোঁহার অন্তর॥
একদিন মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
কি হইল কান্দিয়া কহয়ে বারে বারে॥

ত্রিপদী।

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীনিবাস গদাধর,
নরহরি মুকুন্দমুরারি।
শ্রীরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর
এ সব প্রেমের অধিকারী॥

করিতে যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইলুঁ দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম, না বুঝিলু সে না মর্ম্ম,
এ না শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যূপ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মিলি, কৈলা কি মধুর কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
সভে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
আধল হইল এ না আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখঙি ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিলুঁ যাহার দাস,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা
দুঃখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥
এত কহিতেই সভে করিল শ্রবণ।
রামচন্দ্র কবিরাজ হৈলা অদর্শন॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
ওহে রামচন্দ্র মোরে গেলা কোথা ছাড়ি।
এতকহি কণ্ঠরুদ্ধ রহে ভূমে পড়ি॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
শ্রীরাজা গোবিন্দ সন্তোষাদি কথোজন॥
দূরে থাকি দেখি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
পড়িয়া আছেন মহাশয় মহীতলে॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সভে করয়ে ক্রন্দন।
কতক্ষণে মহাশয় হইলা চেতন॥
সভা লৈয়া আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
কতক্ষণ স্থির হইলা প্রভুর দর্শনে॥
ঐছে দিন পাঁচ সাত রহি মহাশয়।
গঙ্গাস্নানে যাইব সভার প্রতি কয়॥
প্রভুর সেবাতে সভে সাবধান করি।
কথোজন সঙ্গে শীঘ্র আইল বুধরি॥
তথা হইতে আইলা গাম্ভীলা গঙ্গাতীরে।
অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে॥
চিতা সজ্জা কর শীঘ্র এই আজ্ঞা দিয়া।
রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া॥
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন শিষ্যগণ।
সভারে করিলা স্থির গঙ্গানারায়ণ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আইসে লইয়া নিজগণে।
দেখা মাত্র হয় কথা নাই কার সনে॥
ঐছে মহাশয় তিনদিন গোঙাইলা।
লোকদৃষ্টে দেহ হৈতে পৃথক হইলা॥
মহাশয়ে স্নান করাইয়া সেইক্ষণে।
চিতার উপরে রাখিলেন দিব্যাসনে॥
পরস্পর কহে সুখে ব্রাহ্মণ সকল।
বিপ্রে শিষ্য কৈল যৈছে হইল তার ফল॥

গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল।
বাক্যরোধ হইয়া নরোত্তম দাস মৈল॥
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া।
হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম্ম তেয়াগিয়া॥
দেখিল গুরুর দশা হইল যেমন।
না জানি ইহার দশা হইবে কেমন॥
পুনঃ পুনঃ গঙ্গানারায়ণে শুনাইয়া।
ঐছে কত কহে সভে হাসিয়া হাসিয়া॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দয়া উপজিল মনে।
গঙ্গানারায়ণ আইলা চিতা সন্নিধানে॥
কড়যোড় করিয়া কহয়ে বারবার।
নিজগুণে কৈলা প্রভু পাষণ্ডী উদ্ধার॥
এবে এ পাষণ্ডীগণ মর্ম্ম না জানাইয়া।
নিন্দে তোমা সভে দুঃখ পায়েন শুনিয়া॥
এ সভার হইল ঘোর নরকে গমন।
রক্ষা কর কৃপাদৃষ্টে করি নিরীক্ষণ॥
গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে।
নিজদেহে মহাশয় আইল সেইক্ষণে॥
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য বলিয়া নরোত্তম।
উঠিলেন চিতা হৈতে তেজে সূর্য্য সম॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করয়ে সর্ব্বজনে।
অকস্মাৎ পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে॥
দূরে থাকি দেখি সব নিন্দুক ব্রাহ্মণ।
মহাভয় হৈল স্থির নহে কোনজন॥
কেহ কার প্রতি কহে কি কার্য্য করিলুঁ।
আপনা খাইয়া হেন জনেরে নিন্দিলুঁ॥

ঐছে কত কহি শিরে করে করাঘাত।
কাঁপয়ে অন্তর নেত্রে হয় অশ্রুপাত॥
নিন্দুক ব্রাহ্মণগণ সাপরাধী হৈয়া।
গঙ্গানারায়ণ পদে পড়ে প্রণমিয়া॥
কাতরে কহয়ে রক্ষা কর মো সভারে।
বৃথা জন্ম গোঙাইলু বিপ্র অহঙ্কারে॥
শ্রীমহাশয়ের আগে যাইতে না পারি।
করাহ তাঁহার অনুগ্রহ কৃপা করি॥
শুনিয়া ব্যাকুল বাক্য গঙ্গানারায়ণ।
মহাশয় সমীপে গেলেন সেইক্ষণ॥
করযোড় করিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে।
অনুগ্রহ কর প্রভু এ সব বিপ্রেরে॥
এত কহিতেই বিপ্রগণ ভূমে পড়ি।
প্রণমিয়া কাতরে কহয়ে করযুড়ি॥
মো সভার সম বিপ্রাধম নাহি আর।
করিলু যতেক নিন্দা লেখা নাহি তার॥
বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মিথ্যা অহঙ্কারে।
সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করিলুঁ তোমারে॥
হইল বিফল সভে পড়িনু যে সব।
কভু না স্পর্শিল সে দুর্লভ ভক্তি লব॥
কৃপা করি নাশহ দুর্দ্দৈব মো সভার।
লইলুঁ শরণ এই চরণে তোমার॥
দেখিয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ভক্তিরত্ন দিয়া সে সভারে আলিঙ্গয়॥
সভে আজ্ঞা কৈলা গঙ্গানারায়ণ সনে।
ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন কর সাবধানে॥

কিছুদিন পরে সভে যাইবা খেতরি।
অগ্র আমি এথা হৈতে যাইব বুধরি॥
এত কহি শীঘ্র করিলেন গঙ্গাস্নান।
নয়ন ভরিয়া দেখিলেন ভাগ্যবান্।
শ্রীমহাশয়ের এই প্রসঙ্গ সকল।
ব্যাপিল সর্ব্বত্র হৈল সভার মঙ্গল॥
গঙ্গাতীর হৈতে মহাশয় সভা সনে।
গঙ্গানারায়ণ গৃহে গেলা কথোক্ষণে॥
তথা নানা মিষ্টান্ন ভুঞ্জিলা সভা লৈয়া।
অতি শীঘ্র বুধরি আইলা হৃষ্ট হৈয়া॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কর্ণপূর আর।
কবিরাজ গোকুল বল্লবী মজুমদার॥
এ সভা সহিত গিয়া খেতরি গ্রামেতে।
নিরন্তর রহে কৃষ্ণ-কথা আলাপেতে॥
শ্রীপ্রভুগণের সেবা পরিচর্য্যা যত।
তাহাতেই নিযুক্ত হইলা অবিরত॥
গৌরাঙ্গ অঙ্গন-ধূলি ধূসরিত হৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন প্রভু মুখপানে চাঞা॥
হাহা প্রভু গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত কৃষ্ণ।
করুণা করহ মুঞি বিষয় সতৃষ্ণ॥
ওহে প্রভু রাধাকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
সংসার যাতনা হৈতে করহ মোচন॥
হে রাধারমণ মোরে রাখহ চরণে।
তোমা না ভুলিয়ে যেন জীবনে মরণে॥
ঐছে কত প্রকার করয়ে নিবেদন।
সে সব শুনিতে কান্দে পশু-পক্ষিগণ॥

লোক ভীড় দেখি কভু নির্জ্জনে যাইয়া।
নাম উচ্চারয়ে মহাব্যাকুল হইয়া॥
ওহে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ওহে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কুমার॥
ওহে সীতানাথ অদ্বৈত দয়াময়।
ওহে শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥
ওহে করুণার সিন্ধু পণ্ডিত শ্রীবাস।
ওহে বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস॥
ওহে শ্রীস্বরূপ রামানন্দ দামোদর।
ওহে শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ কাশীশ্বর॥
ওহে বাচস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
ওহে সূর্য্যদাস গৌরীদাস পণ্ডিতার্য্য॥
ওহে শ্রীপণ্ডিত জগদীশ শুক্লাম্বর।
ওহে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ দাস গদাধর॥
ওহে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়।
মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ ধনঞ্জয়॥
ওহে শ্রীজগদানন্দ সঞ্জয় শ্রীধর।
ওহে শ্রীমুকুন্দ নরহরি বিজ্ঞবর॥
ওহে শ্রীমদ্রূপ সনাতন গুণসিন্ধু।
ওহে শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু॥
ওহে শ্রীগোপাল ভট্ট পতিতের প্রাণ।
ওহে রঘুনাথ ভট্ট গুণের নিধান।
ওহে কুণ্ডবাসী স্বরূপের রঘুনাথ।
ওহে জীব গোস্বামী করহ দৃষ্টিপাত॥
ওহে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয়গণ।
করহ করুণা মুঞি লইলুঁ শরণ॥

দেখি অতি পামর মোরে না উপেক্ষিবা।
মোর অভিলাষ পূর্ণ অবশ্য করিবা॥
ঐছে কত কহিয়া নারয়ে স্থির হৈতে।
পুনঃ বিলপয়ে কৃপা করহে ললিতে॥
শ্রীবিশাখা সুচিত্রা শ্রীচম্পক লতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী পরম গুণাধিকা॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা সখী সুচতুরী।
শ্রীরূপমঞ্জরী রতি মুঞ্জরী কস্তুরী॥
লবঙ্গ মুঞ্জরী মুঞ্জলালী সর্ব্বজনে।
রাখ মোরে শ্রীরাধিকা চরণ সেবনে॥
হে রাধিকে কৃষ্ণ সে তোমার প্রাণেশ্বর।
তাঁর পাদপদ্ম সেবা দেহ নিরন্তর॥
তোমা দোঁহা বসাইব রত্ন সিংহাসনে।
নেত্র ভরি দেখিব বেষ্টিত সখীগণে॥
সখীঙ্গিতে চামর ব্যজন করি সুখে।
সমর্পিব তাম্বুল দোঁহার চান্দ মুখে॥
হইব কি পূর্ণ এ মনের অভিলাষ।
এত কহি মহাশয় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
কতক্ষণ মৌন ধরি রহে মহাশয়।
নবদ্বীপ লীলাগত হইল হৃদয়॥
ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলি কহে বারবার।
দেখিব কি নেত্র ভরি নদীয়া বিহার॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীবাসাদি প্রভু-প্রিয়গণ।
সম্মুখে অদ্বৈত দেব ভুবন-পাবন॥
নিত্যানন্দ দক্ষিণে বামেতে গদাধর।
মধ্যে বিলসিব নবদ্বীপ সুধাকর॥
দেখিব কি ঐছে গণসহ গৌররায়।
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের চরিত।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে উদ্বেগ বিপরীত॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে চেষ্টা নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবল্লভের ব্যাকুল হয় হিয়া॥
ঐছে পরস্পর সভে ভাবে মনে মনে।
মহাশয় যত্নে স্থির করে প্রিয়গণে॥
কে বুঝে সে মনোবৃত্তি প্রিয়গণ লৈয়া।
সদা নাম সংকীর্ত্তনে রহে মগ্ন হৈয়া॥
একদিন মহাশয় কহে প্রিয়গণে।
গঙ্গানারায়ণের বিলম্ব হৈল কেনে॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
দোঁহে আইলা সঙ্গে সেই বিপ্র কথোজন॥
পড়িলেন শ্রীমহাশয়ের পদতলে।
ভক্তিরসে মগ্ন বিপ্র ভাসে নেত্রজলে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় করি অনুগ্রহ।
কথোজনে শিষ্য কৈলা দেখিয়া আগ্রহ॥
মহাশয় প্রিয় গঙ্গানারায়ণ স্থানে।
কৃপাকরি শিষ্য করাইলা কথোজনে॥
সভে গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে প্রণমিলা।
শ্রীমালাপ্রসাদ শ্রীপূজারী আনি দিলা॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি বিজ্ঞগণ।
দেখি বিপ্র চেষ্টা হৈল উল্লসিত মন॥
শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য আদি বিপ্র যত।
দীন হৈয়া সে সভার পদে হৈলা নত॥

শ্রীসন্তোষ রাজা নরসিংহ আদি সব।
দেখিলেন বিপ্রবর্গে পরম বৈষ্ণব॥
মহামহোৎসব কৈলা তার পরদিনে।
বিপ্রগণ উন্মত্ত হইলা সংকীর্ত্তনে॥
সভে হইলেন প্রেমভক্তি অধিকারী।
ঐছে অনুগ্রহের বালাই লৈয়া মরি॥
শ্রীমহাশয়ের চারু চরিত্র অপার।
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিলা সভার॥
একদিন মহাশয় অতি প্রাতঃকালে।
হৈয়া মহা ব্যাকুল ভাসয়ে নেত্রজলে॥
অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কতক্ষণ ক্ষিতিতলে রহয়ে পড়িয়া॥
সে হেন বদন পদ্ম সুখাইয়া যায়।
গদগদস্বরে কহে কি হইল হায়॥
হায় হায় বিধাতা হইলা মোরে বাম।
আর কি পাইব হে সে হেন গুণধাম॥

ত্রিপদী যথা।

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণে রামচন্দ্র ছিলা, সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যার দাস,
পুনঃ নাকি মিলিব আমারে॥
না দেখিয়া সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষ শরে কুরঙ্গিনী যেন।
আচলে রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল
নরোত্তমের হেন দশা কেন॥
এত কহি নীরব হইলা মহাশয়।
শুনি সভে ভাবয়ে না জানি কিবা হয়॥
মহাশয় জানি প্রিয়গণের অন্তর।
সভারে প্রবোধ বাক্য কহিলা বিস্তর॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে আসি বিদায় হইলা।
প্রভুগণ চরণে জীবন সমর্পিলা॥
কে বুঝে অন্তর অতি অধৈর্য্য হইয়া।
চলিলা বুধরি গোবিন্দাদি সঙ্গে লৈয়া॥
বুধরি গ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি তথা আইলা॥
অতি সুমধুর বাক্যে সভে প্রবোধিলা॥
শ্রীনাম কীর্ত্তনে দিবারাত্রি গোঙাইলা।
বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাকূলে॥
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুইজনে॥
দোঁহে কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিশাইয়া গঙ্গার জলেতে॥

দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞের ইহা বুঝিব কি আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন।
বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ॥
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা হরি হরি ধ্বনি।
কেহ ধৈর্য্য ধরিতে নারয়ে ইহা শুনি॥
সভে শ্রীঠাকুর নরোত্তম-গুণ গায়।
ব্যাপিল জগত গুণে পাষাণ মিলায়॥
শ্রীমহাশয়ের সঙ্গে ছিলা যত জন।
সভে লৈয়া গেলা গৃহে গঙ্গানারায়ণ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ আদি যত জন।
পরস্পর কৈলা সভে ধৈর্য্যাবলম্বন॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সভাসনে।
মহোৎসব আয়োজন কৈলা সেইক্ষণে॥
গাম্ভীলা গ্রামেতে মহামহোৎসব করি।
বুধরি হইয়া শীঘ্র গেলেন খেতরি॥
তথা রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ।
কৃষ্ণ সিংহ চান্দরায় শ্রীগোপীরমণ॥
শ্রীগোবিন্দ রাজা সন্তোষাদি প্রিয়গণ।
সভে শীঘ্র কৈলা মহোৎসব আয়োজন॥
যৈছে মহোৎসব হৈল খেতরি গ্রামেতে।
সহস্রেক মুখেও তা না পারি বর্ণিতে॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে যে হৈল চমৎকার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবার॥
তথাপি কহিয়ে কিছু শুন দিয়া মন।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন॥
দেবীদাস গৌরাঙ্গ গোকুল আদি যত।
গীত বাদ্যে সভাই হইলা উনমত্ত॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কথোজন।
মহামত্ত হৈয়া সভে করয়ে নর্ত্তন॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি ভাবাবেশে।
হুঙ্কার গর্জ্জন করি অট্ট অট্ট হাসে॥
রাজা নরসিংহ আদি ভূমে গড়ি যায়।
চতুর্দ্দিকে সভে সিক্ত নেত্রের ধারায়॥
সংকীর্ত্তন রসের সমুদ্র উথলিল।
সেই কালে সভে আত্ম-বিস্মরিত হৈল॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের অলৌকিক লীলা।
নরোত্তম করে নৃত্য সকলে দেখিলা॥
সংকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করি কতক্ষণ।
অতি অলক্ষিতে হইলেন অদর্শন॥
শ্রীমহাশয়ের প্রিয়গণ প্রেমময়।
হইল সভার অতি অধৈর্য্য হৃদয়॥
স্বপ্নছলে সভে পুনঃ দিয়া দরশন।
করিলেন স্থির কহি প্রবোধ বচন।
এমন করুণাময় কেবা আছে আর।
নিজ পরকার দুঃখ নারে সহিবার॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে।
যাঁর গুণ শুনি দারু পাষাণ বিদরে॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে একাদশোবিলাসঃ।

দ্বাদশ বিলাস।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শিষ্য কৈলা যত।
তাঁ সভার চেষ্টা কেবা বর্ণিবেক কত ॥
শ্রীমহাশয়ের শাখা প্রশাখা বিস্তর।
তার মধ্যে কহি কিছু মো মূর্খ পামর ॥
আগে পাছে নাম ইথে দোষ না লইবে।
নিজ ভৃত্য জানি সভে প্রসন্ন হইবে ॥
জয় জয় শ্রীমহাশয়ের শিষ্যগণ।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সভার জীবন ॥
জয় পূজারী বলরাম ভক্তিময়।
যাঁর সেবা বশে প্রভু প্রসন্ন হৃদয় ॥১॥
জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ।
গণসহ গৌরচন্দ্র যার প্রাণ ধন ॥২॥
জয় শ্রীআচার্য্য রামকৃষ্ণ গুণমণি।
যাঁর শাখা প্রশাখায় ব্যাপিল অবনি ॥৩॥
জয় ভক্তিদাতা শ্রীপূজারী রবিরায়।
মহানন্দ পা'ন যেহ বৈষ্ণব সেবায় ॥৪॥
জয় জয় চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ।
যাঁর শাখা প্রশাখায় ব্যাপিল ভুবন ॥৫॥

জয় রাধাবল্লভ চৌধুরী দয়াময়।
যার প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥
শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত।
তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহা শান্ত ॥৬॥
জয় শ্রীনবগৌরাঙ্গ দাস গুণরাশি।
যেহ গৌরচন্দ্র নামে মত্ত দিবা নিশি ॥৭॥
জয় নারায়ণ ঘোষ প্রেমভক্তিময়।
যাঁর গানে মত্ত শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥৮॥
জয় কৃষ্ণ সিংহ সিংহ বিক্রম বিদিত।
নিরন্তর প্রেমে মত্ত সঙ্গীতে পণ্ডিত ॥৯
জয় শ্রীসন্তোষ রায় বিদিত ভুবনে।
মহাশয় হর্ষ যার সেবা আচরণে ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সহ প্রীত অতি।
কবিরাজ গীতে ব্যক্ত কৈলা তাঁর রীতি ॥
শ্রীসন্তোষাদেশে কবিরাজ হর্ষ হৈলা।
সঙ্গীতমাধব নাম নাটক বর্ণিলা ॥১০॥
জয় মহাবিজ্ঞ রাজা শ্রীগোবিন্দ রাম।
নিরন্তর যার জিহ্বা জপে হরিনাম ॥ ১১
জয় শ্রীবিনোদ রায় বিনোদ বন্ধনে।
করয়ে নর্ত্তন প্রেমে মাতি সংকীর্ত্তনে ॥১২॥
জয় কান্ত চৌধুরী পরম বিদ্যাবান।
গন্ধর্ব্ব মানয়ে ধন্য শুনি যার গান ॥১৩॥

জয় জয় মহা কবি শ্রীবসন্ত রায়।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-লীলায় ॥১৪॥
জয় শ্রীশীতলরায় স্বভাব শীতল।
যারে দেখি মহাসুখী বৈষ্ণব সকল ।১৫॥
জয় প্রভু রামদত্ত পরম সুধীর।
নিরন্তর যাঁর নেত্রে বহে প্রেমনীর ॥১৬॥
অতি জিতেন্দ্রিয় শ্রীচৌধুরী ধর্ম্মদাস।
অকৈতব যাহার বৈষ্ণবে বিশ্বাস ॥১৭॥
জয় শ্রীভকত দাস ভক্তিরসপাত্র।
শ্রীবৈষ্ণব যারে না ছাড়য়ে তিল মাত্র ॥১৮॥
জয় নিত্যানন্দ দাস প্রেমভক্তিময়।
নিত্যানন্দ গুণে যেহ মত্ত অতিশয় ॥
জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥২০॥
জয় ধরু চৌধুরী যে বিদিত ধরণী।
কান্দে পশুপক্ষিগণ যার গুণ শুনি ॥২১॥
জয় বোঁচারাম ভদ্র পরম কৌতুকী।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের সুখ যার চেষ্টা দেখি ॥২২॥
জয় রামভদ্র রায় দুঃখীর জীবন।
নিরন্তর তাঁর কার্য্য নাম সংকীর্ত্তন ॥২৩॥
জয় জয় রূপনারায়ণ দয়াবান।
কার না দ্রবয়ে হিয়া শুনি তাঁর গান ॥২৪॥
জয় জানকীবল্লভ চৌধুরী ঠাকুর।
যার চেষ্টা দেখি বাড়ে আনন্দ প্রচুর ॥২৫॥
জয় শ্রীশ্রীমন্ত দত্ত ভাণ্ডারী প্রবীণ।
যেহ গৌরগুণেতে উন্মত্ত রাত্রি দিন ॥২৬॥

জয় রূপনারায়ণ পূজারী ঠাকুর।
যার গুণ শ্রবণে ত্রিপাপ যায় দূর ॥২৭॥
জয় জয় শ্রীবৈষ্ণব চরণ বিরক্ত।
সদা গৌরচন্দ্র গুণ গানে অনুরক্ত ॥২৮॥
জয় শিবরাম দাস পরম উদার।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাহার ॥২৯॥
জয় জয় কৃষ্ণদাস বৈরাগী ঠাকুর।
যাঁর অনুগ্রহে সব দুঃখ যায় দূর ॥৩০॥
জয় রাজা নৃসিংহ পরম তেজোময়।
যার প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥৩১॥
জয় রূপমালা নর সিংহের ঘরণী ।৩২
যার ভক্তি রীতে ধন্যা মানয়ে ধরণী ॥
জয় চান্দরায় চারু চরিত্র বিদিত।
বৈষ্ণব সেবায় যাঁর পরম পিরীত ॥৩৩॥
জয় নারায়ণ রায় পরম সুশান্ত।
সদা মত্ত দেখি শ্রীবিগ্রহ রাধাকান্ত ॥৩৪॥
জয় রামচন্দ্র রায় অতি অকিঞ্চন।
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র যাঁর প্রাণধন ॥৩৫॥
জয় শ্রীঠাকুর দেবীদাস কীর্ত্তনিয়া।
বৈষ্ণব উন্মত্ত যার কীর্ত্তন শুনিয়া ॥৩৬॥
জয় রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দয়াবান্।
অতি পূর্ব্বে নবদ্বীপে যার বাস স্থান ॥৩৭॥
জয় মহাবিজ্ঞ শ্রীঠাকুর কৃষ্ণদাস।
বৈষ্ণবের প্রতি যার পরম বিশ্বাস ॥৩৮॥
জয় শ্রীচাটুয়া রাম দাস ভক্তিপাত্র।
বৈষ্ণবের পত্র অবশেষ ভুঞ্জে মাত্র ॥৩৯॥

জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌরগুণ গানে যেহ পরম উল্লাস ॥৪০॥
জয় শ্রীগন্ধর্ব্ব রায় গানে বিচক্ষণ।
যাঁর গানে লজ্জা পায় গন্ধর্ব্বের গণ ॥৪১॥
জয় শ্রীমদন রায় গন্ধর্ব্ব তনয়।
যার গুণ শুনিতে সভার প্রেমোদয় ॥৪২॥
জয় গঙ্গাদাস রায় স্নেহের মূরতি।
অতি অলৌকিক যাঁর প্রেমভক্তি রীতি ॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বায়ন ঠাকুর।
যাহার মৃদঙ্গ বাদ্যে তাপ যায় দূর ॥৪৪॥
জয় শ্রীআচার্য্য জয় কৃষ্ণ বিজ্ঞবর।
প্রভু-পাদপদ্মে যেহ মত্ত মধুকর ॥৪৫॥
জয় জয় শ্রীবড়ু চৈতন্যদাস বিজ্ঞ।
প্রেমভক্তিময় মূর্ত্তি পরম মনোজ্ঞ ॥৪৬॥
জয় ব্রজরায় ভক্তি রীতি চমৎকার।
প্রাণ দিয়া করে যেহ পর উপকার ॥৪৭॥
জয় রাধাকৃষ্ণ দাস রসিক অনন্য।
ভক্তি প্রবর্ত্তাই কৈলা পতিতেরে ধন্য ॥৪৮
জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণরায় প্রেমেতে বিহ্বল।
নিরন্তর যার দুই নেত্রে বহে জল ॥৪৯॥
জয় জয় ঠাকুর শ্রীদয়ারাম দাস।
তুলসী সেবায় যাঁর পরম উল্লাস ॥ ৫০ ॥
জয় শ্রীপুরুষোত্তম গুণের আলয়।
বৈষ্ণব সেবাতে যার প্রীত অতিশয় ॥৫১॥
জয় শ্রীগোকুল ভক্তি রসের মূরতি।
যাঁর গানে নাহি বৈষ্ণবের দেহ স্মৃতি ॥৫২

জয় জয় হরিদাস হর্ষ গৌররসে।
নিরন্তর অভিলাষ নবদ্বীপ বাসে ॥৫৩॥
জয় গঙ্গাহরি দাস গঙ্গাতীরে স্থিতি।
লোকে চমৎকার দেখি যাঁর ভক্তিরীতি ৫।
জয় জয় শ্রীঠাকুর শ্রীহরিদাস।
ভক্তিগ্রন্থ সেবনেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ৫৫ ॥
জয় শ্রীজগতরায় পরম পণ্ডিত।
পাষণ্ডী অসুরে দণ্ড দেন যে উচিত ॥৫৬॥
জয় রূপরায় গানে অতি বিচক্ষণ।
যাঁর গান শুনি প্রেমে ভাসয়ে যবন ॥৫৭॥
জয় খিরু চৌধুরী হরয়ে দুঃখ শোক।
যাঁর চেষ্টা দেখি সুখে ভাসে সর্ব্বলোক ॥৫৮
জয় জয় শ্রীকান্ত পরম বিদ্যাবান্।
নিজ গুণে করে যেহ পতিতের ত্রাণ ॥ ৫৯
জয় শ্রীমথুরাদাস পরম সুধীর।
সদা দৈন ভাব যার অন্তর বাহির ॥৬০॥
জয় ভাগবত দাস ভক্তিরসপাত্র।
সাধনেতে অবসর নাহি তিলমাত্র ॥৬১॥
জয় জগদীশ রায় জগতে প্রচার।
প্রভু সেবাযুক্ত সদা অতি শুদ্ধাচার ॥৬২॥
জয় জয় ঠাকুর শ্রীমহেশ চৌধুরী।
সদা অশ্রুকম্প পুলকাঙ্গ সুমাধুরী ॥৬৩॥
জয় জয় গণেশ চৌধুরী মগ্ন গানে।
দিবানিশি হায় যৈছে কিছুই না জানে ॥৬৪
জয় ভক্তিরত্ন দাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু-পাদপদ্মে যেঁহ মত্ত মধুকর ॥৬৬॥

জয় শ্রীগোবিন্দরায় গুণের নিধান।
কৃষ্ণনাম লয় যে তাঁহারে দেয় প্রাণ ॥ ৬৬ ॥
জয় অতি বিজ্ঞ নরোত্তম মজুমদার।
মজুমদার বিনা কেহ না কহয়ে আর ॥৬৭॥
জয় শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গুণে পূর্ণ।
পাষণ্ডীগণের অহঙ্কার করে চূর্ণ ॥৬৮॥
জয় শ্রীগোসাঞি দাস অদ্ভুত আশয়।
যারে প্রশংসয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥৬৯॥
জয় শ্রীমুরারি দাস দীনে দয়া অতি।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে যাঁর পরম পীরিতি ॥৭০॥
জয় জয় প্রেমময় শ্রীবসন্ত দত্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ প্রেমরসে সদা মত্ত ॥৭১
জয় শ্রীঠাকুর শ্যামদাস সদা সুখী।
দুঃখীগণ ভাসে প্রেমানন্দে যারে দেখি ॥৭২
জয় শ্রীজীব গোপাল দত্ত যারে।
তিলার্দ্ধ বৈষ্ণবগণ ছাড়িতে না পারে ॥৭৩
জয় রাম দেবদত্ত দীনে দয়া যার।
সংকীর্ত্তন রসেতে উন্মত্ত অনিবার ॥৭৪॥
জয় গঙ্গাদাস দত্ত দুঃখীর জীবন।
নিরন্তর করে যেহ নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥৭৫॥
জয় মনোহর ঘোষ ক্রিয়া মনোহর।
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণ গায় নিরন্তর ॥৭৬॥
জয় শ্রীমুকুট মৈত্র অতি শুদ্ধরীতি।
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য চরণে দৃঢ় রতি ॥ ৭৭ ॥
জয় শ্রীবিশ্বাস মনোহর মহাশান্ত।
যাহার সর্ব্বস্ব গৌর শ্রীবল্লবীকান্ত ॥৭৮॥

জয় জয় অর্জ্জুন বিশ্বাস বলবান্।
প্রভু পরিচর্য্যায় পরম সাবধান ॥ ৭৯ ॥
জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান।
যেহ সর্ব্বমতে কার্য্য করে সমাধান ॥৮০
জয় শ্রীবালকদাস বৈরাগী ঠাকুর।
সদা বালকের চেষ্টা করুণা প্রচুর ॥৮১॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৈরাগী প্রবীণ।
সদা আপনাকে যেহ মানে অতি দীন ॥৮২
জয় শ্রীবিহারীদাস বৈরাগী ঠাকুর।
অতি অকিঞ্চন বেশ চরিত্র মধুর ॥৮৩॥
জয় শ্রীগোকুলদাস বৈরাগী প্রবল।
নবদ্বীপ বৃন্দাবন বাসে যে বিহ্বল ॥৮৪॥
জয় শ্রীপ্রসাদ দাস বৈরাগী প্রধান।
স্থিতি শ্রীখেতরিবিনা যেনা জানে আন ॥৮৫
এ সভার চরিত্র বর্ণিতে নাহি সীমা।
জগৎ ব্যাপিল এই সভার মহিমা ॥
মনে এই অভিলাষ করিলে সদাই।
নির্ম্মৎসের হৈয়া এ সভার গুণ গাই ॥
সংক্ষেপে কহিলু এই শাখাগণ নাম।
যে নাম শ্রবণে পূর্ণ হয় সব কাম ॥
জয় জয় উপশাখা বিখ্যাত জগতে।
নামমাত্র কহি কিছু আপনা শোধিতে ॥
রামকৃষ্ণাচার্য্য শাখা বহু শিষ্য তাঁর।
কহি কিছু সংক্ষেপেতে নারি বর্ণিবার ॥
আচার্য্যের ভার্য্যা নাম কণকলতিকা।
ভক্তিমূর্ত্তিমতী পতিব্রতা গুণাধিকা ॥১॥

আচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
অল্পকালে সঙ্গোপন হৈলা মহা আর্য্য ॥২॥
বেতুল্যা নিবাসী রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।
ভক্তি অঙ্গ সাধনে যাহার মহা আর্ত্তি ॥৩॥
শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
শ্রীগোবিন্দ সেবা বাস হুসেন পুরেতে ॥৪
কুমর পুরেতে শ্রীগোকুল চক্রবর্ত্তী।
সকল লোকেতে যার গায় গুণকীর্ত্তি ॥৫
ঐছে শাখা উপশাখা লেখা নাহি যার।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রাণ জীবন কতার ॥
শ্রীমহাশয়ের শাখা যার গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সভে ক'ন ॥
কেবা না বুঝয়ে গঙ্গানারায়ণ গুণে।
অদ্যাপিহ বিজ্ঞে যশ গায় বৃন্দাবনে ॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাং।

বৃন্দাবনে যস্য যশঃ প্রসিদ্ধমদ্যাপি গীয়েত সতাং সদঃসু
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং স গঙ্গানারায়ণঃ প্রেমরসাম্বুধির্মাম্ ॥

মহা বিদ্যাবন্ত অতি করুণার ধাম।
তাঁর বহু শাখা এথা কহি কিছু নাম ॥
শ্রীচক্রবর্ত্তীর পত্নীনাম রামনারায়ণী।
জগৎ বিদিতা বিষ্ণু প্রিয়ার জননী ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তিরাশি।
শ্রীরাধার অনুগৃহীতা যে রাধাকুণ্ডবাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী দয়াময়।
রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ গুণ না পারি বর্ণিতে।
যৈছে শিষ্ট হৈলা তাহা কহি সংক্ষেপেতে ॥
রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ এক প্রাণ।
দেহ মাত্র ভিন্ন লোকে করে একজ্ঞান ॥
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী সন্তান রহিত।
কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য চরিত ॥
আচার্য্য জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষ মনে।
অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভক্তিরস আস্বাদনে।
তার্কিকাদি পাষণ্ডীগণেরে নাহি গণে ॥
শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী শাখা আর।
গঙ্গানারায়ণ প্রাণ জীবন যাহার ॥
রঘুদেব ভট্টাচার্য্য পরম প্রবীণ।
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী যার প্রেমাধীন ॥
শ্রীচক্রবর্ত্তীর শাখা উপশাখাগণ।
কেবা বর্ণিবারে পারে ব্যাপিলা ভুবন ॥
আর যে শাখা উপশাখার শাখাগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈনু বর্ণন ॥
শ্রীমহাশয়ের শাখাগণ মনোহর।
সংকীর্ত্তন আনন্দে আবেশ নিরন্তর ॥
এ সব শাখার পূর্ণ কৈলা অভিলাষ।
শ্রীমহাশয়ের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥
ইহা যে বর্ণিয়ে মোর কোন সাধ্য নাই।
কেবল ভরসা ইথে বৈষ্ণব গোসাঞী ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম-বিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি শ্রীনরোত্তম-বিলাসে দ্বাদশোবিলাসঃ।
ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসসম্পূর্ণম্ ॥